মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের নিয়মিত প্রকাশনা

মোংলাবার্তা

ডিসেম্বর ২০২২ ■ বর্ষ ০১ ■ সংখ্যা ০১

৭২তম
প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে
মোংলাবার্তার
উদ্বোধনী সংখ্যা

মোংলা বন্দর
শিপিং হাব হওয়ার অপেক্ষা

দুর্বার মোংলা বন্দর
শক্তিমান, গতিময়

মোংলা বন্দরের প্রাণস্পন্দন
সচল রাখতে নিত্য ড্রেজিং

জাহাজ চলাচলে বিঘ্ন
পশুর নদে পলি জমার অনন্য ধরন

আইএসপিএস কোড
মোংলা বন্দরের নিরাপত্তার চাবিকাঠি

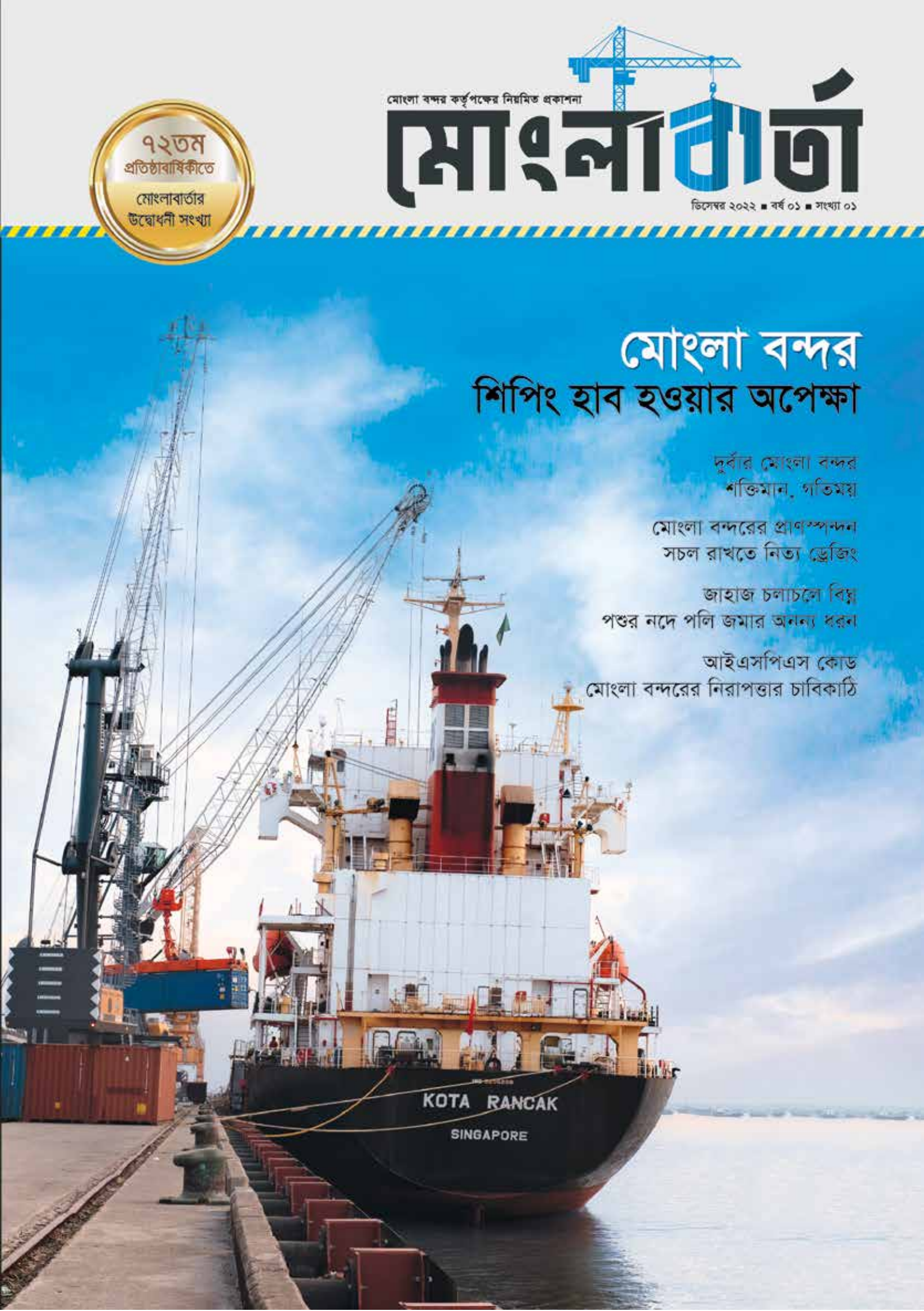

ইনফোগ্রাফিক্স

মোংলা বন্দরের কালপঞ্জি

ইতিহাসের ধারাক্রমে গাঙ্গেয় বাংলার দক্ষিণে পশুর নদের তীরে মোংলা বন্দরের অভ্যুদয় ও ক্রমবিকাশ

সাড়ে ৫ হাজার বছর আগেও

মূল্যবান বস্ত্র, খাদ্যশস্য, বিরল মসলা আর দুস্প্রাপ্য রত্নরাজির আকর্ষণে ভিনদেশি বণিকরা ভারতবর্ষে এসেছে। পূর্বে চীন আর পশ্চিমে এসিরিয়া-আফ্রিকা-গ্রিস-রোম থেকে আরব সাগর, ভারত মহাসাগর, বঙ্গোপসাগর পাড়ি দিয়ে প্রাচীন লোথাল-তাম্রলিপ্তি-চট্টগ্রাম বন্দরে ভিড়েছে তাদের পালতোলা কাঠের জাহাজ।

১৫-১৬ শতকের দিকে রাজা প্রতাপাদিত্যের যুগ-

পরবর্তীকালে শ্বাপদসঙ্কুল সুন্দরবন অঞ্চলের ফিরিঙ্গি, মগ, ডাচ আর ইংরেজ জলদস্যুর উৎপাতে বিপর্যস্ত হয়ে যায় দক্ষিণ বঙ্গ। সাগর থেকে নদীপথে সুন্দরবন পেরিয়ে তারা ঢুকে পড়ত লোকালয়ে। গ্রামের পর গ্রাম পুড়িয়ে দিত, লোকজন বন্দী করে নিয়ে যেত জাহাজে। পরে ক্রীতদাস হিসেবে বেচে দিত সুদূর উত্তর আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা আর

১৬ শতকে জলদস্যুর উপদ্রব দমনে মুঘল বাদশা আকবর

সর্বপ্রথম সুদক্ষ নৌবাহিনী গড়ে তোলেন। সুন্দরবন থেকে মজবুত সুন্দরী কাঠ দিয়ে তৈরি করেন যুদ্ধজাহাজ। উনিশ শতকের মাঝামাঝি বিখ্যাত সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও ব্রিটিশরাজের ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে খুলনা মহকুমার দায়িত্ব পালনকালে জলদস্যুতা দমনে তৎপর হন।

মার্চ ৭, ১৯৫১

ড্রাফট-সুবিধা বিবেচনায় বন্দর সরিয়ে আনা হলো জয়মনির গোল থেকে ১৪ মাইল উজানে অবস্থিত চালনায়।

জুন ২০, ১৯৫৪

স্যার ক্লাইভ অ্যানিংসের জরিপের ভিত্তিতে বন্দরটি ফের সরিয়ে আনা হলো চালনা থেকে ১০ মাইল ভাটিতে, সাগর থেকে ৭১ মাইল উজানে অবস্থিত মোংলায়।

১৯৬৪

মার্কিন পরামর্শক কোম্পানি ফ্রেডেরিক আর হ্যারিস মোংলাতেই বন্দরের স্থায়ীরূপ দানের পরামর্শ দিলে ১৯৬৫ সালে মোংলায় স্থায়ী বন্দর গড়ে তোলার পরিকল্পনা হাতে নেয় তৎকালীন সরকার।

১৯৬৫-৭০

বন্দরের জন্য দু হাজার একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়। ১৯৬৭ সালে ১১টি জেটির জন্য নির্মাণ চুক্তি হয় যুগোস্লাভ কোম্পানি মেসার্স উজান মিলিটোভিক পিম এবং মেসার্স ব্রোডোইম পেকসের সাথে। মুক্তিযুদ্ধের পূর্বকাল অবধি চলমান থাকে এসব নির্মাণকাজ।

১৯৭১ আগুনঝরা দিনে

গৌরবোজ্জ্বল মুক্তিসংগ্রাম, মোংলা বন্দরে

অপারেশন জ্যাকপট

অপারেশন জ্যাকপটের অধীনে ৪০ জন নৌকম্যান্ডো ১৯৭১ সালের ১৫ আগস্ট ভোর ৪:৩০ মিনিটে ছয়টি উপদলে বিভক্ত হয়ে মোংলা বন্দরে অবস্থানরত ৬টি বিদেশি জাহাজে মাইন ফিট করেন তারা। মাইন বিস্ফোরণে সবগুলো জাহাজ ধ্বংস হয়; ৩০ হাজার টনের বেশি সমরাস্ত্র তলিয়ে যায় পশুর নদের গর্ভে।

অপারেশন হটপ্যান্টস

অপারেশন হটপ্যান্টসের অধীনে ১৯৭১ অক্টোবরে ভারতের উপহার দুটি টহলযান খিদিরপুর ডকইয়ার্ডে মেরামতের পর তাতে দুটি কামান বসিয়ে গানবোটে রূপান্তর করা হয়; নাম রাখা হয় বিএনএস পদ্মা এবং পলাশ। ১০ নভেম্বর তারা বন্দরের প্রবেশমুখে সফল মাইন হামলা চালায়। পরদিন ১১ নভেম্বর 'দ্য সিটি অব সেইন্ট এলব্যান্স' নামে একটি ব্রিটিশ জাহাজকে বন্দর থেকে বিতাড়িত করে।

স্বাধীনতা-উত্তর ১৯৭২

১৯৭১ সালে ১৬ ডিসেম্বর বিজয় অর্জনের পরপরই পশুর চ্যানেল ফের জাহাজ চলাচলের উপযোগী করতে ভারতীয় নৌবাহিনীর সদস্যরা মাইন পরিষ্কার অভিযান শুরু করেন। ৭২ সালের মাঝামাঝি বঙ্গবন্ধুর সক্রিয় তৎপরতায় জাতিসংঘের উদ্যোগে নেদারল্যান্ড, পশ্চিম জার্মানি, জাপান ও সিঙ্গাপুরের উদ্ধারকর্মীদের নিয়ে তৈরি একটি কনসোর্টিয়াম পশুর চ্যানেল পুনরুদ্ধার কাজে নিয়োজিত হয়। ১৯৭৩ সালের মাঝামাঝি ফের জাহাজ চলাচলের শতভাগ উপযোগী হয়ে ওঠে চ্যানেল।

জুন ১৯৭৭

রাষ্ট্রপতির ৫৩ নং আদেশবলে যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে 'চালনা বন্দর কর্তৃপক্ষ' নামে একটি স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে বন্দরের যাত্রা শুরু।

ডিসেম্বর ১, ১৯৫০

বাংলার পাট ও পাটজাত দ্রব্য রপ্তানির চাহিদা সামাল দিতেই ১৯০৮ সালে ব্রিটিশরাজ প্রবর্তিত পোর্ট অ্যাক্ট অনুসারে নতুন বন্দর প্রতিষ্ঠা হয় যা প্রথমে চালনা বন্দর নাম হয়ে বর্তমানের মোংলা বন্দর

ডিসেম্বর ১১, ১৯৫০

পশুর নদের জয়মনির গোলে নোঙ্গর ফেলল ব্রিটিশ জাহাজ

ফেব্রুয়ারি ৩, ১৯৮৩

নবনির্মিত ৫টি জেটিতে বিদেশি জাহাজের আগমন শুরু হয়।

মার্চ ৮, ১৯৮৭

দীর্ঘদিন ধরে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ‘চালনা বন্দর’ নামে পরিচিত থাকা এ বন্দরের নতুন নাম হলো মোংলা বন্দর। বন্দর পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠানের নতুন নাম হলো মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ (মবক)।

মোংলা বন্দর, এক নজরে-

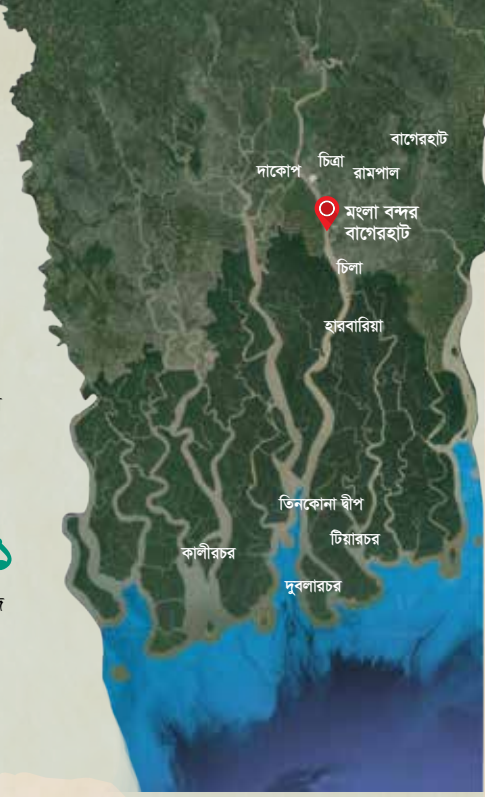

- বছরে ৩৬৫ দিন ২৪ ঘন্টা খোলা থাকে। বন্দরে ৮ মিটার ড্রাফটের ২২৫ মিটার দীর্ঘ জাহাজ প্রবেশ করতে পারে
- গড়ে ৪০০ জাহাজ হ্যান্ডলিংয়ের মাধ্যমে গড়ে ৩ মিলিয়ন টন পণ্যের আমদানি-রপ্তানি ঘটে
- বন্দরে জাহাজ ভেড়ানোর জন্য আছে ৫টি জেটি
- পণ্য রাখার জন্য আছে ৭টি শেড ও ৮টি অয়্যারহাউস
- জাহাজ রাখার জন্য আছে ২২টি নোঙ্গর পয়েন্ট ও ৩টি মুরিং বয়া
- পাইলটদের জন্য রেস্ট হাউস আছে হিরণপয়েন্টে। নাবিকদের থাকার জন্য পারিজাত নামে একটি রেস্ট হাউস আছে মোংলাতে।

রেকর্ড ২০২০-২১

সর্বকালের রেকর্ড ভেঙ্গে ৯৭০টি জাহাজ ভেড়ে মোংলা বন্দরে।

২০০২-২০০৮

সরকারি অদূরদর্শিতার পরিণামে স্থবিরতার কাল শুরু হয় বন্দরে। মাত্র ৯৫-এ নেমে আসে বার্ষিক জাহাজের সংখ্যা।

২০০৯ পরবর্তী আওয়ামী লীগ সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ

- বন্দর থেকে রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র অবধি পশুর নদে ক্যাপিটাল ড্রেজিং
- নেপাল-ভুটানের সাথে যোগাযোগ বাড়াতে পঞ্চগড়-মোংলা বন্দর রেল যোগাযোগ ও চার লেনের সড়ক আধুনিকীকরণ
- মোংলা ইপিজেড সম্প্রসারণ
- মোংলায় মৎস প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল প্রতিষ্ঠা
- মেডিকেল কলেজসহ ২৫০-শয্যা হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা

আগামীর দিশা

ট্রান্সশিপমেন্ট

মোংলা বন্দরের সাথে বিমান, সড়ক, রেল ও নৌপথে সংযুক্ত হচ্ছে ভারত+ভুটান+নেপাল

সক্ষমতা বৃদ্ধি

- মোংলা বন্দরে ২০২৫ সালে ৮.৭২ লাখ টিইউজ কন্টেইনার
- ২০৫০ সালে ৪৫.৩২ লাখ টিইউজ কন্টেনার ও ৩০ হাজারের বেশি গাড়ি হ্যান্ডলিং

E|V ইনফোগ্রাফিক্স

ডিসেম্বর ২০২২
বর্ষ ০১, সংখ্যা ০১

মোংলাবার্তা
মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের নিয়মিত প্রকাশনা

প্রধান পৃষ্ঠপোষক
রিয়ার অ্যাডমিরাল মোহাম্মদ মুসা
ওএসপি, এনপিপি, আরসিডিএস, এএফডব্লিউসি,
পিএসসি, পিএইচডি

সম্পাদক
কমডোর মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াদুদ তরফদার
(সি), এনপিপি, পিএসসি

সম্পাদনা পর্ষদ
ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ শাহীন মজিদ, (জি), পিএসসি, বিএন
কালাচাঁদ সিংহ
মো. জহিরুল হক
মো. মাকরুজ্জামান
রম্য রহিম চৌধুরী
জিনারুল ইসলাম
তাজুল হক

সহযোগী সম্পাদক
মোরশেদ কামাল

ডিজাইন ও ডিটিপি
তৌফিক আহমেদ
আবিদা হাফছা
মাহমুদ হোসেন প্রিন্স
মির্জা নাঈম অলিউল্লাহ

ব্যবস্থাপনা
মনিরা রহমান
হাবিবুর রহমান সুমন
আলেয়া ফেরদৌসী

আলোকচিত্রী
শোয়েব ফারুকী

কনটেন্ট পরিকল্পনা ও প্রণয়ন, ডিজাইন, প্রকাশনা:
ENLIGHTEN | VIBES

বাড়ি-৬, সড়ক-৩, সেক্টর-৫
উত্তরা, ঢাকা-১২৩০
ফোন: ০২-৪৮৯৫ ৬৭৪৮
ইমেইল: enlightenvibes@gamil.com

সম্পাদকীয় যোগাযোগ:
মোংলাবার্তা
মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ
মোংলা-৯৩৫১, বাগেরহাট।
ফোন: +৮৮ ০২-৪৭৭৭ ৫৩৭৭৩

০৮
প্রধান রচনা
মোংলা বন্দর:
শিপিং হাব হওয়ার অপেক্ষা

চালনা পোতাশ্রয়ের কার্যক্রম পরীক্ষামূলকভাবে শুরু হলেও এর প্রাথমিক সাফল্য এতটাই চমকপ্রদ ছিল যে, ১৯৫২ সালে এটিকে স্থায়ী ঘোষণা করা হয়। স্থবিরতার কাল পেরিয়ে মোংলা এখন আধুনিক এক বন্দর। বেড়েছে চ্যানেলের গভীরতা। বন্দরে প্রবেশ করছে বেশি ড্রাফটের জাহাজ। হিন্টারল্যান্ড সংযোগ এতদিন অভ্যন্তরীণ নৌপথনির্ভর হলেও পদ্মা সেতুর সুবাদে সড়ক যোগাযোগ এখন আরও মসৃণ। দূরে নয় রেল যোগাযোগ। বিমানবন্দরও আছে পরিকল্পনায়। অর্থাৎ, মাল্টিমোডাল যোগাযোগের সুবিধাসম্বলিত শিপিং হাব হওয়ার অপেক্ষায় ইকো-ফ্রেন্ডলি মোংলা বন্দর। দেশীয় আমদানি-রপ্তানিকারকদের মধ্যে বন্দরটি ব্যবহারের আগ্রহ বাড়ছে। বন্দর ব্যবহারে আগ্রহী নেপাল-ভুটান এবং ভারতও।

১৪
বিশেষ রচনা

দুর্বার মোংলা বন্দর: শক্তিমান, গতিময়

২০০২ সাল থেকে স্থবিরতার মুখে পড়ে যায় মোংলা বন্দর। ২০০৯ সালে সরকার পরিচালনার দায়িত্ব নেয়ার পর দূরদর্শী পরিকল্পনা হাতে নিয়ে দেশকে উন্নতির পথে ধাবিত করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তার মহাপরিকল্পনার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে ওঠে মোংলা বন্দর।

২২
প্রকৌশল ও প্রযুক্তি

মোংলা বন্দরের প্রাণস্পন্দন সচল রাখতে নিত্য-ড্রেজিং

ইনার বারে ড্রেজিং প্রকল্পের খননকাজের পর বন্দরের জেটিতে ৯.৫-১০ মিটার ড্রাফটের জাহাজ ভিড়তে পারবে। এতে বন্দরে প্রতি বছর অতিরিক্ত ১০০টি জাহাজ হ্যান্ডলিং করা হবে, যার মাধ্যমে অতিরিক্ত ২৪০ কোটি টাকা রাজস্ব আয় করা সম্ভব হবে।

এ সংখ্যায় থাকছে...

০২
ইনফোগ্রাফিক্স
মোংলা বন্দরের কালপঞ্জি
ইতিহাসের ধারাক্রমে গাঙ্গেয় বাংলার দক্ষিণে পশুর নদের তীরে মোংলা বন্দরের অভ্যুদয় ও ক্রমবিকাশ

১৬
বন্দর সমাচার
- মোংলা বন্দর দিয়ে ঢাকার গার্মেন্টস পণ্য রপ্তানি শুরু
- ভারতের ট্রায়াল জাহাজ এমভি রিশাদ রায়হান ভিড়ল মোংলা বন্দর জেটিতে
- বিশ্বের বৃহত্তম চীনা ড্রেজারে খনন হচ্ছে মোংলা চ্যানেল
- মোংলা বন্দরে নতুন রেকর্ড: ২১ হাজার গাড়ি আমদানি
- সংরক্ষণ ড্রেজিং: ফের সাড়ে ৯ মিটার ড্রাফটের জাহাজ এলো মোংলা বন্দরে

২৮
স্বদেশ সমাচার
- ১০০ সেতু উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী
- বাংলাদেশ-ভুটান বাণিজ্য চুক্তি এক নতুন যুগের সূচনা: বাণিজ্যমন্ত্রী
- মাতারবাড়িতে পেট্রোকেমিক্যাল হাব নির্মাণে জাইকাকে পাশে চান ব্যবসায়ীরা
- ২০২৬ সালের মধ্যে ১০০ বিলিয়ন ডলার রপ্তানির টার্গেট সরকারের
- ব্রিটেনে রপ্তানি হলো বাংলাদেশের তৈরি আরেকটি কন্টেনার জাহাজ

৩১
বিদেশ সমাচার
- ফের ট্রানজিট টোল বাড়ানোর ঘোষণা সুয়েজ খাল কর্তৃপক্ষের
- সাগরে জলদস্যুতা তিন দশকে সর্বনিম্নে: আইএমবি
- নবমবারের মতো শীর্ষ মেরিটাইম হাব সিঙ্গাপুর
- ইসরায়েলের হাইফা বন্দর কিনলো ভারতের আদানি গ্রুপ
- চীনের ৭ বন্দর ব্যবহারের সুযোগ পেল নেপাল

২৫
পরিবেশ ও জলবায়ু

জাহাজ চলাচলে বিঘ্ন: পশুর নদে পলি জমার অনন্য ধরন

পশুর নদের এই যে বিপুল পরিমাণ পলি, শেষ পর্যন্ত সেগুলো কোথায় যায়? গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনার দক্ষিণ প্রান্তে সোয়াচ-অব-নো-গ্রাউন্ড বলে গভীর উপত্যকার মতো একটা খাঁড়ি আছে বঙ্গোপসাগরের তলদেশে। এই খাঁড়ির মধ্য দিয়ে পলির ধারা চলে যায় বঙ্গোপসাগরের আরো গভীর অঞ্চলে।

৩৪
বন্দরের অন্দরে

আইএসপিএস কোড: মোংলা বন্দরে নিরাপত্তার চাবিকাঠি

বন্দর ব্যবহারকারীদের জন্য শতভাগ নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিয়ে মোংলা বন্দরে ২০০৪ সাল থেকে আইএমও সদস্যভুক্ত দেশগুলির বন্দরের নিরাপত্তা নিশ্চিতে প্রণীত ইন্টারন্যাশনাল শিপ অ্যান্ড পোর্ট ফ্যাসিলিটি সিকিউরিটি (আইএসপিএস) কোড প্রতিপালিত হয়ে আসছে।

সম্পাদকীয়

এক যুগের মধ্যেই ৫০টির বেশি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের সুবাদে বন্দরের অবকাঠামোগত সামর্থ্য বেড়েছে বহুগুণ। নিশ্চিত হয়েছে পশুর চ্যানেলের নাব্যতা। আইএসপিএস কোড-অনুকূল নিরাপত্তায় আবৃত এবং ভিটিএমআইএস প্রযুক্তিসমৃদ্ধ বন্দরে এখন চব্বিশ ঘন্টা জাহাজের আনাগোনা সম্ভব হচ্ছে।

অর্ধশতক আগে বাঙালির বুকের জমিতে সোনার বাংলা গড়ার যে স্বপ্ন বুনে দিয়ে গেছেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, গাঙ্গেয় বাংলার উর্বর পলিসিক্ত সেই স্বপ্নের চারা আজ মহীরুহরূপে শাখা-প্রশাখা ছড়িয়েছে দিকে দিকে। উদ্যমী নতুন নেতৃত্বের হাতে জেগে উঠছে উন্নয়ন আর অগ্রগতির উদ্ভাসন।

বিশ্বের স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল বিশ্বের কাতারে এসে গেছে বাংলাদেশ। এ সময়ে অভাবনীয় অগ্রগতি ঘটে গেছে আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক যোগাযোগের অবকাঠামো বিনির্মাণ খাতে। ২০৪১ সালের ভেতর উন্নত বিশ্বের পরিচয়ে প্রতিষ্ঠিত হবার লক্ষ্যে ছুটছে জাতি। প্রধানমন্ত্রীর রাষ্ট্রনায়কোচিত দূরদর্শিতায় বঙ্গোপসাগরে প্রায় সোয়া লক্ষ বর্গকিলোমিটার এলাকার ওপর নিরঙ্কুশ সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা হয়েছে। ব্লু ইকোনমি বা সমুদ্র অর্থনীতির দরোজা দিয়ে উঁকি দিচ্ছে উজ্জ্বল আগামীর হাতছানি।

বিশ্বঐতিহ্য সুন্দরবনের অধিরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম পোতাশ্রয় মোংলা বন্দর। বাংলাদেশের উন্নয়ন অভিযাত্রার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, শক্তিমান সারথি মোংলা বন্দর ঘিরে রামপাল তাপবিদ্যুৎকেন্দ্রসহ রপ্তানিমুখী ইপিজেড ও অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলার নির্দেশনা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের মালামাল পরিবাহিত হচ্ছে বন্দরের মাধ্যমে। উপরন্তু গত ২৫ জুন দূরকে আরো নিকট করেছে পদ্মা সেতু; খুলেছে সম্ভাবনার নতুন জানালা। আর সে জানালা দিয়ে ইতোমধ্যেই দখিনা হাওয়ার সুবাস পেতে শুরু করেছে মোংলা বন্দর তথা গোটা দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের মানুষগুলো।

এক যুগের মধ্যেই ৫০টির বেশি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের সুবাদে আগের তুলনায় বন্দরের অবকাঠামোগত সামর্থ্য বেড়ে গেছে বহুগুণ। বছরভর পশুর চ্যানেলের নাব্যতা নিশ্চিত হয়েছে। আইএসপিএস কোড-অনুকূল নিরাপত্তায় আবৃত এবং ভিটিএমআইএস প্রযুক্তিসমৃদ্ধ বন্দরে এখন চব্বিশ ঘন্টা জাহাজের আনাগোনা সম্ভব হচ্ছে। জেটির সংখ্যা বেড়েছে, পাশাপাশি বেড়েছে কার্গো-কন্টেনার হ্যান্ডলিং সরঞ্জাম এবং সহায়ক জলযানের সংখ্যা। মোংলা বন্দরের এসব বহুমাত্রিক সুবিধা কাজে লাগিয়ে লাভবান হতে ইতোমধ্যেই আগ্রহী হয়ে উঠছে প্রতিবেশী ভারত এবং নেপাল-ভুটানের মতো স্থলবেষ্টিত দেশগুলি। পরীক্ষামূলকভাবে প্রতিবেশী দেশের ট্রানজিট পণ্য পরিবহনও শুরু হয়েছে এ বন্দরের মাধ্যমে।

অত্যন্ত আনন্দের সংবাদ, মোংলা বন্দরসহ দেশের দক্ষিণাঞ্চলের ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনীতির উন্নয়ন-অগ্রগতির কথকতা সর্বস্তরের অংশীজন, নীতি নির্ধারণী মহল, নতুন প্রজন্ম, তথা বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্য নিয়ে মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের নিয়মিত প্রকাশনা হিসেবে এখন থেকে নিয়মিত প্রকাশিত হবে মোংলাবার্তা। এটি তার উদ্বোধনী সংখ্যা।

দেশভাগের পর ১৯৫০ সালে 'সোনালি আঁশ' পাট রপ্তানির চাপ সামাল দিতে গিয়ে কীভাবে জন্ম হলো এই বন্দরের, কেমন ছিল তার বেড়ে ওঠার প্রথম দিনগুলো, নতুন দেশের নতুন বন্দর হিসেবে সুন্দরবনের গভীরে জয়মনির গোল থেকে তার চালনায় চলে আসা, এবং ফের তার মোংলায় স্থায়ী হবার গল্প, মুক্তিযুদ্ধকালে তার লড়াকু রূপ, স্বাধীনতা পরবর্তী উত্তরণ অভিযাত্রা, আশির দশকে ফের তার মুখ থুবড়ে পড়া, ২০০২-০৮ এর ভয়াবহ মুমূর্ষুকাল, এবং অবশেষে রূপকথার ফিনিক্স পাখির মতো ফের তার পুনরুত্থানের তথ্যনির্ভর সুখপাঠ্য গল্পটা আদ্যোপান্ত জানা যাবে এ সংখ্যায় 'মোংলা বন্দর: শিপিং হাব হওয়ার অপেক্ষা' শীর্ষক প্রধান রচনায়।

গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা বাহিত স্রোতধারায় পলি জমা হয় বাংলাদেশের প্রায় সব নদীতেই। কিন্তু গঙ্গা-পদ্মা-গড়াই-রূপসা হয়ে বহমান পশুর নদের ধারায় পলি সঞ্চিত হয় যেন বিশেষ এক বৈশিষ্ট্য নিয়ে, যেটি স্বভাবতই প্রবলভাবে প্রভাবিত করে মোংলা বন্দরের অপারেশনাল কার্যক্রম। নিবিড় পর্যবেক্ষণ ও প্রত্যক্ষ গবেষণার আলোকে বন্দরের প্রধান হাইড্রোগ্রাফারের রচিত একটি আকর্ষণীয় নিবন্ধ থেকে জানা যাবে এ বিষয়ক আরো অনেক অজানা তথ্য। এই পলির বিরুদ্ধে লড়াই করে পশুর চ্যানেল সচল রাখতে কীভাবে চলমান ড্রেজিং প্রকল্পগুলো কাজ করছে তা নিয়েও থাকছে একটি বস্তুনিষ্ঠ রচনা।

এছাড়া মোংলাবার্তায় বন্দর সমাচার, স্বদেশ সমাচার ও বিদেশ সমাচার বিভাগে নিয়মিতই পাওয়া যাবে মোংলা বন্দর, স্বদেশ ও বিদেশের বন্দর এবং নৌবাণিজ্য, অর্থনীতি ও অগ্রগতি সম্পর্কিত যাবতীয় হালনাগাদ সংবাদ। আগামীতে আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক আরো নানা বিষয়ে আকর্ষণীয় ফিচার উপস্থাপনের প্রত্যাশা রইল।

প্রিয় পাঠকের প্রতি নিবেদন, মোংলাবার্তা নিয়মিত পড়ুন, মোংলা বন্দরের সঙ্গে থাকুন। আপনাদের জন্যই প্রণীত এই প্রকাশনাটি প্রতিনিয়ত আরো সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে আপনাদের যে কোনো পরামর্শ ও মতামত ফোন, ইমেইল অথবা মেসেজের মাধ্যমে জানাতে পারেন আমাদের।

শুভেচ্ছাসহ,

সম্পাদক

শুভেচ্ছা বাণী

চেয়ারম্যান
মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ
মোংলা, বাগেরহাট

দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম আন্তর্জাতিক সমুদ্র বন্দর, মোংলা বন্দরের ৭২তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে আমি বন্দরের সকল স্তরের কর্মকর্তা, কর্মচারী ও বন্দর ব্যবহারকারীসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই প্রাণঢালা অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা। ১৯৫০ সালের চালনা হতে ২০২২ সালের মোংলা, এই সুদীর্ঘ ৭২ বছর মোংলা বন্দর অনেক বন্ধুর পথ পাড়ি দিয়ে বর্তমানে একটি সম্ভাবনাময় আন্তর্জাতিক বন্দরে পরিণত হয়েছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা দেশনেত্রী শেখ হাসিনার সদিচ্ছায় মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে দেশ সেবার এই অনন্য সুযোগ লাভ করায় আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট চিরকৃতজ্ঞ।

মোংলা বন্দরের ৭২তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপনের এই ঐতিহাসিক মুহূর্তে মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের একটি নিয়মিত প্রকাশনা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করছে 'মোংলাবার্তা'। প্রকাশনাটির সাথে সম্পৃক্ত সকল লেখক-কর্মীদের জন্য আমার শুভেচ্ছা ও অভিবাদন। এ প্রকাশনার মাধ্যমে দক্ষিণাঞ্চলের এই প্রাণের বন্দর, তথা সমগ্র দেশ ও বিশ্বের বাণিজ্যিক-অর্থনৈতিক উন্নয়ন-অগ্রগতির সমসাময়িক খবরাখবর ও বিষয়আশয় পরিবেশন এবং তা নীতিনির্ধারণী মহলসহ উন্নয়ন অংশীদার, নতুন প্রজন্ম, তথা বৃহত্তর জনগণের মাঝে পৌঁছে দেয়া সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

মোংলা বন্দরের ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার দৃঢ় প্রজ্ঞা, দূরদর্শিতা এবং সে লক্ষ্যে তাঁর সময়োপযোগী ও বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে মোংলা বন্দর আজ একটি শক্ত ভিত্তির উপর দাঁড়াতে সক্ষম হয়েছে। তাঁরই সুচিন্তিত দিক নির্দেশনায় মোংলা বন্দরের সুবিধাদি সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়নের জন্য বর্তমান সরকারের অর্থায়নে বিভিন্ন প্রকল্পের কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী মহোদয় এবং নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের নিরবচ্ছিন্ন দিক নির্দেশনা ও পরামর্শের প্রেক্ষিতে বন্দরে বেড়েছে কর্মচাঞ্চল্য, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পেশাগত দক্ষতা এবং বন্দরের ওপর বন্দর ব্যবহারকারীদের আস্থা ও নির্ভরশীলতা। বর্তমান সরকারের যুগোপযোগী পদক্ষেপের ফলে মোংলা বন্দর কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে বিভিন্ন শিল্প কারখানা, বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল, যা দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নসহ বেকারত্ব দূরীকরণে বিশেষ অবদান রেখে চলেছে।

মোংলা বন্দরের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সরকারি অর্থায়নে বর্তমানে সর্বমোট ৬টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

মোংলা বন্দর, সমুদ্রগামী জাহাজ এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সুপেয় পানির চাহিদা মেটাতে 'সারফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট' স্থাপনের কাজ শেষ পর্যায়ে। এর মাধ্যমে উক্ত চাহিদা পূরণের পাশাপাশি বন্দরসংলগ্ন বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি সংস্থাসমূহে সুপেয় পানি সরবরাহ করা সম্ভব হবে।

বন্দর এলাকায় চলাচলকারী জলযান এবং শিল্পকারখানা হতে বর্জ্য সংগ্রহ করে পরিবেশসম্মত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে, সর্বোপরি, মোংলা বন্দরকে একটি পরিবেশবান্ধব সমুদ্রবন্দর হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে মোংলা বন্দরের 'আধুনিক বর্জ্য ও নিঃসৃত তেল অপসারণ ব্যবস্থাপনা' প্রকল্পের কাজ চলছে। এটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে 'মারপোল কনভেনশন' এর আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতা পালন, জাহাজের বর্জ্য সমুদ্র এবং নদীতে নিক্ষেপ রোধ, মোংলা বন্দরে আগত জাহাজের বর্জ্যদূষণ থেকে সুন্দরবনকে রক্ষা এবং পশুর চ্যানেল ও মোংলা বন্দরের আশপাশের নদ-নদীসমূহকে নিঃসৃত তেল হতে দূষণমুক্ত রাখা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

সমুদ্রগামী জাহাজসমূহ সুষ্ঠু ও দক্ষতার সাথে পরিচালনার জন্য 'সহায়ক জলযান' সংগ্রহ প্রকল্পের কাজ চলছে, যা সম্পাদিত হলে নিরাপদ চ্যানেল বিনির্মাণ, জাহাজ সুষ্ঠুভাবে হ্যান্ডলিং এবং দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় জরুরি উদ্ধারকাজ পরিচালন সম্ভব হবে।

মোংলা সমুদ্রবন্দরে জাহাজ আগমন-নির্গমন বাড়াতে চ্যানেলের ইনার বারের নাব্যতায় ৮.৫ মিটার সিডি অর্জনের লক্ষ্যে 'ইনার বার ড্রেজিং' প্রকল্প চলমান যার ফলে মোংলা বন্দরে জেটি পর্যন্ত ১০ মিটার ড্রাফটের জাহাজ হ্যান্ডলিংয়ের সুবিধা সৃষ্টি হবে।

মোংলা বন্দরের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পিপিপির মাধ্যমে 'মোংলা বন্দরের ২টি জেটি নির্মাণ' প্রকল্পের কাজ চলছে যার বাস্তবায়নে বার্ষিক ১ লক্ষ টিইউজ কন্টেনার হ্যান্ডলিং করা সম্ভব হবে।

বন্দরের সার্বিক সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে 'আপগ্রেডেশন অব মোংলা পোর্ট' প্রকল্পের কাজ চলছে যার বাস্তবায়নে বার্ষিক ৪ কোটি টন কার্গো এবং ৮ লক্ষ টিইউজ কন্টেনার হ্যান্ডলিং করা সম্ভব হবে। পাশাপাশি, বন্দর কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট শিপিং এজেন্ট, সিঅ্যান্ডএফ এজেন্ট, স্টিভেডরিং এবং শ্রমিক জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

মোংলা বন্দরের কর্মচারী-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন ও স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণে মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন কার্যক্রম হাতে নিয়েছে, যার মধ্যে খুলনায় সিটি মেডিকেল কলেজ ও গাজী মেডিকেল কলেজের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর, মোংলা বন্দর হাসপাতালে ডেন্টাল ইউনিট চালুকরণ, মবক কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য বিনামূল্যে মবকের অ্যাম্বুলেন্স ব্যবহার, আন্তর্জাতিক ব্রেস্ট ক্যান্সার দিবস উপলক্ষ্যে মবক মহিলা কর্মচারী ও মহিলা পোষ্যদের ব্রেস্ট স্ক্রিনিংয়ের আয়োজন উল্লেখযোগ্য। শ্রমিক কল্যাণ হাসপাতালের জন্য অ্যাম্বুলেন্স সরবরাহ করা হয়েছে। বন্দরের আধুনিকায়নের জন্য গৃহীত উন্নয়ন পরিকল্পনার সঠিক বাস্তবায়নে এসডিজি ও ভিশন-২০৪১ এবং ডেল্টা প্ল্যান-২১০০-এর অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জন সম্ভব বলে আশা করা যায়।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ২৫ জুন ২০২২ তারিখে পদ্মাসেতু উদ্বোধনের ফলে ঢাকা ও ঢাকার আশপাশের আমদানি-রপ্তানি পণ্য, বিশেষত, গার্মেন্টস সামগ্রী মোংলা বন্দরের মাধ্যমে পরিবাহিত হওয়ার সহজ সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। ইতোমধ্যে বন্দরের মাধ্যমে ২৭টি গার্মেন্টস প্রতিষ্ঠানের ৫১ টিইউজ মালামাল পোল্যান্ডে রপ্তানি করা হয়েছে।

এছাড়াও ২০২১-২০২২ অর্থবছরে মোংলা বন্দর দিয়ে রেকর্ড পরিমাণে সর্বোচ্চ ২১,৪৮৪টি গাড়ি আমদানি হয় যা প্রতি বছর গড়ে ১৩ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

মোংলা বন্দর ব্যবহার বিষয়ক বাংলাদেশ-ভারত যৌথ চুক্তি বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে ভারত হতে পরীক্ষামূলকভাবে ট্রান্সশিপমেন্টের মাধ্যমে একটি চালান গত ৮ আগস্ট মোংলা বন্দরের মাধ্যমে খালাস করার পর আসামে প্রেরণের জন্য ১৬.৩৮০ টন লোহার পাইপ এবং ৮.৫ টন প্রিফোম প্রেরণ করা হয়। পদ্মা সেতু নির্মাণসহ দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের উন্নয়নে সরকারের গৃহীত নানামুখী উদ্যোগের ফলে মোংলা বন্দরের ব্যবহার পূর্বের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে।

মোংলা বন্দরের উন্নয়নের এ ধারাবাহিকতা ত্বরান্বিত করতে আমি সকলের একান্ত সহযোগিতা কামনা করছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সকলের সহযোগিতায় মোংলা বন্দরের এ অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকবে। একটি পরিবেশবান্ধব আন্তর্জাতিক মানের সমুদ্রবন্দর হিসেবে জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হবে। মোংলা বন্দর একটি গতিশীল ও স্মার্ট পোর্ট হিসেবে বিশ্বের বুকে সমুন্নত হোক এই প্রত্যাশা করি। আমিন।

রিয়ার অ্যাডমিরাল মোহাম্মদ মুসা
ওএসপি, এনপিপি, আরসিডিএস, এএফডব্লিউসি, পিএসসি, পিএইচডি

১৯৫০ সালের ১ ডিসেম্বর পশুর নদের উৎসমুখ থেকে ৭০ মাইল উজানে চালনা পোতাশ্রয়ের প্রতিষ্ঠা। ১১ ডিসেম্বর ব্রিটিশ জাহাজ 'সিটি অব লিয়ন্স'-এর পোতাশ্রয়ে প্রবেশ, এবং এর মধ্য দিয়ে চালনা বন্দরের আনুষ্ঠানিক পরিচালন কার্যক্রম শুরু।

চালনা পোতাশ্রয়ের কার্যক্রম শুরুর পর থেকেই কার্গো হ্যান্ডলিং বাড়তে থাকে। প্রথম বছরে অর্থাৎ ১৯৫০-৫১ অর্থবছরে ৭৭ হাজার টন কার্গো হ্যান্ডলিং হলেও পরের অর্থবছরেই তা ৪ লাখ ২ হাজার টনে উন্নীত হয়।

মোংলা বন্দর
শিপিং হাব হওয়ার অপেক্ষা

মো. জহিরুল হক এবং জিনারুল ইসলাম

রপ্তানির উদ্দেশ্যই হোক, বা বেইলিংয়ের প্রয়োজন; পূর্ব বাংলার পাটের প্রায় সবটাই তখন কলকাতায় যেত। এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার জন্য তা মোটেই অনুকূল ছিল না। এর সাথে ছিল বন্দর মাশুল ও পরিবহন খরচ বাবদ বৈদেশিক মুদ্রার বহির্গমন। এ থেকে উত্তরণের প্রাথমিক উপায় হিসেবেই নারায়ণগঞ্জ ও খুলনা অঞ্চলকে কাঁচাপাটের বাণিজ্যকেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার প্রয়াস। এরই ধারাবাহিকতায় পাটপণ্য উৎপাদনেরও পীঠস্থান হয়ে ওঠে এই দুই অঞ্চল। কিন্তু দেশে রপ্তানির গেটওয়ে সমুদ্রবন্দর তখন ছিল মাত্র একটি, চট্টগ্রাম বন্দর। তাও সীমিত সক্ষমতার। দেশভাগের সময় বছরে মাত্র ৫ লাখ টন পণ্য হ্যান্ডলিংয়ের সক্ষমতা ছিল বন্দরটির। আরেকটি বন্দর প্রতিষ্ঠা তাই সময়ের প্রয়োজন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আর এই প্রয়োজন থেকেই ১৯৫০ সালের ১ ডিসেম্বর পশুর নদের উৎসমুখ থেকে ৭০ মাইল উজানে চালনা পোতাশ্রয়ের প্রতিষ্ঠা। ১১ ডিসেম্বর ব্রিটিশ জাহাজ 'সিটি অব লিয়ন্স'-এর পোতাশ্রয়ে প্রবেশ, এবং এর মধ্য দিয়ে চালনা বন্দরের আনুষ্ঠানিক পরিচালন কার্যক্রম শুরু।

উত্থান-পর্ব

চালনা পোতাশ্রয়ের কার্যক্রম পরীক্ষামূলকভাবে শুরু হলেও এর প্রাথমিক সাফল্য এতটাই চমকপ্রদ ছিল যে, ১৯৫২ সালে এটিকে স্থায়ী ঘোষণা করা হয়। পশুর নদের প্রকৃতি সম্পর্কে পর্যাপ্ত উপাত্ত না থাকায় চূড়ান্ত স্থান নির্বাচন করা তখনও সম্ভব হয়নি। তবে খুলনা শহর থেকে ৪২ কিলোমিটার দক্ষিণে পশুর নদের পূর্ব তীরে মোংলা চ্যানেল ও পশুর নদের সঙ্গমস্থলই যে সবচেয়ে উপযুক্ত স্থান হতে পারে, সে ধারণা মোটামুটি তৈরি হয়ে গিয়েছিল। সেই মোতাবেক ১৯৫৪ সালের ২০ জুন বন্দরটি সেখানে সরিয়ে নেওয়া হয়। সেই সময় বন্দরের সদরদপ্তর ছিল খুলনায়। হিন্টারল্যান্ডের সাথে সংযোগ ছিল প্রধানত অভ্যন্তরীণ নৌপথের মাধ্যমে। রেলপথ থাকলেও তা খুলনায়।

চালনা পোতাশ্রয়ের কার্যক্রম শুরুর পর থেকেই কার্গো হ্যান্ডলিং বাড়তে থাকে। প্রথম বছরে অর্থাৎ ১৯৫০-৫১ অর্থবছরে ৭৭ হাজার টন কার্গো হ্যান্ডলিং হলেও পরের অর্থবছরেই তা ৪ লাখ ২ হাজার টনে উন্নীত হয়। ১৯৫৯-৬০ অর্থবছরে মোংলা বন্দর দিয়ে মোট ৮ লাখ ৮৬ হাজার ৬২৭ টন পণ্য আমদানি-রপ্তানি হয়। একই অর্থবছরে চট্টগ্রাম বন্দরে হ্যান্ডলিং হয় ২৬ লাখ ৪৩ হাজার ১২৭ টন পণ্য। ওই অর্থবছরে

তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে আমদানিকৃত মোট পণ্যের ৮৯ শতাংশের প্রবেশপথ ছিল চট্টগ্রাম বন্দর। বন্দরটি দিয়ে রপ্তানি হয়েছিল মোট পণ্যের ৪৪ শতাংশ। অন্যদিকে মোট আমদানিতে চালনা বন্দরের হিস্যা ছিল ১১ এবং রপ্তানিতে ৫৬ শতাংশ। অর্থাৎ, মোংলা বন্দর দিয়ে আমদানির চেয়ে রপ্তানিই ছিল বেশি।

প্রতিষ্ঠার এক দশকে মোংলা বন্দরে ট্রাফিক পরিস্থিতি
(হাজার টন)

অর্থবছর	আগমন	নির্গমন	মোট
১৯৫০-৫১	৮	৬৯	৭৭
১৯৫১-৫২	১৯২	২১০	৪০২
১৯৫২-৫৩	৯৪	৩৩৫	৪২৯
১৯৫৩-৫৪	১২৩	৩১৩	৪৩৪
১৯৫৪-৫৫	৮৮	৩৯১	৪৭৯
১৯৫৫-৫৬	৭৮	৫০৭	৫৮৫
১৯৫৬-৫৭	২০৫	৫০১	৭০৬
১৯৫৭-৫৮	৩০৬	৫০৫	৮১১
১৯৫৮-৫৯	২১৮	৫৭৭	৭৯৫

সূত্র: সেন্ট্রাল স্ট্যাটিস্টিকস অফিস

মোংলা বন্দর দিয়ে আমদানি-রপ্তানির চাহিদাবৃদ্ধির এ ধারা অব্যাহত থাকে এবং ১৯৫৯-৬০ অর্থবছরে বন্দরটি দিয়ে ৮ লাখ ৮৬ হাজার টন পণ্য পরিবাহিত হয়। তবে ১৯৬৪-৬৫ অর্থবছরে মোংলা বন্দর দিয়ে আমদানি-রপ্তানি অনন্য উচ্চতায় পৌঁছায়। ওই অর্থবছরে বন্দরটি ১৬ লাখ টন পণ্য হ্যান্ডলিং করে। বলা যায়, ১৯৬৫ থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত ছিল মোংলা বন্দরের জন্য এক উজ্জ্বল সময়। এই সময়ে পণ্য হ্যান্ডলিংয়ে করাচি বন্দরে ১৫ দশমিক ৫ এবং চট্টগ্রাম বন্দরে ৪০ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হলেও মোংলা বন্দরে প্রবৃদ্ধি ঘটে ১০০ শতাংশের বেশি।

মুক্তিযুদ্ধের সময় চট্টগ্রাম বন্দরের মতো চালনা বন্দরও ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়ে। বন্দরে প্রবেশমুখ ও চ্যানেলে জাহাজডুবির কারণে জাহাজ চলাচল বিঘ্নিত হয়। স্বাধীনতার পরপরই চ্যানেলের ধ্বংসাবশেষ অপসারণে বড় ধরনের উদ্যোগ নেয়া হয় এবং ১৯৭৩ সালে বর্ষা মৌসুমের শুরুতে তা সম্পন্ন হয়। অনন্য দূরদর্শিতায় বন্দর থেকে নৌপথে পণ্য আনা-নেওয়ার সুবিধার্থে মোংলা-ঘসিয়াখালি চ্যানেলও চালু করেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। এসবের মধ্য দিয়ে শুরু হয় চালনা বন্দরকে নতুন করে জাগিয়ে তোলার নতুন উদ্যম।

১৯৭৭ সালের মে মাস পর্যন্ত পোর্ট অ্যাক্ট ১৯০৮ অনুযায়ী এটি অধিদপ্তর হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হয়। পরে চালনা পোর্ট অর্ডিন্যান্স ১৯৭৬ অনুসারে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে উন্নীত করে এর নামকরণ করা হয় চালনা বন্দর কর্তৃপক্ষ। ১৯৮৭

বন্দরে জাহাজের আনাগোনা কমতে শুরু করে আশির দশকে

সালে এটি মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ নামে প্রতিষ্ঠা পায়। ১৯৮০-৮১ সালে জেটি নির্মাণের মধ্য দিয়ে বন্দরের শোরবেজড কার্যক্রম শুরু হয়।

বন্ধ্যাকাল

সব সম্ভাবনা থাকার পরও ২০০২-০৯ সাল পর্যন্ত একটা দীর্ঘ সময় মোংলা বন্দর উন্নয়নে কোনো গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। বন্দরের চ্যানেলে গভীরতা ক্রমাগত কমতে থাকলেও খননের উদ্যোগ সেভাবে চোখে পড়েনি। মনোযোগ দেখা যায়নি বন্দরে আধুনিক অবকাঠামো নির্মাণ ও যন্ত্রপাতি সংযোজনেরও। হিন্টারল্যান্ডের সাথে যোগাযোগও প্রধানত অভ্যন্তরীণ নৌপথকেন্দ্রিকই থেকে যায়। অথচ নৌপথের নাব্যতা ফেরানোর জোরালো পরিকল্পনা বা উদ্যোগ কোনোটাই সেই অর্থে ছিল না। ফলে আমদানি-রপ্তানিকারক ও ব্যবসায়ীরা ধীরে ধীরে মোংলা বন্দর ব্যবহারের আগ্রহ হারিয়ে ফেলতে থাকেন। ক্রমশ মৃতপ্রায় পর্যায়ের দিকে এগোতে থাকে এক সময়ের সম্ভাবনাময় এই বন্দর।

২০০০ থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত মোংলা বন্দর দিয়ে আমদানি বার্ষিক (জিএজিআর) ৭ দশমিক ২ শতাংশ এবং রপ্তানি বার্ষিক (সিএজিআর) ৬ দশমিক ৩ শতাংশ হারে হ্রাস পেয়েছে। সব মিলিয়ে এই প্রায় এক দশকে বন্দরটিতে মোট পণ্য হ্যান্ডলিং কমেছে বার্ষিক (সিএজিআর) ৭ দশমিক ১ শতাংশ হারে। যদিও এই সময়ে সমুদ্রবন্দর দিয়ে পণ্য হ্যান্ডলিংয়ের প্রবৃদ্ধি ছিল বার্ষিক ৫ দশমিক ৫ শতাংশ।

একই সাথে ২০০০ থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত বাজার হিস্যাও অব্যাহতভাবে হারিয়েছে মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ। ২০০০ সালে সমুদ্র বাণিজ্যের মোট ১৪ দশমিক ১ শতাংশ মোংলা বন্দর দিয়ে সম্পাদিত হলেও ২০০৯ সালে তা কমে দাঁড়ায় মাত্র ৪ দশমিক ৫ শতাংশে। অন্যদিকে চট্টগ্রাম বন্দর এই সময়ের মধ্যে তার বাজার হিস্যা ২০০০ সালের ৮৫ দশমিক ৯ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৯৫ দশমিক ৫ শতাংশে উন্নীত করে। মোংলা বন্দর একই সাথে হারিয়েছে কন্টেনার হ্যান্ডলিংয়ের হিস্যাও। ২০০০ সালে মোট কন্টেনার হ্যান্ডলিংয়ের ৩ দশমিক ৭ শতাংশ মোংলা

কার্গো ও কন্টেনার হ্যান্ডলিংয়ের প্রবৃদ্ধি ও হিস্যা (২০০০-২০০৯)

সাল	মোট কার্গো হ্যান্ডলিং (টন)	হিস্যা	কন্টেনার হ্যান্ডলিং (টিইউ)	হিস্যা
২০০০	২,৭৬৬,৪৬১	১৪.১%	১৮,৯২৮	৩.৭%
২০০১	২,২৫২,৮৮০	১১.১%	২০,৯২৭	৪.০%
২০০২	১,৮০০,৫১৬	৮.০%	২৩,৭৩৭	৪.১%
২০০৩	১,৪৯৪,২৩১	৬.৫%	২৭,১৪৮	৪.০%
২০০৪	১,৪৭৬,১৭২	৬.৩%	২৫,৬৪৯	৩.৬%
২০০৫	১,৪৮২,৬৪৪	৫.৪%	২৫,৫৭১	৩.২%
২০০৬	৯১৪,৩৭৫	৩.৩%	২৫,৩৪২	২.৮%
২০০৭	৭৯৯,০৯৭	২.৮%	২০,৮৮৫	২.১%
২০০৮	৮২৬,৮৯৭	২.৮%	২১,২০১	১.৯%
২০০৯	১,৪২২,৪৯৯	৪.৫%	২০,৬৫১	১.৭%
সিএজিআর%	-৭.১%		১.০%	

সূত্র: পোর্ট অ্যান্ড লজিস্টিকস এফিশিয়েন্সি ইমপ্রুভমেন্ট রিপোর্ট, এডিবি

প্রধান রচনা

খননের মাধ্যমে আউটার বার থেকে ৩২ লাখ ঘনমিটার পলি অপসারণের গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পটি এরই মধ্যে সম্পন্ন হয়েছে এবং ৯ মিটারের বেশি ড্রাফটের জাহাজ এখন বন্দর এলাকায় প্রবেশ করতে পারছে।

২০০৯ সাল থেকে এখন পর্যন্ত মোট ১৬টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ। এসব প্রকল্পের আওতায় সংগ্রহ করা হয়েছে ১০৪টির বেশি কার্গো ও কন্টেনার হ্যান্ডলিং যন্ত্রপাতি।

আউটারবারে ড্রেজিংয়ের সুবাদে এখন ৯ মিটার ড্রাফটের জাহাজ বন্দর এলাকায় ঢুকতে পারছে

বন্দর কর্তৃপক্ষ করলেও ২০০৯ সালে তা নেমে আসে মাত্র ১ দশমিক ৭ শতাংশে।

ঘুরে দাঁড়ানোর পালা

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ দ্বিতীয় মেয়াদে সরকার গঠনের পরই মৃতপ্রায় এই বন্দরের ঘুরে দাঁড়ানোর অভিযাত্রা শুরু। বন্দরের উন্নয়নে একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে সরকার। 'পশুর চ্যানেল খনন ও সংরক্ষণ' শীর্ষক একটি প্রকল্প ওই বছরই বাস্তবায়ন করা হয়। হাতে নেওয়া হয় কাটার সাকশন ড্রেজার সংগ্রহের লক্ষ্যে ১৩ কোটি ২৮ লাখ টাকার আরেকটি প্রকল্প। পাশাপাশি পশুর চ্যানেলের মুরিং এলাকায় ১৩ লাখ ২৮ হাজার ঘনমিটার মাটি খননের একটি প্রকল্পও হাতে নেয় সরকার। বন্দরের জাহাজ আগমন-নির্গমন নির্বিঘ্ন করার দিকেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। ফল হিসেবে ব্যবহারকারীদের মধ্যে মোংলা বন্দরের প্রতি আগ্রহ দ্রুত ফিরতে থাকে। ২০০৮-০৯ অর্থবছরেই বন্দর দিয়ে আমদানি-রপ্তানি বেড়ে দাঁড়ায় ১১ লাখ ৩৮ হাজার টনে। এর মধ্যে আমদানি পণ্য ছিল ৯ লাখ ৩০ হাজার এবং রপ্তানি পণ্য ২ লাখ ৮ হাজার টন।

পরের বছর সরকারের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার ছিল মোংলা বন্দরকে আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে উন্নীত করা। এরই অংশ হিসেবে ২০০৯-১০ অর্থবছরে বন্দর ঘিরে ৪৬৭ কোটি টাকার বেশি ব্যয়ে মোট সাতটি উন্নয়ন প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়।

কার্গো ও কন্টেনার হ্যান্ডলিংয়ে গতি আনতে কেনা হয় দুটি স্ট্র্যাডল ক্যারিয়ার, দুটি টার্মিনাল ট্রাক্টর ও দুটি কন্টেনার ট্রেইলার। ফর্কলিফট ট্রাক ক্রয়ের পাশাপাশি জোর দেওয়া হয় চ্যানেলে রাত-দিন সমুদ্রগামী জাহাজ আগমন-নির্গমনের ওপর। এর অংশ হিসেবে ৬২টি বয়া, দুটি বিকন, বাতিসহ ছয়টি লাইট টাওয়ার ও অ্যাংকর ক্রয়ের পদক্ষেপ নেওয়া হয়। ২০১১ সালের মধ্যে সেগুলো সংগৃহীতও হয়।

পশুর চ্যানেলের আউটার বারে নাব্যতা কমায় বন্দরে বড় জাহাজ প্রবেশ এক পর্যায়ে অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। ৯ মিটার ড্রাফটের জাহাজ যাতে বন্দর এলাকায় প্রবেশ করতে পারে সে লক্ষ্যে আউটার বারে খননের একটি বড় প্রকল্প হাতে নেওয়া হয় ওই সময়ই। খননের মাধ্যমে আউটার বার থেকে ৩২ লাখ ঘনমিটার পলি অপসারণের গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পটি এরই মধ্যে সম্পন্ন হয়েছে এবং ৯ মিটারের বেশি ড্রাফটের জাহাজ এখন বন্দর এলাকায় প্রবেশ করতে পারছে। পশুর চ্যানেলের আউটার বারের পাশাপাশি বন্দরের হারবার চ্যানেলের নাব্যতা বাড়ানোর একটি প্রকল্পও ওই সময় গ্রহণ করে সরকার। আর বন্দরের কার্যক্রম মসৃণ রাখতে নিয়মিত সংরক্ষণ ড্রেজিংয়ের জন্য কেনা হয় একটি কাটার সাকশন ড্রেজার, একটি পাইলট বোট ও একটি পাইলট ডেসপাচ বোট। দক্ষতা বৃদ্ধির এসব কার্যক্রমের ফল হিসেবে ২০০৯-১০ অর্থবছরে মোংলা বন্দরে ১৬ লাখ ৪৮ হাজার টন কার্গো হ্যান্ডলিং হয়। অর্থবছরটিতে ২০ হাজার ৬৫১ টিইউজ কন্টেনারও হ্যান্ডলিং করে মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ। বস্তুত, এসবই মোংলা বন্দরের দ্রুত বর্ধমান সক্ষমতার প্রতিচ্ছবি।

এই সক্ষমতা বৃদ্ধিতে ২০০৯ সাল থেকে এখন পর্যন্ত মোট ১৬টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ। এসব প্রকল্পের আওতায় সংগ্রহ করা হয়েছে ১০৪টির বেশি কার্গো ও কন্টেনার হ্যান্ডলিং যন্ত্রপাতি। বিভিন্ন ধরনের বয়া সংগৃহীত হয়েছে ১২৮টি, রোটেটিং বিকন দুটি ও জিআরপি লাইট টাওয়ার ছয়টি। পাশাপাশি একটি করে পাইলট বোট, পাইলট ডেসপ্যাচ বোট ও টাগবোট এবং পাঁচটি স্পিডবোটও সংগ্রহ করা হয়েছে এসব প্রকল্পের আওতায়। ফলে বন্দরে এখন নিরবচ্ছিন্নভাবে দ্রুততার সাথে কার্গো ও কন্টেনার হ্যান্ডলিংয়ের সুযোগ তৈরি হয়েছে। বন্দর চ্যানেল নিরাপদ হওয়ায় দিবারাত্রি জাহাজ আগমন ও নির্গমন করতে পারছে। সমুদ্রগামী জাহাজ হ্যান্ডলিংও হচ্ছে সর্বোচ্চ দ্রুততা ও দক্ষতার সাথে।

২০০৮-০৯ থেকে ২০২১-২২ পর্যন্ত মোংলা বন্দরের হ্যান্ডলিং পরিসংখ্যান

অর্থবছর	কার্গো হ্যান্ডলিং (লাখ টন)	কন্টেনার হ্যান্ডলিং (টিইউ)	গাড়ি (সংখ্যা)
২০০৮-০৯	১১.৩৮	-	-
২০০৯-১০	১৬.৪৮	২০,৬৫১	৩১১৯
২০১০-১১	২৬.৯৮	২৭১২৩	৯৯২৫
২০১১-১২	২৬.১৯	৩০,০৪৫	৮৯৮৩
২০১২-১৩	৩১.৪৭	৪৩.৮৮	৪১২১
২০১৩-১৪	৩৫.৪৪	৪৩,০০৭	৮৪৩৮
২০১৪-১৫	৪৫.৩০	৪২,১৩৭	১১,২১৮
২০১৫-১৬	৫৭.৯৮	৪১,৯৩৫	১৪,৯৬৯
২০১৬-১৭	৭৫.১২	২৬,৯৫২	১৫,৯০৯
২০১৭-১৮	৯৭.১৬	৪২,৯৮৯	১৭,২৯৫
২০১৮-১৯	১১৩.১৫	৫৭,৭৩৫	১২,৬৯৫
২০১৯-২০	১১০.৩৭	৫৯,৪৭৬	১২,২৯৩
২০২০-২১	১১৯.৪৫	৪৩,৯৬০	১৪,৪৭৪
২০২১-২২	১১৩.৯২	৩২,২৬৯	২১,৪৮৪

সূত্র: অর্থনৈতিক সমীক্ষা ও মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ

একসাথে এখন ৩০টি জাহাজের বার্থিং দিতে সক্ষম হচ্ছে মোংলা বন্দর। এর মধ্যে বন্দরের নিজস্ব জেটিতে ৫টি, মুরিং বয়ায় ৩টি, নোঙ্গরে ২২টি এবং বেসরকারি কোম্পানির জেটিতে ৭টি জাহাজের বার্থিং একই সময়ে সম্ভব। এছাড়াও বন্দরে রয়েছে চারটি ট্রানজিট শেড, দুটি ওয়্যারহাউস, চারটি কন্টেনার ইয়ার্ড এবং তিনটি কার ইয়ার্ড।

২০০৪ সাল থেকে আইএপিএস কোড অনুকূল মোংলা বন্দরের বন্দর চ্যানেলে জাহাজের নিরাপত্তা বাড়াতে চালু করা হয়েছে ভেসেল ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেম (ভিটিএমআইএস)। এতে বিদেশি জাহাজ আরও বেশি স্বচ্ছন্দে বন্দরে ভিড়তে পারছে। স্থাপন করা হয়েছে ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ড। সেই সাথে এক ছাদের নিচে সব সেবা দিতে চালু হয়েছে ওয়ান স্টপ সার্ভিস। সব মিলিয়ে মোংলা বন্দর এখন সর্বপ্রকার আধুনিক সুযোগ সুবিধাসম্বলিত আধুনিক এক সমুদ্রবন্দরের নাম।

সক্ষমতা আরও বাড়ানোর উদ্যোগ

বর্তমানে বন্দরের যে অবকাঠামো ও ইকুইপমেন্ট সুবিধা তাতে করে বছরে দুই কোটি টন কার্গো, ১ লাখ টিইউজ কন্টেনার ও ২০ হাজার গাড়ি হ্যান্ডলিংয়ে সক্ষম মোংলা বন্দর। কার্গো ও কন্টেনার হ্যান্ডলিং সক্ষমতা আরও বাড়াতে চলমান রয়েছে ৪৩৩ কোটি ৫২ লাখ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে 'মোংলা বন্দরের জন্য অত্যাবশ্যকীয় সরঞ্জাম সংগ্রহ' শীর্ষক আরেকটি প্রকল্প। নিরাপদ চ্যানেল দিয়ে সমুদ্রগামী জাহাজকে সুষ্ঠুভাবে বন্দরে আনতে এবং দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় জরুরি উদ্ধারকাজের জন্য সংগ্রহ করা হচ্ছে সহায়ক জলযান। বর্তমানে ৯ মিটার ড্রাফটের জাহাজ বন্দরে ভিড়তে পারলেও ভবিষ্যতে আরও বেশি ড্রাফটের জাহাজকে আসার সুযোগ করে দিতে চায় মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ। সে লক্ষ্যে পশুর চ্যানেলের আউটার বারের পর চলছে ইনার বারে ড্রেজিং কার্যক্রম। মোট ২ কোটি ১৬ লাখ ৯ হাজার ঘনমিটার মাটি খনন করা হবে ইনার বারে। সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের আওতায় চলছে অসম্পূর্ণ দুটি জেটি নির্মাণের কাজও। সর্বোপরি সম্প্রসারণ করা হচ্ছে কন্টেনার ইয়ার্ড, হ্যান্ডলিং ইয়ার্ড ও ডেলিভারি ইয়ার্ড। এসব উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত হলে মোংলা বন্দরের দক্ষতা এক অনন্য উচ্চতায় পৌঁছাবে। সুযোগ তৈরি হবে ১০ মিটার ড্রাফটের জাহাজ আগমনেরও।

মাল্টিমোডাল কানেক্টিভিটি সুবিধা

বন্দরের দক্ষতায় কেবল বন্দর অবকাঠামো ও যন্ত্রপাতির প্রাপ্যতাই যথেষ্ট নয়। সম্প্রসারিত ও উন্নত হিন্টারল্যান্ড সংযোগও এক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ, বন্দরের সচলতায় উন্নত হিন্টারল্যান্ড সংযোগ

অত্যাধুনিক হ্যান্ডলিং সরঞ্জামের সুবাদে স্বল্পতম সময়ে পণ্য লোডিং-আনলোডিং সম্ভব হচ্ছে মোংলা বন্দরে

প্রভাবকের ভূমিকা পালন করে। অভ্যন্তরীণ বিবেচনায় বাংলাদেশকে প্রধান তিনটি কার্গো হিন্টারল্যান্ড জোনে শ্রেণিকরণ করেছে ড্রিউরি মেরিটাইম রিসার্চ। এগুলো হলো ১. ঢাকা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকা, ২. চট্টগ্রাম এবং ৩. খুলনা, যশোর ও দেশের বাকি অঞ্চল। কার্গো হিন্টারল্যান্ড হিসেবে সমুদ্র বাণিজ্যের ৭০ শতাংশের উৎস ঢাকা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল। ২০ শতাংশের উৎস চট্টগ্রাম এবং অবশিষ্ট ১০ শতাংশের উৎস খুলনা, যশোর ও দেশের অবশিষ্ট অঞ্চল।

সড়ক, রেল ও অভ্যন্তরীণ নৌপথ– এই তিন মাধ্যমেই মোংলা বন্দরের সাথে এই হিন্টারল্যান্ডের সংযোগ রয়েছে। তবে ব্যবহারকারীদের কাছে

দক্ষিণের জনপদের জন্য উন্নয়নের দখিনা দুয়ার খুলে দিয়েছে গর্বের পদ্মা সেতু

প্রধান রচনা

পদ্মা সেতু হয়ে সড়কপথে মোংলা থেকে ঢাকার দূরত্ব ২৭৪ কিলোমিটার থেকে কমে মাত্র ২০৫ কিলোমিটারে দাঁড়িয়েছে; যেখানে ঢাকা থেকে সড়কপথে দেশের প্রধান সমুদ্রবন্দর চট্টগ্রামের দূরত্ব ২৬০ কিলোমিটার এবং ঢাকা থেকে পায়রা সমুদ্রবন্দরের দূরত্ব ২৭০ কিলোমিটার

বাংলাদেশের চট্টগ্রাম ও মোংলা বন্দর ব্যবহার করে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোতে পণ্য পরিবহনের লক্ষ্যে ২০১৮ সালে স্বাক্ষরিত চুক্তির আওতায় মোংলা বন্দরে প্রথম পরীক্ষামূলক চালানটি পৌঁছায় ৮ আগস্ট

মোংলা বন্দর সচল থাকলেই সচল থাকবে রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র এবং ইপিজেডগুলোর আওতাধীন শিল্পস্থাপনাসমূহের কার্যক্রম

সর্বোত্তম মাধ্যম কোনটি তা নির্ভর করে প্রধানত পণ্য পরিবহনের খরচ, সময় ও নিরাপত্তার ওপর। একসাথে বেশি পণ্য পরিবহনের সুযোগ থাকায় ও ব্যয়সাশ্রয়ী হওয়ায় অভ্যন্তরীণ নৌপথ এক্ষেত্রে সর্বোত্তম মাধ্যম। এই সুবিধাটি মোংলা বন্দরের শুরু থেকেই ছিল। বলতে গেলে, পদ্মা সেতুর আগ পর্যন্ত প্রধান হিন্টারল্যান্ডের সাথে বন্দরের যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যমই ছিল অভ্যন্তরীণ নৌপথ।

অন্যদিকে দ্রুততম সময়ে কারখানা পর্যন্ত পণ্য পৌঁছানোর সুবিধার কারণে হিন্টারল্যান্ড সংযোগ হিসেবে সড়কপথের জনপ্রিয়তা বেশি। এমনকি পণ্য পরিবহনের খরচ বেশি পড়লেও। তবে মোংলা বন্দর ও প্রধান হিন্টারল্যান্ড ঢাকার মধ্যে সড়কপথে সরাসরি সংযোগের সুযোগ এতদিন অনুপস্থিত ছিল। পদ্মা সেতু সেই সুযোগ করে দিয়েছে। শুধু তাই নয়, বন্দর থেকে ঢাকার দূরত্বও কমিয়ে দিয়েছে। পদ্মা সেতু হয়ে সড়কপথে মোংলা থেকে ঢাকার দূরত্ব ২৭৪ কিলোমিটার থেকে কমে মাত্র ২০৫ কিলোমিটারে দাঁড়িয়েছে; যেখানে ঢাকা থেকে সড়কপথে দেশের প্রধান সমুদ্রবন্দর চট্টগ্রামের দূরত্ব ২৬০ কিলোমিটার এবং ঢাকা থেকে পায়রা সমুদ্রবন্দরের দূরত্ব ২৭০ কিলোমিটার। এ হিসাবে, মোংলাই এখন ঢাকার সবচেয়ে নিকটবর্তী সমুদ্রবন্দর। নিকটতম এই বন্দর ও ঢাকার মধ্যে পণ্য পরিবহনকে আরও দ্রুততর করেছে এক্সপ্রেসওয়ে।

সবদিক থেকেই বন্দর ও হিন্টারল্যান্ডের মধ্যে যোগাযোগের সুবিধাজনক মাধ্যম রেল। চট্টগ্রাম বন্দরের সাথে ঢাকার সরাসরি রেল যোগাযোগ থাকলেও মোংলা বন্দর বরাবরই এ থেকে বঞ্চিত। তাই মোংলা বন্দরকেও রেলযোগাযোগের আওতায় আনতে ২০১০ সালে খুলনা-মোংলা বন্দর রেলপথ নির্মাণের একটি প্রকল্প অনুমোদন করে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি। প্রকল্পের ৯৫ শতাংশ কাজ এরই মধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। ২০২৩ সালের শুরুর দিকে রেলপথটি চালু করা সম্ভব হবে বলে মনে করা হচ্ছে। এর মধ্য দিয়ে মোংলা বন্দর পাবে মাল্টিমোডাল অর্থাৎ সড়ক, রেল ও অভ্যন্তরীণ নৌপথের মাধ্যমে হিন্টারল্যান্ডের সাথে যোগাযোগের সুবিধা। সড়কের মতো রেলপথেও তখন ঢাকা ও মোংলা বন্দরের মধ্যে সরাসরি পণ্য পরিবহনের সুযোগ তৈরি হবে।

পদ্মা সেতুর সর্বোচ্চ সুবিধা ব্যবহারের সুযোগ বন্দরের

সমুদ্রবাণিজ্যের প্রায় ৪ শতাংশ অপরিশোধিত চিনি আমদানি, এবং এর সিংহভাগই আসে চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে; যদিও চিনিকলগুলোর বেশিরভাগেরই অবস্থান চুয়াডাঙ্গা, কুষ্টিয়া ও ঝিনাইদহ অঞ্চলে। পদ্মা সেতু চালু হওয়ায় মোংলার সাথে এই অঞ্চলের যোগাযোগ দ্রুত ও সহজ হয়েছে। সেই সাথে সুযোগ তৈরি হয়েছে অপরিশোধিত চিনি আমদানিতে মোংলা বন্দরের ব্যবহার বৃদ্ধির।

বাংলাদেশের একক প্রধান রপ্তানি খাত তৈরি পোশাক। পোশাকশিল্পের ৭০ শতাংশেরই অবস্থান ঢাকা ও তার আশপাশে। বাকি ৩০ শতাংশ চট্টগ্রামে অবস্থিত। এসব কারখানায় উৎপাদিত তৈরি পোশাকের শতভাগই রপ্তানি হয়ে থাকে চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে। পোশাক শিল্প মালিকদের কাছে মোংলা বন্দর এক প্রকার ব্রাত্যই থেকে গেছে বলা যায়। কিন্তু পদ্মা সেতু মোংলা বন্দরের সামনে নতুন সুযোগ এনে দিয়েছে। পদ্মা সেতু হয়ে মোংলা বন্দর ব্যবহার করে ২৭টি প্রতিষ্ঠান এরই মধ্যে ৫১ টিইউজ তৈরি পোশাকপণ্য পোল্যান্ডে রপ্তানি করেছে।

এছাড়া মোংলা বন্দরকে এই অঞ্চলের ট্রানজিট হাব হিসেবে গড়ে তুলতে কন্টেনার টার্মিনাল, হ্যান্ডলিং ও ডেলিভারি ইয়ার্ড সম্প্রসারণের পাশাপাশি আনুষঙ্গিক আরও কিছু পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে সরকার। ঢাকা-মাওয়া-মোংলা মহাসড়ক চারলেনে উন্নীতকরণ ও খুলনায় বিমানবন্দর প্রতিষ্ঠা এর মধ্যে অন্যতম। একই সাথে মোংলায় গড়ে তোলা হচ্ছে বিশেষ অর্থনৈতিক জোন ও রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল।

ট্রানজিট/ট্রান্সশিপমেন্ট হাব হওয়ার সম্ভাবনা

ভৌগলিক অবস্থানগত কারণে মোংলা বন্দর প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে সুরক্ষিত ইকো-ফ্রেন্ডলি একটি বন্দর। অবস্থানগত বিশেষ এই সুবিধার ওপর ভর করেই দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে সহজে পণ্য পরিবহন সুবিধা দিতে সক্ষম বন্দরটি।

ভারতের সামনে মোংলা বন্দর ব্যবহারের মাধ্যমে সর্বোচ্চ বাণিজ্যসুবিধা নিজের ঘরে তোলার সুযোগ তৈরি হয়েছে। চট্টগ্রাম ও মোংলা বন্দর ব্যবহার করে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোতে পণ্য পরিবহনের পরীক্ষামূলক কার্যক্রম বা ট্রায়াল রান এরই মধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। কলকাতা থেকে ভারতীয় পণ্য চট্টগ্রাম বন্দরে আসার পর সেখান থেকে সড়ক পথে তামাবিল স্থলবন্দর হয়ে গত ৭ নভেম্বর মেঘালয়ের ডাউকিতে পৌঁছানোর মধ্য দিয়ে ট্রায়াল রান সমাপ্ত হয়। এর আগে মোংলা-তামাবিল-ডাউকি, মোংলা-বিবিরবাজার-শ্রীমন্তপুর এবং চট্টগ্রাম-শেওলা-সুতারকান্দি রুটের ট্রায়াল রানও সফলভাবে সম্পন্ন হয়।

বাংলাদেশের চট্টগ্রাম ও মোংলা বন্দর ব্যবহার করে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোতে পণ্য পরিবহনের লক্ষ্যে ২০১৮ সালে স্বাক্ষরিত চুক্তির আওতায় মোংলা বন্দরে প্রথম পরীক্ষামূলক চালানটি পৌঁছায় ৮ আগস্ট। পশ্চিমবঙ্গের শ্যামাপ্রসাদ বন্দর ছেড়ে আসার ছয়দিন পর মোংলা বন্দরে পৌঁছায় এমভি রিশাদ রায়হান নামের জাহাজটি। জাহাজটিতে থাকা দুটি কন্টেনারের একটি মোংলা বন্দর থেকে সড়কপথে তামাবিল স্থলবন্দর হয়ে ভারতের মেঘালয়ে যায়। অপর কন্টেনারটি কুমিল্লার বিবিরবাজার স্থলবন্দর হয়ে সড়কপথে আসামে

পৌঁছায়। এটি ছিল ট্রানজিটের আওতায় চারটি পরীক্ষামূলক চালানের দ্বিতীয় চালান।

বাংলাদেশের বন্দর ব্যবহার করে ভারতের এক অংশ থেকে আরেক অংশে পণ্য পরিবহনের সম্ভাব্যতা যাচাই করতেই এই ট্রায়াল রান। পণ্য পরিবহনে কতো সময় লাগে, কোনো ধরনের প্রতিবন্ধকতা আছে কিনা, বন্দরের ব্যবস্থাপনা কেমন– এসব খতিয়ে দেখাই এর উদ্দেশ্য। এখন নিয়মিত ট্রানজিটের অপেক্ষা। নিয়মিত ট্রানজিট শুরু হলে মোংলা বন্দরে জাহাজ আগমন-নির্গমন আরও বৃদ্ধি পাবে। আর ট্রানজিটের পণ্য হ্যান্ডলিং বাবদ বাড়তি রাজস্ব আয়েরও সুযোগ আসবে।

বাংলাদেশের প্রতিবেশী হিসেবে আছে ভারত, মিয়ানমার, নেপাল ও ভুটান। এর মধ্যে ভারত ও মিয়ানমার আমদানি-রপ্তানিতে নিজেদের সমুদ্রবন্দর ব্যবহার করে থাকে। ভূবেষ্টিত নেপাল ও ভুটানের সে সুযোগ নেই। অভিন্ন সীমান্ত সুবিধার কারণে দেশ দুটির আমদানি-রপ্তানি সম্পাদিত হয় ভারতের মধ্য দিয়ে। তবে নেপাল ও ভুটানেরও মোংলা বন্দর ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে। এ ব্যাপারে, অর্থাৎ মোংলা বন্দর ব্যবহারে, আগ্রহও দেখিয়েছে তারা।

ভূবেষ্টিত নেপালের বৈদেশিক বাণিজ্যের ৬০ শতাংশের বেশি হয়ে থাকে ভারতের সাথে। তৃতীয় কোনো দেশের সাথে বাণিজ্যে ভারতের ট্রানজিট রুট ব্যবহার করতে হয় দেশটিকে। নেপাল–ভারত রেল সার্ভিস চুক্তির ফলে কন্টেনারভিত্তিক আন্তর্জাতিক পণ্য বাণিজ্যে একমাত্র শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী বন্দরকেই ব্যবহার করে থাকে নেপাল। তবে সড়কপথে তৃতীয় দেশে কন্টেনার পণ্য বাণিজ্যে মুম্বাইয়ের জওহরলাল নেহরু বন্দর ব্যবহার করে থাকে দেশটি।

এখন মোংলা বন্দর ব্যবহারের সুযোগও তৈরি হয়েছে দেশটির সামনে। তবে সেজন্য নেপালের কার্গো পরিবহনে ট্রানজিটের বিষয়টি আগে সুরাহা করতে হবে। এজন্য প্রয়োজন দক্ষতার সাথে দর-কষাকষি। বাংলাদেশ বহুদিন ধরেই সেটি করে আসছে এবং সেপ্টেম্বরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভারত সফরকালে নয়া দিল্লির কাছ থেকে এ ব্যাপারে ইতিবাচক সাড়াও পাওয়া গেছে। তবে বাংলাদেশ-ভুটান-ভারত-নেপাল মোটরযান চুক্তি (বিবিআইএন) কার্যকর হলে মাশুলবিহীনভাবেই এক দেশের যানবাহন অন্য দেশের মধ্য দিয়ে চলতে পারে। তখন আর নেপালের মোংলা বন্দর ব্যবহারে কোনো প্রতিবন্ধকতা থাকবে না। মোংলা বন্দরের সাথে সরাসরি রেল যোগাযোগ এই ব্যবহারকে আরও বাড়িয়ে দেবে।

নেপালের মতো ভুটানের বৈদেশিক বাণিজ্যও ভারতনির্ভর। দেশটির আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের ৮০ শতাংশের বেশি হয়ে থাকে ভারতের সাথে। পরিমাণে কম হলেও বাংলাদেশ-ভুটান দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্যও অনেক বছর ধরে স্থিতিশীল অবস্থায় রয়েছে। নেপালের মতো ভুটানের পণ্যেরও মোংলা বন্দর দিয়ে ট্রানজিটের সুযোগ রয়েছে। কিন্তু সেজন্যও ভারতের ভূখন্ড দিয়ে ভুটানের পণ্য ট্রানজিটের বিষয়টির মীমাংসা করতে হবে এবং সেটা হচ্ছেও।

নেপাল ও ভুটান উভয়েই মোংলা বন্দর ব্যবহারের আগ্রহ দেখিয়েছে এবং বাংলাদেশ সরকারও এতে সম্মতি দিয়েছে। মোংলা বন্দর ব্যবহার করে নেপাল ও ভুটানেরও বৈদেশিক বাণিজ্য সাশ্রয়ী হবে। বন্দর ব্যবহারের বিনিময়ে রাজস্ব আয়ের সুযোগ পাবে বাংলাদেশও।

শেষ কথা

মোংলা বন্দর প্রস্তুত। দায়িত্ব এখন ব্যবহারকারীদের; সুযোগটি কাজে লাগানোর। এ ব্যাপারে তারা আগ্রহীও হচ্ছেন। উন্নত হিন্টারল্যান্ড যোগাযোগ ও অবকাঠামো সক্ষমতার সুযোগে পণ্য আমদানি-রপ্তানিতে মোংলা বন্দরের ওপর নির্ভরতা দ্রুত বাড়ছে ব্যবহারকারীদের। অতীতের যেকোনো সময়ের তুলনায় বেশি বিদেশি জাহাজ ভিড়ছে বন্দরটিতে। ভারতের পাশাপাশি নেপাল ও ভুটান নিয়মিত মোংলা বন্দর ব্যবহার শুরু করলে এ সংখ্যা আরও বাড়বে। কাজে আসবে বন্দরের বর্ধিত সক্ষমতা। বর্ধিত এই সক্ষমতা কাজে লাগিয়ে ২০৪১ সাল নাগাদ কার্গো ও কন্টেনার হ্যান্ডলিংয়ের যে প্রাক্কলন, তা বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখতে পারবে মোংলা বন্দর। উন্নত দেশের কাতারে পৌঁছানোর পথের অন্যতম সারথি হয়ে থাকবে মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ।

মো. জহিরুল হক
পরিকল্পনা প্রধান, মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ

জিনারুল ইসলাম
লেখক ও সাংবাদিক। সিনিয়র এডিটর, এনলাইটেন ভাইবস।

সর্বকালের রেকর্ড ভেঙ্গে বিগত অর্থবছরে ২১ হাজার ৪৮৪টি গাড়ি আমদানি হয় মোংলা বন্দরে; প্রতি বছরে ১৩ শতাংশ প্রবৃদ্ধি

মোংলা বন্দর ব্যবহার করার জন্য বাণিজ্যিক জাহাজগুলোকে ইউনেস্কো বিশ্ব ঐতিহ্য সাইট সুন্দরবনের ভেতর দিয়ে ১৩১ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করতে হয়

মাত্র সাড়ে তিন বছর রাষ্ট্রনায়কের দায়িত্ব পালন করেছেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। এই স্বল্প সময়ের মধ্যেই জাতির উন্নয়নে অভূতপূর্ব মহাপরিকল্পনা তৈরি করে গেছেন

দুর্বার মোংলা বন্দর: শক্তিমান, গতিময়

- কমডোর মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াদুদ তরফদার

বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ। অসংখ্য নদী এর সৌন্দর্য বাড়িয়েছে বহুগুণে। দেশের দক্ষিণে সুন্দরবনের কোলে পশুর নদ নামে এমনই এক অপরূপ নদীর কিনারে ১৯৫০ সালের ১ ডিসেম্বর যাত্রা শুরু করে চালনা বন্দর। সিটি অব লিয়ন্স নামে একটি ব্রিটিশ জাহাজ নোঙর ফেলে এই বন্দরে। বন্দর পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠানের নাম রাখা হয় চালনা বন্দর কর্তৃপক্ষ। বন্দরটিকে পশুর-মোংলা নদের মিলনবিন্দুতে সরিয়ে আনার পর ১৯৮৭ সালে আবারো প্রতিষ্ঠানের নাম বদলে নতুন নাম রাখা হয়; মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ (মবক) নামে শুরু হয় কার্যক্রম। বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম সমুদ্রবন্দর হিসেবে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনীতির অগ্রগতিতে বন্দরসেবা দিয়ে চলেছে মবক।

লক্ষ্যণীয়, মোংলা বন্দর ব্যবহার করার জন্য বাণিজ্যিক জাহাজগুলোকে ইউনেস্কো বিশ্বঐতিহ্য সাইট সুন্দরবনের ভেতর দিয়ে ১৩১ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করতে হয়। মোংলা বন্দর কিংবা পশ্চিমবঙ্গের হলদিয়া বন্দরে যাতায়াতের ক্ষেত্রেও অভ্যন্তরীণ কার্গো জাহাজগুলোকে সুন্দরবনের ভেতর দিয়ে চলাচল করতে হয়। এমতাবস্থায় মোংলা বন্দরের অন্যতম দায় ও দায়িত্ব সুন্দরবনের পরিবেশগত সুরক্ষা নিশ্চিত করা এবং এটা বেশ কঠিন।

এ থেকে উত্তরণের দিশা দেখিয়েছেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, স্বাধীনতার পরপরই। মাত্র সাড়ে তিন বছর রাষ্ট্রনায়কের দায়িত্ব পালনকালে জাতির উন্নয়নে অভূতপূর্ব মহাপরিকল্পনা তৈরি করে গেছেন। নৌপরিবহন ও সমুদ্রবাণিজ্যের বিশেষ গুরুত্ব অনুধাবন করে রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি নৌমন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বও দিয়েছেন কিছুদিন।

মাত্র সাড়ে তিন বছর রাষ্ট্রনায়কের দায়িত্ব পালন করেছেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। এই স্বল্প সময়ের মধ্যেই জাতির উন্নয়নে অভূতপূর্ব মহাপরিকল্পনা তৈরি করে গেছেন। নৌপরিবহন ও সমুদ্রবাণিজ্যের বিশেষ গুরুত্ব অনুধাবন করে রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি নৌমন্ত্রণালয়েরও নেতৃত্ব দিয়ে গেছেন তিনি।

বঙ্গবন্ধু কেবল সমুদ্রবাণিজ্য নিয়েই ভাবেন নি, প্রকৃতি সম্পর্কেও সজাগ ছিলেন। শেলা নদীর মধ্য দিয়ে কার্গো জাহাজ চলাচলের ঝুঁকির বিষয়টি তখনই অনুধাবন করেছিলেন। এ কারণে তিনি নির্দেশ দিলেন লুপ কাটিং ড্রেজিংয়ের মাধ্যমে বিকল্প একটি অভ্যন্তরীণ নৌপথ তৈরি করতে হবে, যা খুলনা ও মোংলাকে সংযুক্ত করবে দেশের দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চলের সঙ্গে। বাগেরহাট জেলার মোরেলগঞ্জ উপজেলার ঘসিয়াখলি থেকে বিকল্প অভ্যন্তরীণ নৌপথটি শুরু হয়ে রামপাল উপজেলার বেতবুনিয়ার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে পতিত হয়েছে মোংলা নদে। নতুন এ রুটের ফলে দূরত্ব কমে আসে, অতিদ্রুত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে সেটি।

সম্ভাবনার মোংলা বন্দরে ছন্দপতন ঘটে ২০০২ সাল থেকে। স্থবিরতার মুখে পড়ে যায় বন্দরের জাহাজ আসা ও সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম। এমনকি, কর্মীদের বেতন এবং অন্যান্য পাওনা পরিশোধেও সংকট তৈরি হয়। ২০০৯ সালে সরকার পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণের পর দূরদর্শী পরিকল্পনা হাতে নিয়ে দেশকে উন্নতির পথে ধাবিত করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তার মহাপরিকল্পনার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে ওঠে মোংলা বন্দর। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নকে বাস্তব রূপ দিতে মবকের জন্য দীর্ঘদিন ধরে প্রয়োজনীয় প্রতিটি প্রকল্পে অনুমোদন দেন তিনি।

এক নজরে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প

ড্রেজিং

প্রাকৃতিকভাবে পলি সঞ্চিতির বিরুদ্ধে নাব্যতা ধরে রাখা মবকের প্রধান সংকট। এর আগে অল্প কিছু ড্রেজিংয়ের কাজ হলেও সেগুলি ছিল স্বল্প মাত্রার। আউটার ড্রেজিং কাজ শেষ হয়েছে ২০২০ সালে; যার দরুণ পশুর

নদের চ্যানেলে এখন ঢুকতে পারছে ৯ মিটারের অধিক ড্রাফটের জাহাজও। তবে যদিও জেটি পর্যন্ত নয়, কেবলমাত্র হারবাড়িয়া অবধি আসতে পারে এসব জাহাজ। এ বিঘ্ন মোকাবেলায় ইনার বার ড্রেজিং প্রকল্প শুরু হয়েছে, যা চলতি বছর শেষ হবার পথে। প্রকল্পটি শেষ হবার পর ৯ মিটারের চেয়ে বেশি ড্রাফটের জাহাজও আসতে পারবে, আরো বেশি কন্টেনারবাহী ফিডার ভেসেলের ঠাঁই মিলবে বন্দরের জেটিতে।

ভিটিএমআইএস

আন্তর্জাতিক মেরিটাইম অরগানাইজেশনের (আইএমও) অধীনে আইএসপিএস কোডের সাথে সমন্বয়ের লক্ষ্যে বন্দরে চালু হয়েছে ভেসেল ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেম (ভিটিএমআইএস)। এর আওতায় রয়েছে মবক থেকে হিরণপয়েন্ট অবধি বন্দর চ্যানেলের পুরো অঞ্চল। সহজ ভাষায়, এটি হচ্ছে বন্দর চ্যানেলে যাবতীয় জাহাজের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ ও পরিচালনার কাজে সহায়তামূলক নির্দেশনা প্রদানের পাশাপাশি প্রয়োজনীয় রেডিও যোগাযোগ এবং নেভিগেশনের ক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য তথ্য-উপাত্ত সংরক্ষণের একটি ডিজিটাল ও স্বয়ংচালিত পদ্ধতি। বন্দর চ্যানেলে জাহাজের গতিপথের নির্দেশনাটিও এতে দেখা যায়। ২০২১ সালে শেষ হয় এ প্রকল্পের কাজ।

কন্টেনার জেটি নির্মাণ

সরকারি-বেসরকারি-অংশীদারিত্ব (পিপিপি) প্রকল্পের আওতায় গ্যান্ট্রি ক্রেন সুবিধা সম্বলিত দুটি কন্টেনার জেটি নির্মাণ করছে সাইফ পোর্ট লিমিটেড, বর্তমানে যা শেষ হবার পথে। এর ফলে চারগুণ বৃদ্ধি পাবে বন্দরের কন্টেনার হ্যান্ডলিং সক্ষমতা। পিআরসির সুদমুক্ত ঋণে আরো দুটি কন্টেনার জেটি নির্মাণের পরিকল্পনা চলছে। এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় এমওএ এবং এমওইউ স্বাক্ষরের কাজও শেষ। ভারতের সঙ্গে লাইন অব ক্রেডিট (এলওসি) কর্মসূচির আওতায় আরো দুটি কন্টেনার জেটি নির্মাণ পরিকল্পনাধীন রয়েছে এ মুহূর্তে।

কার্গো/কন্টেনার হ্যান্ডলিং যন্ত্রপাতি

বন্দরের কার্গো/কন্টেনার হ্যান্ডলিং সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ৭৫টি যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা হয়েছে। ২০২১ সাল শেষ হওয়ার আগেই হাতে পৌঁছে গেছে এসব যন্ত্রপাতি।

সহায়ক জলযান

সহায়ক জলযান বহরের আধুনিকীকরণে দুটি টাগবোট (৭০ টন বোলার্ড পুল), একটি হাইড্রোগ্রাফি ও রিসার্চ জাহাজ, একটি বয়া স্থাপনকারী জাহাজ, একটি সার্চ-অ্যান্ড-রেসকিউ জাহাজ, একটি পাইলট মাদার ভেসেল নিয়ে মোট ছয়টি সহায়ক জলযান সংগ্রহ করা হচ্ছে।

ভূগর্ভস্থ পানি বিশুদ্ধকরণ স্থাপনা

বিশুদ্ধ পানির সংকট বরাবরই মোংলা অঞ্চলের একটি বড় সংকট। বর্তমানে বন্দরে আসা জাহাজের নাবিক, শিল্পস্থাপনা এবং বন্দরের কর্মীদের খাওয়ার পানি মবক থেকে ২২ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত ফয়লা থেকে পাইপলাইনের মাধ্যমে টেনে আনা হচ্ছে। ক্রমবর্ধমান চাহিদা এবং বর্তমান উৎসের দুষ্প্রাপ্যতার ফলে একটি বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে বিষয়টি। পানি শুদ্ধিকরণ স্থাপনাটি প্রতিদিন চার হাজার টন পানি সরবরাহে সক্ষম। ২০২১ সালের শেষ নাগাদ প্রকল্পটি চালু হয়।

আধুনিক বর্জ্য এবং নিঃসৃত তেল ব্যবস্থাপনা প্রকল্প

মারপোল কনভেনশনের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা এবং সুন্দরবনের প্রাকৃতিক শুদ্ধতা সংরক্ষণের লক্ষ্যে বাংলাদেশে এটি প্রথম প্রকল্প। প্রকল্পের কাজ হচ্ছে পোর্ট লিমিট বা বন্দরসীমার মধ্যে পশুর নদে চলাচলকারী জাহাজ/ভেসেল থেকে নিঃসৃত কঠিন এবং তরল বর্জ্য সংগ্রহ এবং তার ব্যবস্থাপনা করা। ন্যাশনাল অয়েল স্পিলেজ কন্টিনজেন্সি প্ল্যানের (এনওএসসিওপি) অধীনে জরুরি তেল নিঃসরণ ব্যবস্থাপনায় জাতীয় সামর্থ্যকেও বাড়িয়ে দেবে এ প্রকল্প।

কৌশলগত মহাপরিকল্পনা

২০০৯ সালের পর থেকে ক্রমবর্ধনশীল হারে বাড়ছে মোংলা বন্দরের ব্যবহার। টুকিটাকি পরিকল্পনা/প্রকল্প দিয়ে এই ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটানো দুরূহ হয়ে পড়ছে। এ কারণে আন্তর্জাতিক খ্যাতিমান পরামর্শদাতাদের সহযোগিতায় একটি দূরদর্শী দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে এসব চাহিদা পূরণের প্রয়াস হাতে নেয়া হয়েছে। মোংলা বন্দরের স্বল্পমেয়াদী (২০২৫), মধ্যমেয়াদী (২০৪১) এবং দীর্ঘমেয়াদী (২০৭০) চাহিদা পূরণে বন্দরের কার্যক্রম সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে প্রক্রিয়াধীন এই কৌশলগত মহাপরিকল্পনা।

পরবর্তী লক্ষ্য

শুধু দেশীয় চাহিদা মেটানোর মধ্যেই সীমিত নয় মোংলা বন্দরের কার্যক্রম, বাল্ক কার্গো পরিবহনের লক্ষ্যে এই সমুদ্রবন্দর ব্যবহারের সুযোগ পেতে উন্মুখ হয়ে আছে স্থলবেষ্টিত দেশ নেপাল ও ভুটান। এমতাবস্থায়, এই উপ-অঞ্চলের অর্থনৈতিক আন্তঃনির্ভরশীলতার বৈশিষ্ট্যটি আরো ভালোভাবে কাজে লাগানোর লক্ষ্যে যাত্রা শুরু করেছে বাংলাদেশ, ভুটান, ভারত, নেপাল (বিবিআইএন) উদ্যোগ। এই উপঅঞ্চলটির নিকটতম বন্দর হিসেবে মোংলা বন্দরের অবকাঠামোগত উন্নতিসাধন আশু প্রয়োজন। এ কারণে ভারতীয় লাইন অব ক্রেডিটের আওতায় (এলওসি) বেশ কয়েকটি কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে ইতোমধ্যে।

বস্তুত যে কোনো মেগাপ্রকল্প বাস্তবায়নে সময় লাগে। উল্লেখিত মেগাপ্রকল্পগুলোর অনেকগুলোই শেষ হয়নি এখনও। অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা এবং মেগাপ্রকল্পের সহায়ক হিসেবে বেশ কিছু ছোট প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছিল। অন্তর্বর্তীকালীন এসব পদক্ষেপের সুফলও দেখা যাচ্ছে ইতোমধ্যেই- বন্দরে জাহাজের আনাগোনা বেড়েছে, কার্গো হ্যান্ডলিং বেড়েছে, এবং আয়ও বেড়েছে স্বভাবতই। ফলত গত বছর ৯৭০টি জাহাজ হ্যান্ডলিংয়ের মাধ্যমে বিগত ৭০ বছরের রেকর্ড ভেঙ্গে এক অনন্য সাফল্যের নজির স্থাপন করেছে মোংলা বন্দর।

পদ্মা সেতু চালু হবার ফলে রাজধানীর সাথে সুগম হয়েছে সড়ক ও রেল যোগাযোগ। ফলশ্রুতিতে আরো বেশি হারে পণ্যপ্রবাহ শুরু হয়েছে মোংলা বন্দরের মাধ্যমে। ফলে দিন দিন আরো বেশি জাহাজ ভিড়বে মোংলা বন্দরে। এসব কারণে ড্রেজিং, জেটি নির্মাণ এবং কার্গো হ্যান্ডলিং যন্ত্রপাতি সংগ্রহের মাধ্যমে বন্দরের জাহাজ হ্যান্ডলিং সক্ষমতাও পাশাপাশি বাড়াতে হবে। বন্দরে যতো বেশি জাহাজ ভিড়বে, ততো বেশি প্রয়োজন হবে সাপোর্ট ভেসেল, আরো বেশি কার্গো/কন্টেনার ইয়ার্ড। এক কথায়, বন্দরের ব্যবহার বৃদ্ধি মানেই বন্দর সুবিধার উন্নতি ঘটবে।

মোংলা বন্দরের অর্জিত সাফল্যের কৃতিত্বের দাবিদার মোংলা বন্দরের কর্মকর্তা-কর্মচারিদের সমন্বিত প্রয়াস, বিশেষত মবক চেয়ারম্যানের দূরদর্শী নেতৃত্ব। এই সমন্বিত প্রয়াস সফল করা এবং প্রকল্পগুলি যথাসময়ে সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদানের জন্য প্রকৃতই প্রশংসার দাবিদার নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী এবং সচিব মহোদয় এবং মন্ত্রণালয় ও কর্তৃপক্ষের অন্যান্য সংশ্লিষ্টজন।

তবে এখানেই থামছে না মবকের অভিযাত্রা। বন্দরের কর্মদক্ষতা ধরে রাখতে সংরক্ষণ ড্রেজিং, সেবাদান প্রক্রিয়ার অটোমেশন, মোংলা বন্দর অভিমুখী এবং বন্দর ছেড়ে যাওয়া পণ্যসমূহের মাল্টিমোডাল পরিবহন আরো সুগম ও সহজ করতে অনেকগুলো প্রকল্প পাইপলাইনে রয়েছে। আধুনিক বর্জ্য ও নিঃসৃত তেল ব্যবস্থাপনা প্রকল্প বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে পরিবেশবান্ধব বন্দর হিসেবে এক ধাপ অগ্রবর্তী অবস্থানে উন্নীত হয়েছে মোংলা বন্দর। তার আপাত লক্ষ্য দেশের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম পরিবেশবান্ধব বন্দর হয়ে ওঠা। একইসাথে, ২০২৫ সালের মধ্যে একটি সফল উপ-আঞ্চলিক বন্দর হয়ে ওঠার লক্ষ্যে সাবলীল গতিতে সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে মোংলা বন্দর।

কমডোর মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াদুদ তরফদার, (সি), এনপিপি, পিএসসি, বিএন
সদস্য (হারবার ও মেরিন), মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ

বন্দর সমাচার

পদ্মা সেতু চালু হওয়ায় ঢাকা থেকে মোংলা বন্দরের দূরত্ব এখন মাত্র ২০৫ কিমি, যেখানে ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম বন্দরের দূরত্ব ২৬০ কিমি

মোংলা বন্দর চ্যানেলের আউটার বারের দুটি বিভাগে ১১.০৮ কিলোমিটার এলাকা ক্যাপিটাল ড্রেজিংয়ের কাজ ২০২০ সালের ডিসেম্বরে শেষ হয়

পদ্মা সেতু চালুর সুফল

মোংলা বন্দর দিয়ে ঢাকার গার্মেন্টস পণ্য রপ্তানি শুরু

চলতি বছর ২৫ জুন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঐতিহাসিক পদ্মা সেতু উদ্বোধন করায় দক্ষিণবঙ্গের যে কটি প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম গতিশীলতা লাভ করছে তার মধ্যে মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ অন্যতম। পদ্মা সেতু চালুর সাথে সাথেই এ বন্দর দিয়ে রাজধানী ঢাকার গার্মেন্টস পণ্য রপ্তানির কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

গত ২৮ জুলাই ঢাকার ফকির অ্যাপারেলস, উইন্ডি এপ্যারেলস, কে.সি. লিনজেরিয়া, আর্টিস্টিক ডিজাইন, নিট কনসার্ন, মেঘনা নিট কম্পোজিট, শারমিন অ্যাপারেলস লিমিটেড-সহ মোট ২৭টি পোশাক কারখানায় উৎপাদিত বাচ্চাদের পোশাক, জার্সি ও কার্ডিগান, টি-শার্ট, ট্রাউজারসহ বিভিন্ন গার্মেন্টস পণ্য নিয়ে ময়েস্ক-নেসনা নামে পানামার পতাকাবাহী একটি জাহাজ মোংলা বন্দরের ৮নং জেটি থেকে পোল্যান্ডের উদ্দেশ্যে রওনা হয়।

মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের (মবক) চেয়ারম্যান রিয়ার অ্যাডমিরাল মোহাম্মদ মুসা বলেন, মোংলা বন্দরের জন্য আজকে একটি স্মরণীয় দিন। পদ্মা সেতু চালু হওয়ায় ঢাকা থেকে মোংলা বন্দরের দূরত্ব এখন মাত্র ২০৫ কিমি, যেখানে ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম বন্দরের দূরত্ব ২৬০ কিমি। মোংলা বন্দরে জাহাজ হ্যান্ডলিং দ্রুততর ও নিরাপদে সমাধা হয়। উপরন্তু এখন ঢাকার সাথে দূরত্ব কমে যাওয়ায় সময় ও অর্থ দুয়েরই সাশ্রয় ঘটাতে ব্যবসায়ীরা ক্রমবর্ধমান হারে মোংলা বন্দর দিয়ে আমদানি-রপ্তানিতে আগ্রহী হয়েছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পদ্মা সেতু উদ্বোধনের এক মাসের মধ্যেই পদ্মা সেতু হয়ে মোংলা বন্দরের মাধ্যমে গার্মেন্টস পণ্য রপ্তানির নবযাত্রা শুরু হলো। ভবিষ্যতে আমদানি-রপ্তানির এ ধারা আরো বৃদ্ধি পাবে বলে আমি আশাবাদী।

ফের সাড়ে ৯ মিটার ড্রাফটের জাহাজ এলো মোংলা বন্দরে

মোংলা বন্দর চ্যানেলের আউটার বারের দুটি বিভাগে ১১.০৮ কিলোমিটার এলাকা ক্যাপিটাল ড্রেজিংয়ের কাজ ২০২০ সালের ডিসেম্বরে শেষ হয়। ফলশ্রুতিতে আউটার বার অতিক্রম করে মোংলা বন্দরে ফের সাড়ে ৮ মিটার থেকে সাড়ে ৯ মিটার ড্রাফটের জাহাজের আগমন শুরু হয়।

পরবর্তীতে ২০২১ সালের বর্ষা মৌসুমে আউটার বারের হিরণপয়েন্ট সংলগ্ন এলাকায় পলি জমে নাব্যতা কিছুটা হ্রাস পায়। গত বছর নভেম্বর থেকে চলতি বছর ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চ্যানেলে সাড়ে ৮ মিটারের বেশি ড্রাফটের জাহাজ প্রবেশ করতে পারেনি। সে প্রেক্ষিতে বন্দর কর্তৃপক্ষ জরুরি ভিত্তিতে গত ৯ জানুয়ারি থেকে ৮ মার্চ পর্যন্ত ওই এলাকায় মেইটেন্যান্স ড্রেজিং কাজ পরিচালনা করে।

ফলশ্রুতিতে বন্দরে জাহাজের আনাগোনা ফের বেড়ে গেছে। ২০২২ সালের ২০ মার্চ তারিখের মধ্যেই ৭০টি জাহাজের আগমন ঘটে বন্দরে। গত ২০ মার্চ ৩৫ হাজার টন কয়লা নিয়ে মোংলা বন্দরের হারবাড়িয়া-১২নং বয়ায় অবস্থান নেয় কসমস শিপিং এজেন্টের সাড়ে ৯ মিটার ড্রাফটের পানামার পতাকাবাহী জাহাজ এমভি মারকারিয়াস।

ইন্দোনেশিয়া ও রাশিয়া থেকে রামপাল ও রূপপুর বিদ্যুৎকেন্দ্রের মালামালবাহী জাহাজ মোংলা বন্দরে

প্রথমবারের মতো রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্রের জন্য প্রায় ৩৬ হাজার টন কয়লা নিয়ে ইন্দোনেশিয়া থেকে বাংলাদেশের পতাকাবাহী জাহাজ এমভি আকিজ হেরিটেজ গত ৫ আগস্ট সন্ধ্যায় মোংলা বন্দরের হারবাড়িয়া-১১ নম্বর বয়ায় অবস্থান নেয়। এর আগে জাহাজটি চট্টগ্রাম বন্দরে আরো প্রায় ১৯ হাজার টন কয়লা খালাস করে।

একই দিনে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের জন্য রাশিয়া থেকে ৫,৬০১ টন কার্গো নিয়ে লাইবেরিয়ান পতাকাবাহী জাহাজ এভি ড্রাগনবল মোংলা বন্দরের হারবাড়িয়া-৭ নম্বর বয়ায় অবস্থান নেয়। এছাড়া 'এমভি ইউনিউইজডম' নামে একটি জাহাজ সরাসরি রাশিয়া থেকে রওনা হয়ে গত ৫ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা ৬টায় মোংলা বন্দরে ভিড়ে।

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর রূপপুর পারমাণবিক কেন্দ্রের জন্য তৃতীয় চালানে ১৪০০ টন কার্গো নিয়ে জাহাজটি বন্দরের ৭নং জেটিতে নোঙ্গর করে। জাহাজটির শিপিং এজেন্ট হিসেবে কাজ করছে ম্যাক শিপিং।

মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান রিয়ার অ্যাডমিরাল মোহাম্মদ মুসা এ ব্যাপারে বলেন, রামপাল পাওয়ার প্ল্যান্ট ও রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের মালামাল হ্যান্ডলিংয়ের মাধ্যমে দেশের উন্নয়নের পথে একটি নবযুগ সূচনার সাক্ষী হয়ে থাকল মোংলা বন্দর।

বন্দরে ৭ নং বিপদসংকেত

ঘূর্ণিঝড় সিত্রাং মোকাবেলায় মবকের জরুরি প্রস্তুতি সভা

ঘূর্ণিঝড় সিত্রাংয়ের আগে মোংলা সমুদ্র বন্দরের জন্য আবহাওয়া অধিদপ্তর ৭নং বিপদ সংকেত জারির প্রেক্ষিতে গত ২৩ অক্টোবর সকাল ১০টায় বন্দরভবনের সভাকক্ষে ঘূর্ণিঝড় 'সিত্রাং' মোকাবেলার প্রস্তুতি নিয়ে এক জরুরি সভা অনুষ্ঠিত হয়। মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান রিয়ার অ্যাডমিরাল মোহাম্মদ মুসার এতে সভাপতিত্ব করেন।

মবক চেয়ারম্যান জানান, ঘূর্ণিঝড় সংক্রান্ত সকল তথ্য হালনাগাদ ও সমন্বয়ের জন্য একটি জরুরি নাম্বার চালু এবং একটি নিয়ন্ত্রণ কক্ষ স্থাপন করা হয়। মেডিকেল টিম প্রস্তুত রাখা হয়।

পাশাপাশি, নৌবাহিনী, কোস্ট গার্ড ও বন্দর ব্যবহারকারীদের সঙ্গে সমন্বয় করা হয়েছে। দেশি কার্গো এবং লাইটারেজগুলো চ্যানেলের বাইরে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। হারবাড়িয়া

চ্যানেলে ১৩টি বিদেশি জাহাজকে নিরাপদ স্থানে নেওয়া হয়।

ঘূর্ণিঝড় সিত্রাংয়ের পরবর্তী ক্ষয়ক্ষতির পুনর্বাসন ও বন্দর কার্যক্রম পুনরায় চালু করার লক্ষ্যে দ্রুততম সময়ে বিদ্যুৎ সরবরাহ ও টেলিফোন যোগাযোগ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে সভায় আলোচনা হয়। এছাড়া ঝড়ের পরপরই রাস্তাঘাট পরিষ্কার ও পানির সরবরাহ নিশ্চিত করার বিষয়ে আলোচনা হয়।

জাতির পিতার সমাধিতে নৌপ্রতিমন্ত্রীর শ্রদ্ধাঞ্জলি

মোংলা বন্দরে জাতীয় শোক দিবসের মাসব্যাপী কর্মসূচির অংশ হিসেবে নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহ্‌মুদ চৌধুরী গত ২৬ আগস্ট গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিতে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করেন।

এ সময় তার সঙ্গে ছিলেন মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ (মবক) চেয়ারম্যান রিয়ার অ্যাডমিরাল মোহাম্মদ মুসা, বোর্ড সদস্য (হারবার ও মেরিন) কমডোর মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াদুদ তরফদার, বোর্ড সদস্য (প্রকৌশল ও উন্নয়ন) মো. ইমতিয়াজ, মবকের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ।

সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে জাতির পিতার আত্মার শান্তি কামনায় বিশেষ দোয়া পাঠ ও মোনাজাত করা হয়।

বন্দর ব্যবহারে যৌথ চুক্তি

মোংলা বন্দরে ভারতের ট্রায়াল জাহাজ এমভি রিশাদ রায়হান

বাংলাদেশের মোংলা বন্দর ব্যবহারে বাংলাদেশ-ভারত যৌথ চুক্তি বাস্তবায়নে চারটি ট্রায়াল রানের ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশি পতাকাবাহী এমভি রিশাদ রায়হান কোলকাতা বন্দর থেকে গত ৮ আগস্ট মোংলা বন্দরের ৯নং জেটিতে এসে পৌঁছায়।

এ সময় মোংলা জেটি পরিদর্শন করেন ভারতের সহকারী হাইকমিশনার ইন্দ্রজিত সাগর, মবক চেয়ারম্যান রিয়ার অ্যাডমিরাল মোহাম্মদ মুসা এবং বন্দরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ। জেটিপরিদর্শন শেষে মোংলা বন্দরের সভাকক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

জ্যাক শিপিং এজেন্টের মাধ্যমে আসা জাহাজটির সিঅ্যান্ডএফ হিসেবে কাজ করছে সুইফট লজিস্টিকস সার্ভিস লিমিটেড। মোংলা-তামাবিল এবং মোংলা-বিবিরবাজার রুটে ট্রায়ালের জন্য ট্রানজিট কার্গোটি মোংলা বন্দরে আগমন করে।

এসিএমপি (অ্যাগ্রিমেন্ট অন দ্য ইউজ অব চট্টগ্রাম অ্যান্ড মোংলা পোর্ট ফর মুভমেন্ট অব গুডস টু অ্যান্ড ফ্রম ইন্ডিয়া) চুক্তির আওতায় বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যে এ পণ্য আমদানি-রপ্তানির ট্রায়াল কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

বাংলাদেশ-ভারত প্রটোকল রুটে অভ্যন্তরীণ জলপথ ব্যবহার করে ব্যবসায়িক গতি বাড়ানোর এ উদ্যোগ দুদেশের অর্থনীতি ও দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক উন্নয়নে আরো ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে বলে মবক মনে করে। চলতি বছর মার্চে ১৩তম ভারত-বাংলাদেশ জয়েন্ট গ্রুপ অব কাস্টমস (জেজিসি) বৈঠকের পর ট্রায়াল রান পরিচালনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তারই ধারাবাহিকতায় প্রথম ট্রায়াল জাহাজ এলো মোংলা বন্দরে।

মবক চেয়ারম্যান রিয়ার অ্যাডমিরাল মোহাম্মদ মুসা বলেন, মোংলা বন্দরের মাধ্যমে ভারতের সাথে পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে আজ একটি মাইলফলক প্রতিষ্ঠা হলো। এর মধ্য দিয়ে বন্ধুপ্রতিম প্রতিবেশীর সঙ্গে আমাদের অর্থনৈতিক সম্পর্ক আরো জোরদার হবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

সংবাদ সংক্ষেপ

৫১তম মহান স্বাধীনতা দিবস ও জাতীয় দিবস উদযাপন

যথাযথ মর্যাদা ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে ২৬ মার্চ ৫১তম মহান স্বাধীনতা দিবস ও জাতীয় দিবস-২০২২ উদযাপন করে মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ।

দিনের প্রত্যুষেই মবকের স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন মোংলা বন্দর চেয়ারম্যান রিয়ার অ্যাডমিরাল মোহাম্মদ মুসা। পরে জাতীয় পতাকা ও মুক্তিযোদ্ধা সংসদের পতাকা উত্তোলন করা হয়।

সকাল সাড়ে ৯টায় মবক স্বাধীনতা চত্বরে অবসরপ্রাপ্ত বীর মুক্তিযোদ্ধা কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। এ সময় বন্দর চেয়ারম্যান তার বক্তব্যে বলেন, বাঙালি জাতির পরম গৌরবের দিন আজ। এই দিনের ঐতিহাসিক তাৎপর্যবাহী ঘটনাবলী প্রজন্ম থেকে প্রজন্মের মাঝে ছড়িয়ে দিতে হবে।

ঐতিহাসিক ৭ মার্চ উদযাপন

বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে ঐতিহাসিক ৭ মার্চ উদযাপন করে মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ। এদিন বন্দরের সকল গুরুত্বপূর্ণ ভবন ও স্থাপনায় আলোকসজ্জা, মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার চেতনা প্রতিফলিত করে তৈরি ব্যানার, ফেস্টুন ও ড্রপডাউন ব্যানার স্থাপন করা হয় এবং বন্দরের ডিসপ্লে বোর্ডে দিনভর জাতির পিতার ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ প্রচার করা হয়।

সকাল ১১টায় বন্দর ভবনের সভাকক্ষে আলোচনা সভা এবং 'স্বাধীনতা কি করে আমাদের হলো' শীর্ষক প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে মবক চেয়ারম্যান রিয়ার অ্যাডমিরাল মোহাম্মদ মুসা বলেন, ৭ মার্চের ভাষণ হচ্ছে বাঙালি জাতির স্বাধীনতার ডাক, মুক্তির ডাক, ত্যাগের ডাক।

শ্রমিক কল্যাণ হাসপাতালের জন্য অ্যাম্বুলেন্স হস্তান্তর করলেন মবক চেয়ারম্যান

বন্দরের সদর দপ্তরের সামনে এক অনাড়ম্বর আয়োজনে গত ১৭ ফেব্রুয়ারি সকাল ১১টায় শ্রমিক কল্যাণ হাসপাতালের জন্য একটি অ্যাম্বুলেন্স শ্রমিক কল্যাণ সমিতির নিকট হস্তান্তর করেন মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ চেয়ারম্যান রিয়ার অ্যাডমিরাল মোহাম্মদ মুসা।

মোংলা বন্দরে শ্রমিক-কর্মচারিদের চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মোংলা বন্দরের শ্রমিক কল্যাণ হাসপাতালের জন্য ২৬৯৪ সিসির টয়োটা হাইয়েস অ্যাম্বুলেন্সটি কেনা হয়।

শ্রমিক কল্যাণ হাসপাতালে অ্যাম্বুলেন্সটি যুক্ত হওয়ার ফলে আগের তুলনায় শ্রমিকদের দ্রুত চিকিৎসা সেবা আরো বেশি নিশ্চিত করা যাবে।

বন্দর সমাচার

মোংলা বন্দর দিয়ে গাড়ি আমদানি প্রতি বছরই ১৩% হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। চলতি অর্থবছরে আমদানিকৃত মোট গাড়ির ৬০ শতাংশের বেশি আসে মোংলা বন্দরে এবং প্রায় ৪০ শতাংশ আসে চট্টগ্রাম বন্দরে

পদ্মা সেতু চালুর সুবাদে এখন মোংলা বন্দর থেকে ঢাকায় যে কোনো পণ্য পরিবহণে সময় লাগছে মাত্র ৩ থেকে ৪ ঘন্টা। ফলে একটি গাড়ি বন্দর থেকে খালাসের পর অতি কম সময় ও কম খরচে রাজধানী ঢাকাসহ দেশের যে কোনো স্থানে পৌঁছানো সম্ভব হচ্ছে

মোংলা বন্দরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ৭৬তম জন্মদিন উদযাপন

যথাবিধি মর্যাদায় বিবিধ আয়োজনের মধ্য দিয়ে গত ২৮ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ৭৬তম জন্মদিন উদযাপন করল মোংলা বন্দর।

প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন উপলক্ষ্যে এদিন কেক-কাটা, আলোচনা সভা, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে বিশেষ প্রার্থনাসহ বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নেয় মবক। সকাল ১১টায় বন্দরের সভাকক্ষে বন্দরের সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারিদের উপস্থিতিতে একটি আলোচনা সভা আয়োজনের মধ্য দিয়ে কর্মসূচি শুরু হয়। সভার শুরুতেই প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন উপলক্ষ্যে একটি সুদৃশ্য কেক কাটা হয়।

এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ চেয়ারম্যান রিয়ার অ্যাডমিরাল মোহাম্মদ মুসা এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন বোর্ড সদস্য (হারবার ও মেরিন) কমডোর মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াদুদ তরফদার। আয়োজনে সভাপতিত্ব করেন পরিচালক (প্রশাসন) মো. শাহীনুর আলম। এছাড়াও সভায় বন্দরের বিভাগীয় প্রধানগণ, অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশন ও অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারিরা উপস্থিত ছিলেন।

দুপুরে যোহর নামাজের পর প্রধানমন্ত্রীর সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনাসহ দেশের উন্নয়ন চেয়ে বন্দরের সকল মসজিদ-মন্দির-গির্জায় দোয়া মাহফিল ও বিশেষ প্রার্থনা আয়োজন করা হয়।

মোংলা বন্দরের অগ্রগতিতে ইনার বারের ড্রেজিং প্রকল্প অপরিহার্য

মোংলা বন্দরের ইনার বারে ৮.৫ মিটার সিডি (চার্ট ডেটাম) গভীরতায় ড্রেজিং করা হলে স্বাভাবিক জোয়ারের সহায়তায় বন্দরের জেটিতে ৯.৫-১০ মিটারের বেশি ড্রাফটের জাহাজ হ্যান্ডল করা সম্ভব। বর্তমানে চট্টগ্রাম বন্দরে সর্বোচ্চ ৯.৫ মিটার ড্রাফটের জাহাজ হ্যান্ডল করা হচ্ছে। সে বিবেচনায় পশুর চ্যানেলের ইনার বারে ড্রেজিং করা হলে মোংলা বন্দরকেও চট্টগ্রাম বন্দরের সমকক্ষতার একটি কার্যকর বিকল্প বন্দরে পরিণত করা সম্ভব।

উপ-সচিব স্বাক্ষরিত গত ২২ আগস্ট মবকের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ বিষয়ে বলা হয়, ইনার বারে ড্রেজিং প্রকল্প কোনোক্রমে বাধাগ্রস্ত হলে আবারো অচলাবস্থা তৈরি হবে মোংলা বন্দরে। একটি বন্দরের প্রধান চালিকাশক্তি তার চ্যানেল, বা নৌপথ। সেই চ্যানেল যদি সুরক্ষিত না থাকে, তাহলে পণ্যবাহী বড় বড় বিদেশি জাহাজের আগমন বাধাগ্রস্ত হবে। এর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে বন্দরের আমদানি-রপ্তানিসহ জাতীয় অর্থনীতিতে।

বিশ্বঐতিহ্য সুন্দরবন পরিবেষ্টিত হওয়ায় পশুর নদ ড্রেজিংয়ের মাটি কোনো অবস্থাতেই সুন্দরবনের মধ্যে ফেলা হচ্ছে না। আপাতত ড্রেজিংয়ের মাটি নদ তীরবর্তী জমিতে ফেলা হচ্ছে। নদের মাটি পলিমিশ্রিত হওয়ায় আগামীতে সেখানে ফসলের উৎপাদনশীলতা বাড়বে।

ইনার বার ড্রেজিংয়ের বানিয়াশান্তা মৌজায় ড্রেজিংয়ের মাটি ফেলার ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ কমিটির প্রতিবেদন অনুসারে ৩০০ একর জমির মধ্যে ১৮৫ একর জমি দুই ফসলি এবং ১১৫ একর জমি এক ফসলি; এখানে তিন ফসলি জমি নেই কোনো। মাটি ফেলার জন্য এসব জমি ২ বছর ব্যবহার করা হবে। ব্যবহার শেষে জমি আগের মালিকের হাতেই তুলে দেয়া হবে। পাশাপাশি কৃষকদের ১০ বছরের জন্য ফসলের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। অন্যদিকে এসব জমিতে কোনো জনবসতি না থাকায় কারো বাস্তুহারা হওয়ারও কোনো আশঙ্কা নেই।

উল্লেখ্য, মোংলা-ঘসিয়াখালি চ্যানেলে ড্রেজিংয়ের সময় নদ তীরবর্তী জমিতে পলিমিশ্রিত বালি ফেলার কারণে সেখানে তরমুজসহ অন্যান্য ফসলের উৎপাদন পরবর্তীতে বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। মোংলা বন্দর ও বন্দরকেন্দ্রিক ইপিজেড, এমনকি রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র সচল রাখতে হলে মোংলা বন্দরের ইনার বারের ড্রেজিং কাজ অব্যাহত রাখা অপরিহার্য।

মোংলা বন্দরে নতুন রেকর্ড: ২১ হাজার গাড়ি আমদানি

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও হস্তক্ষেপে দীর্ঘ স্থবিরতার পর ২০০৯ সালে ৮,৯০০টি গাড়ি আমদানির মাধ্যমে মোংলা বন্দরে গাড়ি আমদানি কার্যক্রম শুরু হয়। পর্যায়ক্রমে আমদানির পরিমাণ বাড়তে থাকে। এ ধারাবাহিকতায় বিগত সময়ের সকল রেকর্ড ভেঙ্গে ২০২১-২২ অর্থবছরে ২১ হাজার ৪৮৪টি গাড়ি আমদানি হয়েছে এই বন্দরে।

মোংলা বন্দর দিয়ে গাড়ি আমদানি প্রতি বছরই ১৩% হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। চলতি অর্থবছরে আমদানিকৃত মোট গাড়ির ৬০ শতাংশের বেশি আসে মোংলা বন্দরে এবং প্রায় ৪০ শতাংশ আসে চট্টগ্রাম বন্দরে।

গাড়ি আমদানি চালু হওয়ার ১৪ বছর পর এই প্রথম চট্টগ্রাম বন্দরকে পিছনে ফেলে সর্বোচ্চ গাড়ি আমদানির রেকর্ড গড়ল মোংলা বন্দর।

মোংলা বন্দরে গাড়ি আমদানি বৃদ্ধির উল্লেখযোগ্য কারণগুলির মধ্যে আছে, ১. আমদানিকারকদের জন্য মবকের বিভিন্ন ধরনের প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা, ২. গাড়ি স্বল্পতম সময়ে খালাসের সুবিধা, ৩. মবকের উন্নতমানের শেড ও ইয়ার্ড, এবং ৪. নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে সার্বক্ষণিক টহল ও সিসি ক্যামেরাসমৃদ্ধ নজরদারির ব্যবস্থা।

পদ্মা সেতু চালুর সুবাদে এখন মোংলা বন্দর থেকে ঢাকায় যে কোনো পণ্য পরিবহণে সময় লাগছে মাত্র ৩ থেকে ৪ ঘন্টা। ফলে একটি গাড়ি বন্দর থেকে খালাসের পর অতি কম সময় ও কম খরচে রাজধানী ঢাকাসহ দেশের যে কোনো স্থানে পৌঁছানো সম্ভব হচ্ছে।

মবক চেয়ারম্যানের মাতা 'রত্নগর্ভা মা-২০২১' পুরস্কার পেলেন

মা কথাটি 'ছোট্ট অতি' হলেও জীবনে অসীম এর মহিমা, অসম্ভব তার মূল্য নিরূপণ। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ উপহার মা; পরিবার, সমাজ ও দেশ গড়ার তিনি অনন্য কারিগর। এমনই এক মা মোসাম্মাৎ আমেনা বেগম। গত ৮ মে বেলা ১১টায় রাজধানীতে ঢাকা ক্লাবের স্যামসান এইচ চৌধুরী সেন্টারে 'রত্নগর্ভা মা-২০২১' পুরস্কারে ভূষিত হলেন তিনি।

পাঁচ সন্তানের এ জননীর প্রথম সন্তান বর্তমান বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান এয়ার ভাইস মার্শাল মো. মফিদুর রহমান, বিপিপি; দ্বিতীয় সন্তান মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের (মবক) চেয়ারম্যান রিয়ার অ্যাডমিরাল মোহাম্মদ মুসা; তৃতীয় সন্তান সিনিয়র সার্ভেয়ার ভূতত্ত্ববিদ মো. তরিকুল রহমান, চতুর্থ সন্তান দেশের শীর্ষ একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের জেনারেল ম্যানেজার এবং পঞ্চম সন্তান ও একমাত্র কন্যা শাহনাজ আনজুম বর্তমানে সিনিয়র কর্মকর্তা হিসেবে ট্রাস্ট ব্যাংকে কাজ করছেন।

১৯৪২ সালের ২০ মে স্কুলশিক্ষক এ কে মুর্শেদ আহমেদ ও ফাতেমা বেগমের ঘর আলো করে জন্ম নেন রত্নগর্ভা পুরস্কারজয়ী এ মা। মা-বাবার তিন সন্তানের মধ্যে তিনিই প্রথম। ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি লেখাপড়ার প্রতি ছিল তার তীব্র আকর্ষণ ও ভালোবাসা। সরকারি চাকুরিজীবী স্বামী যখন দায়িত্ব পালনের ডাকে দেশের জেলায় জেলায় কাজ করছেন, তখন অকৃত্রিম ভালোবাসা, মেধা ও মহানুভবতা, বিচক্ষণতা ও কঠোর শৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে পাঁচ সন্তানকেই সুশিক্ষিত, মেধাবী ও দেশের যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলেছেন তিনি।

মিষ্টভাষী, সাধারণ, সাবলীল, পরোপকারী, পরিশ্রমী, সহনশীল, দায়িত্ববান ও অসামান্য মানবিক গুণাবলীর সমন্বয়ে এক অনুকরণীয় সাদা মনের মানুষ মা আমেনা বেগম।

জাতীয় শোক দিবস

বঙ্গবন্ধুর ৪৭তম শাহাদত বার্ষিকীতে মোংলা বন্দরে মাসব্যাপী কর্মসূচি

বাংলাদেশের স্বাধীনতার মহানায়ক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৭তম শাহাদত বার্ষিকীতে মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ নানামুখী কর্মসূচি গ্রহণ করে। পহেলা আগস্ট মবক প্রধান কার্যালয়ের মূল ফটক, বন্দর ভবন, জেটি এবং খুলনা পোর্ট এরিয়ার মূল ফটক, মোংলা বন্দরের আওতাধীন খুলনা ও মোংলা স্কুলে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি ও বাণী সম্বলিত ব্যানার প্রদর্শনের মধ্য দিয়ে মাসব্যাপী এ কর্মসূচি শুরু হয়।

১৫ আগস্ট সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে মবকের বিভিন্ন স্থাপনায় জাতীয় পতাকা ও বন্দর পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠাসমূহে ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতিতে বঙ্গবন্ধুর জীবনী-ভিত্তিক বক্তৃতা, রচনা, চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, আলোচনা সভা এবং দোয়া মাহফিল ও বঙ্গবন্ধুর জীবনী-ভিত্তিক (১৯২০-১৯৭৫) প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।

মবক চেয়ারম্যান রিয়ার অ্যাডমিরাল মোহাম্মদ মুসা প্রধান অতিথি হিসেবে কর্মসূচির উদ্বোধন করেন। তিনি বলেন, জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে আমাদের সকলকেই সম্মিলিতভাবে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে এগিয়ে আসতে হবে। খুলনায় মবক পোর্ট মিলনায়তনে পৃথক এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন মবক বোর্ড সদস্য (হারবার ও মেরিন) কমডোর মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াদুদ তরফদার।

মোংলা বন্দরে তিন দিনব্যাপী সেফটি-ইন্ডাকশান প্রশিক্ষণ শুরু হলো

মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ (মবক) এবং সীল্যান্ড মায়ের্স্ক বাংলাদেশের যৌথ উদ্যোগে বন্দর ব্যবহারকারীদের নিয়ে গত ২৬ জুলাই তিন দিনব্যাপী সেফটি-ইন্ডাকশান প্রশিক্ষণ কর্মসূচি শুরু হয়। মবক কর্মকর্তা, কর্মচারী এবং বন্দরে পণ্য খালাস কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট মোট ৩০০ জন এ প্রশিক্ষণে অংশ নেন।

কর্মসূচির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে

সংবাদ সংক্ষেপ

বন্দর জেটিতে ফেন্ডার বসাতে খুলনা শিপইয়ার্ডের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর

আমদানি-রপ্তানি কাজে নিয়োজিত বিদেশি জাহাজগুলো যাতে বন্দরের জেটিতে আরো নিরাপদ ও নির্বিঘ্নে বার্থিং করতে পারে সে লক্ষ্যে মোংলা বন্দরের ৭, ৮ ও ৯ নং জেটিতে সাড়ে ৮ কোটি টাকা ব্যয়ে সেল-টাইপ রাবার ফেন্ডার এবং ডি-টাইপ সলিড উইং ফেন্ডার স্থাপন করা হবে। এজন্য খুলনা শিপইয়ার্ড লিমিটেডের সঙ্গে গত ২৩ জানুয়ারি একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ। বন্দর ভবনের সভাকক্ষে ওই চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মবক ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান কমডোর মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াদুদ তরফদার ও খুলনা শিপইয়ার্ড লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক কমডোর এম সামছুল আজিজ।

বিশ্ব ব্রেস্ট ক্যান্সার দিবস

মোংলা বন্দরে ৩ দিনব্যাপী বিনামূল্যে ব্রেস্ট-স্ক্রিনিং শুরু

বিশ্ব ব্রেস্ট ক্যান্সার দিবস-২০২২ উপলক্ষ্যে মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে গত ১০-১১-১২ অক্টোবর মোংলা বন্দরের নারী কর্মকর্তা-কর্মচারী ও তাদের পোষ্যদের (২৫-উর্ধ্ব স্ত্রী, কন্যা ও মাতা) জন্য মোংলা বন্দর হাসপাতালে বিনামূল্যে ব্রেস্ট স্ক্রিনিংয়ের আয়োজন করা হয়।

তিন দিনব্যাপী এ কর্মসূচির উদ্বোধনী আয়োজনে প্রধান অতিথি ছিলেন মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ চেয়ারম্যান রিয়ার অ্যাডমিরাল মোহাম্মদ মুসা। সভাপতি ছিলেন মোংলা বন্দরের প্রধান চিকিৎসা কর্মকর্তা ডা. আব্দুল হামিদ। উদ্বোধনী আয়োজন শেষে প্রধান অতিথি বন্দর চেয়ারম্যান রিয়ার অ্যাডমিরাল মোহাম্মদ মুসা ব্রেস্ট স্ক্রিনিংয়ের দুটি বুথ উদ্বোধন করেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রেল সেতুর মালামালের প্রথম চালানবাহী জাহাজ ভিড়ল বন্দরে

যমুনা নদীর ওপর নির্মাণাধীন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রেল সেতু প্রকল্পের জন্য ২৩৫০.৬৩ টন ইস্পাতের প্রথম চালান নিয়ে গত ৬ আগস্ট মোংলা বন্দরের ৭নং জেটিতে ভিড়ে দক্ষিণ কোরিয়ার পতাকাবাহী জাহাজ এমভি উহইওন হোপ। মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ (মবক) চেয়ারম্যান রিয়ার অ্যাডমিরাল মোহাম্মদ মুসা এ ব্যাপারে বলেন, একের পর এক দেশের মেগাপ্রকল্পের মালামাল মোংলা বন্দর দিয়ে আমদানি করা হচ্ছে।

উল্লেখ্য, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০২১ সালের ২৯ নভেম্বর দেশের দীর্ঘতম ডেডিকেটেড রেল সেতু হিসেবে ৪.৮ কিলোমিটার দীর্ঘ বঙ্গবন্ধু রেল সেতু নির্মাণকাজের উদ্বোধন করেন।

মোংলা বন্দরের জন্য নির্মিতব্য দুটি ৭০ টন বোলার্ড পুলের টাগ বোট বাংলাদেশের এ যাবত কালের সর্বোচ্চ বোলার্ড পুল ক্ষমতা সম্পন্ন এবং সর্বাধুনিক প্রযুক্তি সমৃদ্ধ টাগ বোট

বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে ১৭ মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০২তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উদযাপন করে মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ

নৌ-প্রতিমন্ত্রী

মোংলা বন্দর দেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি বাড়াবে

মোংলা বন্দরের টাগ বোট বহরে অচিরেই যোগ দিচ্ছে দুটি ৭০ টন বোলার্ড পুল টাগ বোট। গত ৭ এপ্রিল এ ব্যাপারে মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ ও হংকংয়ের বিশ্বখ্যাত চিওলি শিপইয়ার্ডের স্থানীয় প্রতিনিধি ই ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেডের মধ্যে এক চুক্তি স্বাক্ষর হয়। চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী, এমপি। বিশেষ অতিথি ছিলেন মন্ত্রণালয়ের সচিব মেজবাহউদ্দিন চৌধুরী।

মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের (মবক) চেয়ারম্যান রিয়ার অ্যাডমিরাল মোহাম্মদ মুসা ও ই ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেডের চেয়ারম্যান তরফদার মো. রুহুল আমিন নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

অনুষ্ঠানে নৌ-প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী, এমপি বলেন, টাগ বোট দুটি নির্মিত হলে মোংলা বন্দরের অপারেশনাল কার্যক্রম সহজ হবে। আরো বড় জাহাজ হ্যান্ডলিং করতে সক্ষম হবে। এক অনন্য উচ্চতায় পৌঁছাতে পারবে মোংলা বন্দর যা দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আনা ও জিডিপি প্রবৃদ্ধি বাড়াতে অবদান রাখবে।

মবক চেয়ারম্যান রিয়ার অ্যাডমিরাল মোহাম্মদ মুসা বলেন, মোংলা বন্দরের জন্য নির্মিতব্য দুটি ৭০ টন বোলার্ড পুলের টাগ বোট বাংলাদেশের এ যাবত কালের সর্বোচ্চ বোলার্ড পুল ক্ষমতা সম্পন্ন এবং সর্বাধুনিক প্রযুক্তি সমৃদ্ধ টাগ বোট। এতে অত্যাধুনিক জাপানি ও ইউরোপীয় যন্ত্রপাতি সংযোজন করা হবে। টাগ বোট দুটি বড় বড় বিদেশি জাহাজের বার্থিং, আনবার্থিং, টোয়িং, পুশ/পুল অপারেশন ছাড়াও ফায়ার ফাইটিং, অন্য জাহাজের দুর্ঘটনাকালীন স্যালভেজ সহযোগিতা ইত্যাদি জরুরি কাজে ব্যবহার হবে।

উপস্থিত ছিলেন মোংলা বন্দরের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান কমডোর মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াদুদ তরফদার। এছাড়া বিশেষ অতিথি ছিলেন সীল্যান্ড মায়ের্স্ক এশিয়ার চিফ অপারেশন অফিসার ক্লাইভ ভ্যান অনসেল এবং কান্ট্রি ম্যানেজার তানিম শাহরিয়ার। মোংলা বন্দরের প্রধান নিরাপত্তা কর্মকর্তা কমান্ডার আব্দুল্লাহ আল মেহেদী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন।

বন্দরের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান কমডোর আব্দুল ওয়াদুদ তরফদার তার বক্তব্যে বলেন, ভবিষ্যতেও এ ধরনের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে। সবার সুরক্ষা নিশ্চিতে একটি রোল মডেল হয়ে উঠবে মোংলা বন্দর।

কর্মশালায় মোংলা বন্দরের কৌশলগত মহাপরিকল্পনা উপস্থাপন

মবক বন্দর ভবনের সভাকক্ষে গত ৩১ মার্চ 'মোংলা বন্দরের জন্য কৌশলগত মহাপরিকল্পনা' শীর্ষক কর্মশালার দ্বিতীয় দিনের আয়োজন অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান রিয়ার অ্যাডমিরাল মোহাম্মদ মুসা। এছাড়াও ছিলেন ইনরোজ ল্যাকনার এসই-এর কনসালট্যান্ট অগাস্টিন জোহানেস, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. কাজী সাইফুল ইসলাম, ইনরোজ ল্যাকনার এসই-এর র‍্যালফ আলফ্রেড বেরেন্স, বন্দর কর্মকর্তা, সিবিএ এবং মোংলা বন্দর কাস্টমস প্রতিনিধি ও বন্দর ব্যবহারকারীরা।

কর্মশালায় জার্মানির ব্রেমেনভিত্তিক কনসালট্যান্ট ইনরোজ ল্যাকনার এসই এবং তাদের অংশীদার স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিং অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট উপস্থিত সকল অংশীদার ও গ্রাহকদের সামনে মোংলা বন্দরের কৌশলগত মহাপরিকল্পনা বিশদ তুলে ধরেন।

প্রধান অতিথি রিয়ার অ্যাডমিরাল মোহাম্মদ মুসা এ সময়ে বলেন, মোংলা বন্দরের কৌশলগত মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য বন্দর সংশ্লিষ্ট সরকারের অন্যান্য সংস্থা, যেমন, সড়ক ও জনপথ বিভাগ, রেল কর্তৃপক্ষ, বিআইডব্লিউটিএ, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন, বন ও পরিবেশ, স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন, কাস্টমস, বন্দর ব্যবহারকারীসহ সকল সংস্থার মধ্যে সমন্বয় ও পারস্পরিক সহযোগিতা অপরিহার্য।

মোংলা বন্দরে জাতির পিতার ১০২তম জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস উদযাপন

বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনায় বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে ১৭ মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০২তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উদযাপন করে মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ।

এদিন বন্দরের সকল গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় জাতীয় পতাকা ও বন্দর পতাকা উত্তোলন এবং রাতে আলোকসজ্জা করা হয়। বন্দরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে আলোচনা সভা, ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক রচনা, আবৃত্তি, বক্তৃতা ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়। পাশাপাশি বঙ্গবন্ধুর জীবনীভিত্তিক প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়।

সকাল ১১টায় বন্দর ভবনের সভাকক্ষে বন্দরের কর্মকর্তা-কর্মচারিদের উপস্থিতিতে এক আলোচনা সভা আয়োজন ও 'বায়োগ্রাফি অব বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান' শীর্ষক প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়। এখানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিতি ছিলেন মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান রিয়ার

অ্যাডমিরাল মোহাম্মদ মুসা এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন সদস্য (প্রকৌশল ও উন্নয়ন) মো. ইমতিয়াজ হোসেন।

এছাড়া, এদিন দুপুরে মোংলা বন্দরের অধীন সকল মসজিদ-মন্দির-গির্জায় বিশেষ মোনাজাত ও প্রার্থনার আয়োজন করা হয়। মোংলা বন্দর হাসপাতালের রোগীদের মাঝে উন্নত মানের খাবার পরিবেশন করা হয়

মোংলা বন্দরে ভিটিএমআইএস উদ্বোধন করলেন নৌপ্রতিমন্ত্রী

নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহ্‌মুদ চৌধুরী বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় চলমান প্রকল্প ও সরকারের মেগাপ্রকল্পগুলো বাস্তবায়ন হলে অচিরেই মোংলা বন্দর নৌবাণিজ্যের নেতৃত্ব দেবে।

মোংলা বন্দরে নিরাপদ ও নির্বিঘ্ন জাহাজ চলাচল নিশ্চিতকল্পে গত ১৬ মার্চ বিকাল ৪টায় ভেসেল ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (ভিটিএমআইএস) প্রকল্পের উদ্বোধনী আয়োজনে প্রধান অতিথির বক্তব্য প্রদানকালে নৌপ্রতিমন্ত্রী এ কথা বলেন।

প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে মবক এখন হারবাড়িয়া অ্যাংকরেজে ১০-মিটারের বেশি ড্রাফটের জাহাজ পরিচালনা করতে পারছে। নিরাপত্তা নিশ্চিত হওয়ায় বিগত কয়েক বছরে মোংলা বন্দরে জাহাজের আগমনও রেকর্ড পরিমাণ বেড়েছে। চট্টগ্রাম বন্দরের যানজটের কারণেও ক্রমশ মোংলা বন্দরের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠছেন ব্যবসায়ীরা।

উল্লেখ্য, বন্দরে জাহাজের আগমন-নির্গমন নির্বিঘ্ন করার লক্ষ্যে মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে বন্দরে ভিটিএমআইএস প্রকল্পটি তার বাস্তবায়নের কাজ ২০২১ সালের ৩০ ডিসেম্বর শেষ হওয়ার পর থেকেই চালু রয়েছে।

আধুনিক ক্রেনের সুবাদে বন্দরে ঘন্টায় ১৫টি কন্টেনার খালাস সম্ভব হচ্ছে

ওশান ট্রেড লিমিটেডের পানামার পতাকাবাহী একটি গিয়ারলেস (নিজস্ব ক্রেনবিহীন) জাহাজ এমভি ফিলোটিমো গত ১৭ ফেব্রুয়ারি বন্দরের ৯নং জেটিতে ভিড়ে। জাহাজটির দৈর্ঘ্য ১৭২ মিটার এবং ড্রাফট ৬.৯ মিটার। জাহাজটি ৪৮৬ টিইউজ কন্টেনার নিয়ে আসে।

মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের দুটি মাল্টিপারপাস ক্রেন এবং একটি মোবাইল হারবার ক্রেনের মাধ্যমে এ জাহাজ থেকে ২৬৩টি কন্টেনার নামানো হয় এবং ৩৪৪টি কন্টেনার নতুন করে জাহাজে ওঠানো হয়।

সক্ষমতা বাড়ানোর লক্ষ্যে মোংলা বন্দর সম্প্রতি দুটি মাল্টিপারপাস ক্রেন এবং চারটি মোবাইল হারবার ক্রেন সংগ্রহ করে। এর আগে বন্দরে শুধুমাত্র নিজস্ব ক্রেনসমৃদ্ধ কন্টেনারবাহী জাহাজ আসত। এসব ক্রেনের মাধ্যমে ঘন্টায় মাত্র ৮টি কন্টেনার হ্যান্ডল করা সম্ভব হতো। বন্দরের ক্রেনবহরে যুক্ত হওয়া জার্মানির তৈরি ক্রেনগুলোর সুবাদে গিয়ারলেস জাহাজটি থেকে প্রতি ঘন্টায় ১৫টি কন্টেনার হারে মাত্র ৩৯ ঘন্টায় সকল কন্টেনার খালাস করা সম্ভব হয়।

পবিত্র ঈদ-উল-ফিতরে গরিব ও দুস্থদের মাঝে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ

পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর উপলক্ষ্যে মোংলা বন্দরের কর্মকর্তা-কর্মচারিদের পক্ষ থেকে গরিব ও দুস্থ মানুষের মাঝে ঈদের বিশেষ খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করা হয়। গত ২৮ এপ্রিল বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে ১১টায় বন্দর সদর দপ্তরের সামনে অনুষ্ঠিত এ আয়োজনে প্রধান হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান রিয়ার অ্যাডমিরাল মোহাম্মদ মুসা।

পবিত্র রমজান মাসশেষে পবিত্র ঈদের খুশি বন্দরের আশপাশে বসবাসরত গরিব ও দুস্থ মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দিতে এবং তাদের মানবিক সহযোগিতা প্রদানের লক্ষ্যে বন্দর চেয়ারম্যান রিয়ার অ্যাডমিরাল মুসা এ উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এ সময় প্রতি পরিবারের মাঝে দুই কেজি পোলাও চাল, দুই প্যাকেট সেমাই, দুই লিটার তেল, এক কেজি চিনি, দুই কেজি আটা, এক কেজি ডাল, আধা কেজি গুড়ো দুধ এবং ১০০ গ্রাম কিশমিশ বিতরণ করা হয়।

মবকের এ আয়োজনে অন্যান্যের মাঝে উপস্থিত ছিলেন মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের সদস্য (প্রকৌশল ও উন্নয়ন) মো. ইমতিয়াজ হোসেন, বন্দরের বিভিন্ন বিভাগীয় প্রধান ও অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারিগণ।

এর আগে বেলা ১১টায় একই স্থানে অনুরূপ খাদ্য সামগ্রী বিতরণ আয়োজনে প্রধান অতিথি হিসেবে মোংলা কাস্টমস ক্লিয়ারিং অ্যান্ড ফরোয়ার্ডিং এজেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের সাত শ শ্রমিক ও কর্মচারির মাঝে ঈদের খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেন মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান রিয়ার অ্যাডমিরাল মোহাম্মদ মুসা।

সংবাদ সংক্ষেপ

মোংলা বন্দরে 'কম্বাইন্ড সিকিউরিটি অ্যান্ড সেফটি এক্সারসাইজ' চালু

নৌপরিবহন অধিদপ্তরের নির্দেশে এ বছর ১২ জানুয়ারি আইএসপিএস কোডের সিলেবাস অনুযায়ী মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের নিরাপত্তা বিভাগের তত্ত্বাবধানে 'কম্বাইন্ড সিকিউরিটি অ্যান্ড সেফটি এক্সারসাইজ' অনুষ্ঠিত হয়। এর আগে এক্সারসাইজটি সফল করার লক্ষ্যে সিঅ্যান্ডএফ এজেন্ট অ্যাসোসিয়েশন, শিপিং এজেন্ট অ্যাসোসিয়েশন, মোংলা বন্দর বার্থ ও শিপ অপারেটর অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধি, মোংলা কাস্টমস হাউসের প্রতিনিধি এবং মবক কর্মকর্তা-কর্মচারিদের নিয়ে একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

মোংলা বন্দরে বিশ্ব হাইড্রোগ্রাফি দিবস উদযাপন

২১ জুন বিশ্ব হাইড্রোগ্রাফি দিবস উপলক্ষ্যে মোংলা বন্দরে আলোচনা সভাসহ বিশেষ অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। মোংলা বন্দরের প্রধান হাইড্রোগ্রাফার লে. কমান্ডার এম ওবাইদুর রহমান একটি আকর্ষণীয় উপস্থাপনার মাধ্যমে বিশ্ব হাইড্রোগ্রাফি দিবসের গুরুত্ব এবং মোংলা বন্দরের হাইড্রোগ্রাফি শাখা পরিচালিত বিভিন্ন কার্যক্রম সবার সামনে তুলে ধরেন ও তাদের ব্যবহৃত বিভিন্ন ইকুইপমেন্টের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন।

এ বছরের হাইড্রোগ্রাফি দিবসের প্রতিপাদ্য- জাতিসংঘের দশ বছর মেয়াদী মহাসমুদ্র পরিকল্পনায় হাইড্রোগ্রাফির অবদান। বন্দর ভবনের সভাকক্ষে সকাল সাড়ে ১০টায় অনুষ্ঠিত এ আলোচনা সভা ও অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন মোংলা বন্দরের বোর্ড সদস্য (হারবার ও মেরিন) কমডোর মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াদুদ তরফদার।

রেডিয়েন্ট শিপইয়ার্ডে মবকের জন্য নির্মিতব্য চার জলযানের কিল লেয়িং

মোংলা বন্দরের আধুনিক বর্জ্য ও নিঃসৃত তেল অপসারণ ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের আওতায় নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে রেডিয়েন্ট শিপইয়ার্ড লিমিটেডে একটি সেলফ প্রপেলড বার্জ, একটি টাগ বোট, একটি পন্টুন এবং একটি ডাম বার্জ নির্মাণ করা হচ্ছে। এ লক্ষ্যে গত ২২ জুন রেডিয়েন্ট শিপইয়ার্ড চত্বরে এ চারটি জলযানের কিল লেয়িং অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের (মবক) চেয়ারম্যান রিয়ার অ্যাডমিরাল মোহাম্মদ মুসা বলেন, বন্দরে আগত সমুদ্রগামী জাহাজের বর্জ্য এবং ছোট-বড় জাহাজ হতে নিঃসৃত বর্জ্য ও তেলের দূষণ হতে মোংলা বন্দর, এবং সুন্দরবনের জীববৈচিত্র্য রক্ষায় এটি সরকারের দূরদর্শী এক পদক্ষেপ।

১৯৯৩-৯৬ সালে বিদেশী ঠিকাদার নিয়োগ করে প্রথমবারের মতো বড় আকারে ক্যাপিটাল ড্রেজিংয়ের কাজ করা হয়, যার পরিমাণ ছিল ৩৫.৫ লক্ষ ঘনমিটার

সমুদ্র হতে প্রায় ২০ কিমি উজানে চ্যানেলের প্রবেশমুখে ২০০০ সালের পরে প্রায় ২০ কিমি এলাকা জুড়ে একটি অগভীর এলাকা সৃষ্টি হয়, যা আউটার বার নামে পরিচিত

মোংলা বন্দরের প্রাণস্পন্দন সচল রাখতে নিত্য-ড্রেজিং

- শেখ শওকত আলী

বঙ্গোপসাগর হতে ১৪৪ কিলোমিটার উজানে পশুর নদের পূর্বতীরে মোংলা বন্দর। পশুর নদ পদ্মা নদীরই একটি শাখা- যার স্রোতধারা পথিমধ্যে গড়াই, মধুমতি ও রূপসা হয়ে পশুর নদ নাম ধারণ করেছে।

মোংলা বন্দরের বর্তমান অবস্থান নির্বাচনকালে পশুর নদে ৮.৫-৯ মিটার ড্রাফটের জাহাজের বার্থিং ও যাতায়াতের জন্য প্রয়োজনীয় গভীরতা ছিল। সে বিবেচনায় ১৯৭৮-৮০ সালে এখানে ৫টি জেটি নির্মাণ করা হয়। কিন্তু তার কয়েক বছর আগে পদ্মার বুকে ভারত ফারাক্কা বাধ নির্মাণ করায় পশুর নদের পানিপ্রবাহ ব্যাপক হ্রাস পায়। পাশাপাশি মোংলা এলাকায় নদী তীরবর্তী জনবসতি ও জমিতে লবণাক্ত পানি প্রবেশ রোধ ও বন্যা প্রতিরোধে অনেক পোল্ডার নির্মাণ করা হয়। এর ফলে ভাটার টানে পানির পরিমাণ কম থাকায় পানির স্রোতও কমে যায় এবং পানিতে মিশ্রিত পলি নদীর তলদেশে সহজেই জমা হয়ে যায়।

১৯৮০ সালের পর হতে বন্দরের জেটির প্রায় ১৫ কিমি উজান (উত্তরদিকে) ও ২০ কিমি ভাটির (দক্ষিণদিকে) অংশে আশঙ্কাজনক হারে পলি জমা শুরু হয়। মূলত এ সময় থেকেই বন্দরে ড্রেজিং কাজ শুরু করা হয়।

শুরুতে পানি উন্নয়ন বোর্ড ও বিআইডব্লিউটিএর ড্রেজার দিয়ে জেটির সামনে স্বল্প পরিসরে ড্রেজিং করা হতো। ১৯৯০ সালের পরে বন্দর জেটির প্রবেশ চ্যানেলেও ড্রেজিংয়ের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। ১৯৯৩-৯৬ সালে বিদেশি ঠিকাদার নিয়োগ করে প্রথমবারের মতো বড় আকারে ক্যাপিটাল ড্রেজিংয়ের কাজ করা হয়, যার পরিমাণ ছিল ৩৫.৫ লক্ষ ঘনমিটার। পরবর্তীতে ২০০০-২০০৪ সালে ও ২০১৩-২০১৫ সালে আরও দুটি বৃহৎ ড্রেজিং প্রকল্প (২৮.০ লক্ষ ঘনমিটার ও ৩৪.০ লক্ষ ঘনমিটার) বাস্তবায়ন করা হয়। এই তিনটি প্রকল্পেই মোংলা বন্দর জেটি হতে গড়ে ১৩ কিমি ভাটি পর্যন্ত ড্রেজিং করা হয়। এ সময় চ্যানেলে ৫.৫-৬ মিটার এবং জেটির সামনে ৭.৫-৮ মিটার গভীরতায় ড্রেজিং করা হয়, যেন বন্দরের জেটিতে ৭-৭.৫ মিটার ড্রাফটের জাহাজ অনায়াসে ভিড়তে পারে।

পশুর নদ ইউনেস্কো ঘোষিত বিশ্ব ঐতিহ্য সুন্দরবন দ্বারা পরিবেষ্টিত হওয়ায় এই নদীর সকল ড্রেজিং কার্যক্রম যথাযথ 'পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ' করেই

হাতে নেয়া হয়। ড্রেজিংয়ের কোনো মাটি সুন্দরবনের মধ্যে না ফেলায় পশুর নদে ড্রেজিং এর ফলে সুন্দরবনের কোনো ক্ষতি হয় না। উপরন্তু ড্রেজিংয়ের ফলে নদী ও প্রকৃতির বিভিন্ন উপকার হয়ে থাকে, যেমন, নদীতে পানির প্রবাহ বৃদ্ধি পায়, লবণাক্ততা এবং নদীভাঙ্গন হ্রাস পায়।

বন্দরের প্রথম নিজস্ব ড্রেজার

২০১২ সালের আগে বন্দরের নিজস্ব কোনো ড্রেজার বহর ছিলো না। বন্দরের জরুরি সংরক্ষণ ড্রেজিংয়ের জন্য সে বছর একটি ও ২০১৬ সালে আরো একটি কাটার সাকশান ড্রেজার সরকারি অর্থায়নে কেনা হয়। কিন্তু ড্রেজার চালানোর জন্য প্রয়োজনীয় জনবল না থাকায় আপাতত ড্রেজার দুটি আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে পরিচালনা করা হচ্ছে।

বন্দর হতে প্রায় ১৩ কিমি উজানে পশুর নদতীরে রামপাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ করা হচ্ছে। এর কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহৃত কয়লা মোংলা বন্দরের মাধ্যমে আমদানি করে পশুর নদ দিয়েই বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জেটিতে পরিবহন করা হবে। বিদ্যুৎ কেন্দ্রে বছরে প্রায় ৪৫ লাখ টন কয়লা আমদানি করা হবে। কিন্তু মোংলা বন্দরের জেটি হতে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জেটি পর্যন্ত পশুর নদে কয়লাবাহী জাহাজ চলাচলের জন্য প্রয়োজনীয় নাব্যতা না থাকায় নতুন উদ্যোগ নিয়ে ২০১৮-২০১৯ সালে চ্যানেলের এই অংশেও ক্যাপিটাল ড্রেজিং করা হয়।

ইনার বার এবং আউটার বার

মোংলা বন্দরের বাল্ক মালামাল, যেমন, খাদ্যশস্য, সার, কয়লা, ইত্যাদি নিয়ে যেসব জাহাজ আসে তা দেশের বিভিন্ন স্থানে পরিবহনের কৌশলগত কারণে প্রথমে হারবাড়িয়া অ্যাংকরেজে অবস্থান নিয়েই মালামাল খালাস করে। হারবাড়িয়া অ্যাংকরেজ বন্দর জেটি হতে প্রায় ২২ কিমি ভাটি থেকে শুরু। বন্দর হতে হারবাড়িয়া অ্যাংকরেজ পর্যন্ত চ্যানেলের গভীরতা তুলনামূলক কম (মাত্র ৫-৬ মিটার) হওয়ায় এই এলাকাটি ইনার বার নামে পরিচিত।

সমুদ্র হতে প্রায় ২০ কিমি উজানে চ্যানেলের প্রবেশমুখে ২০০০ সালের পরে প্রায় ২০ কিমি এলাকা জুড়ে একটি অগভীর এলাকা সৃষ্টি হয়, যা আউটার বার নামে পারচিত। হারবাড়িয়া অ্যাংকরেজে ও তার দক্ষিণে অবস্থিত সুন্দরীকোটায় ৮-১০ মিটার ড্রাফটের প্রায় ১৮টি জাহাজ রাখা যায়। আউটার বারে কম গভীরতা (প্রায় ৬.৫ মিটার) থাকার কারণে ৮.৫ মিটারের অধিক ড্রাফটের জাহাজ এতদিন চ্যানেলে প্রবেশ করতে পারতো না। অথচ আউটার বারের পর হতে হারবাড়িয়া অ্যাংকরেজ পর্যন্ত চ্যানেলের প্রায় ৭০ কিমি এলাকায় নাব্যতার কোনো সমস্যা নেই।

২১ মার্চ ২০২১ নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহ্‌মুদ চৌধুরী, এমপি মোংলা বন্দর চ্যানেলের ইনার বারের ড্রেজিং কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন। এসময় নৌপরিবহন সচিব, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের উপ-মন্ত্রী, খুলনা সিটি কর্পোরেশনের মেয়র এবং মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যানসহ বন্দরের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

আউটার বারের নাব্যতা সমস্যা সমাধানের জন্য সরকারি অর্থায়নে ২০১৮-২০২০ সালে সেখানে প্রায় ১১৯ লাখ ঘনমিটার ড্রেজিং করে ন্যূনতম সাড়ে ৮ মিটার গভীরতার চ্যানেল সৃষ্টি করা হয়। ফলে বন্দরের অ্যাংকরেজ এলাকায় এখন স্বাভাবিক জোয়ারে অনায়াসে ৯.৫-১০ মিটার ড্রাফটের জাহাজ আসতে পারছে। আউটার বারে ড্রেজিং প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা অনুসারে, এই ড্রেজিংয়ের সুবাদে বন্দরে অতিরিক্ত ২৫০টি জাহাজ আসবে, যা হতে প্রায় ১৪৪ কোটি টাকা অতিরিক্ত আয় সম্ভব হবে। ড্রেজিংয়ের সুফল বন্দর ব্যবহারকারীগণ ইতোমধ্যেই পেতে শুরু করেছেন। অ্যাংকরেজ পর্যন্ত ৯.৫-১০ মিটার ড্রাফটের জাহাজ আসতে পারলেও ইনার বারে গভীরতা কম থাকার কারণে এসব জাহাজ বন্দরের জেটিতে আসতে পারছে না এখনও।

৯.৫-১০ মিটার ড্রাফটের জাহাজ আসার সুযোগ তৈরি

মোংলা বন্দরে আগত জাহাজের মধ্যে কন্টেনারবাহী জাহাজের সংখ্যা তুলনামূলক কম। বাংলাদেশে যেসব কন্টেনারবাহী জাহাজ আসে, পূর্ণ লোড অবস্থায় এগুলি প্রায় ৯.৫ মিটার ড্রাফটের হয়ে থাকে। ইনার বারের নাব্যতা সংকটের কারণে কন্টেনারবাহী ৯.৫ মিটার ড্রাফটের জাহাজ মোংলা বন্দরে সরাসরি প্রবেশ করতে পারে না। ফলে মালামাল আমদানির ক্ষেত্রে কন্টেনারবাহী জাহাজসমূহ প্রথমে চট্টগ্রাম বন্দরে কিছু কন্টেনার খালাস করে ড্রাফট কমিয়ে তারপর মোংলা বন্দরে আসে। একইভাবে মালামাল রপ্তানির সময় মোংলা বন্দর হতে কিছু কন্টেনার নিয়ে জাহাজ চট্টগ্রাম বন্দরে যায় এবং সেখান হতে পূর্ণ লোড করে বাইরের দেশে যায়। এতে মোংলা বন্দরে কন্টেনার পরিবহনের খরচ ও সময় বৃদ্ধি পায়। এ কারণে কন্টেনারাইজড মালামাল আমদানি-রপ্তানিতে ব্যবসায়ীগণ মোংলা বন্দর ব্যবহারে উৎসাহিত হন না।

মোংলা বন্দরের ব্যবহার কম হওয়ার কারণে দেশের এ অঞ্চলে শিল্পায়নও কম। দেশের রপ্তানি পণ্যের প্রায় ৯০ শতাংশ এবং আমদানি পণ্যের প্রায় ৩০ শতাংশ পরিবহন করা হয় কন্টেনারের মাধ্যমে। তাই মোংলা বন্দরের ব্যবহার বৃদ্ধি এবং দেশের দক্ষিণাঞ্চলের উন্নয়নের জন্য মোংলা বন্দরের জেটিতে ৯.৫-১০ মিটার ড্রাফটের জাহাজ আসার সুবিধা সৃষ্টি করা অপরিহার্য হয়ে ওঠে।

মোংলা বন্দর চ্যানেলের ইনার বারে ড্রেজিং

বিষয়টি অনুধাবন করে মোংলা বন্দরের জেটিতেও ৯.৫-১০ মিটার ড্রাফটের জাহাজ হ্যান্ডলিং করার জন্য হারবাড়িয়া অ্যাংকরেজ হতে বন্দর জেটি পর্যন্ত ড্রেজিং করার জন্য 'মোংলা বন্দর চ্যানেলের ইনার বারে ড্রেজিং' শীর্ষক প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। এ প্রকল্পে প্রায় ২৩ কিমি এলাকায় ৮.৫ মিটার গভীরতায় এবং জেটি সম্মুখে ১০.৫ মিটার সিডি গভীরতায় ড্রেজিং করা হবে। প্রকল্পে সম্ভাব্য মোট ড্রেজিংয়ের পরিমাণ দাঁড়াবে প্রায় ২ কোটি ১৬ লক্ষ ঘনমিটার। ড্রেজিংয়ের মাধ্যমে উত্তোলিত মাটির অধিকাংশ পশুর নদের তীরবর্তী বিভিন্ন নিচু

প্রকৌশল ও প্রযুক্তি

ইনার বারে ড্রেজিং প্রকল্পের যাবতীয় খননকাজ ৩টি বৃহদাকার কাটার সাকশান ড্রেজার ও ২টি ট্রেইলিং সাকশান হপার ড্রেজারের সমন্বয়ে করা হবে। ড্রেজিংয়ের পর বন্দরের জেটিতে অনায়াসে ৯.৫-১০ মিটার ড্রাফটের জাহাজ হ্যান্ডলিং করা যাবে

সমীক্ষায় দেখা গেছে, মোংলা বন্দরের মাধ্যমে ২০২৫ সালে ৫.৭৩ লক্ষ টিইউজ ও ২০৩০ সালে ৮.৫ লক্ষ টিইউজ কন্টেনার হ্যান্ডলিং করা হবে। একইভাবে ২০২৫ সালে ১৮০ লক্ষ টন ও ২০৩০ সালে ২৬৭ লক্ষ টন বাল্ক কার্গো হ্যান্ডলিং করা হবে

ইনার বারে ড্রেজিং প্রকল্পসহ মোংলা বন্দরের চলমান অন্যান্য প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে ২০২৫-২০৩০ সালের পর মোংলা বন্দর একটি আন্তর্জাতিক মানের বন্দরে পরিণত হবে

জমিতে এবং সামান্য অংশ নদীর কমগভীরতা সম্পন্ন ডুবোচরে জিওটিউব দ্বারা বেড়িবাধ নির্মাণ করে তন্মধ্যে ফেলা হবে।

আরো ১০০ জাহাজ, ২৪০ কোটি টাকা রাজস্ব

ইনার বারে ড্রেজিং প্রকল্পের যাবতীয় খননকাজ ৩টি বৃহদাকার কাটার সাকশান ড্রেজার ও ২টি ট্রেইলিং সাকশান হপার ড্রেজারের সমন্বয়ে করা হবে। ড্রেজিংয়ের পর বন্দরের জেটিতে অনায়াসে ৯.৫-১০ মিটার ড্রাফটের জাহাজ হ্যান্ডলিং করা যাবে। এই প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা অনুসারে ড্রেজিংয়ের পর বন্দরে প্রতি বছর অতিরিক্ত ১০০টি জাহাজ হ্যান্ডলিং করা হবে, যার মাধ্যমে বন্দর অতিরিক্ত ২৪০ কোটি টাকা রাজস্ব আয় করবে।

মোংলা বন্দর হতে রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র পর্যন্ত চ্যানেলে এবং আউটার বারে সমাপ্তকৃত ড্রেজিংয়ের সুফল ধরে রাখার জন্য নিয়মিত সংরক্ষণ ড্রেজিং করা প্রয়োজন। এছাড়া ইনার বারে চলমান ড্রেজিং সমাপ্ত হওয়ার পর সেখানেও সংরক্ষণ ড্রেজিং করা প্রয়োজন হবে। রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র পর্যন্ত চ্যানেলে এবং আউটার বারে এখনই সংরক্ষণ ড্রেজিং করার জন্য প্রকল্প প্রণয়ন করা হয়েছে। এছাড়া ইনার বার এলাকাসহ বন্দরে ভবিষ্যতে সংরক্ষণ ড্রেজিং করার জন্য দুটি ট্রেইলিং সাকশান হপার ড্রেজার ক্রয় করা হবে।

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমীক্ষা

খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ২০১৮ সালে সম্পাদিত সমীক্ষায় জানায়, পদ্মা সেতু চালু ও মোংলা পর্যন্ত রেললাইন নির্মাণ সমাপ্ত হওয়ার পর ঢাকা কেন্দ্রিক শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের আমদানি-রপ্তানির উল্লেখযোগ্য অংশ মোংলা বন্দরের মাধ্যমে সম্পাদিত হবে।

সমীক্ষায় দেখা গেছে, মোংলা বন্দরের মাধ্যমে ২০২৫ সালে ৫.৭৩ লক্ষ টিইউজ ও ২০৩০ সালে ৮.৫ লক্ষ টিইউজ কন্টেনার হ্যান্ডলিং করা হবে। একইভাবে ২০২৫ সালে ১৮০ লক্ষ টন ও ২০৩০ সালে ২৬৭ লক্ষ টন বাল্ক কার্গো হ্যান্ডলিং করা হবে। এই মালামালসমূহ পরিবহণের জন্য মোংলা বন্দরে ২০২৫ সালে ২২৮৬টি এবং ২০৩০ সালে ৩৩৮৫টি জাহাজ আসবে। এই জাহাজসমূহের আগমন-নির্গমন করার জন্য চ্যানেলের নাব্যতা মূখ্য ভূমিকা পালন করবে। এ কারণে ২০২৫ সালের মধ্যে মোংলা বন্দর চ্যানেলকে আন্তর্জাতিক মানের চ্যানেলে উন্নীত করা অপরিহার্য।

আন্তর্জাতিক মানের বন্দর

ইনার বারে ড্রেজিং প্রকল্পসহ মোংলা বন্দরের চলমান অন্যান্য প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে ২০২৫-২০৩০ সালের পর মোংলা বন্দর একটি আন্তর্জাতিক মানের বন্দরে পরিণত হবে বলে আশা করা যায়। তখন মোংলা বন্দর এতদাঞ্চল তথা দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে আরো বেশি কার্যকর ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

শেখ শওকত আলী
চিফ ইঞ্জিনিয়ার (সিভিল অ্যান্ড হাইড্রোলিক্স)
মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ

১৯৫৪ সালে মোংলা বন্দরের কার্যক্রম শুরু হয় চালনায় চালনা অ্যাংকরেজে। কিন্তু নাব্যতা সংকটের কারণে সেখানে গভীর ড্রাফটের জাহাজ ভেড়ানো সম্ভব হচ্ছিল না। এ কারণে ১৯৫৪ সালে সেখান থেকে বন্দরটি সরিয়ে আনা হয় তার বর্তমান অবস্থানে

১৯৮০ থেকে ২০০৪ সালের মধ্যে বেশ কয়েকবার ক্যাপিটাল এবং সংরক্ষণ ড্রেজিং কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে এখানে। যদিও পশুর নদে অতিমাত্রায় এবং দ্রুতগতি পলিসঞ্চয়ের কারণে এসব ড্রেজিংয়ের সুফল ধরে রাখা সম্ভব হয়নি

জাহাজ চলাচলে বিঘ্ন
পশুর চ্যানেলে পলি জমার অনন্য ধরন

- লেফটেন্যান্ট কমান্ডার এম ওবাইদুর রহমান

১৯৫৪ সাল পর্যন্ত বন্দর সচল ছিল চালনায়, চালনা অ্যাংকরেজে। কিন্তু নাব্যতা সংকটের কারণে সেখানে গভীর ড্রাফটের জাহাজ ভেড়ানো সম্ভব হচ্ছিল না। এ কারণে সে বছরই সেখান থেকে বন্দরটি সরিয়ে আনা হয় তার বর্তমান অবস্থানে। ১৯৭৫ সালের পর থেকে বন্দর এলাকার গভীরতা ক্রমশ কমতে থাকায় ড্রেজিংয়ের মাধ্যমে নাব্যতা ধরে রাখা বন্দরের নিয়মিত কার্যক্রমের একটি অংশ হয়ে দাঁড়ায়।

পশুর চ্যানেলের নাব্যতা ধরে রাখার লক্ষ্যে ১৯৮০ থেকে ২০০৪ সালের মধ্যে বেশ কয়েকবার ক্যাপিটাল এবং সংরক্ষণ ড্রেজিং কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে এখানে। যদিও পশুর নদে অতিমাত্রায় এবং দ্রুতগতি পলিসঞ্চয়ের কারণে এসব ড্রেজিংয়ের সুফল ধরে রাখা সম্ভব হয়নি।

পলিজমা ও তার প্রাথমিক উৎসসমূহ

পলিজমা একপ্রকার পানিদূষণ। এটি শিলা বা পাথরের বিচূর্ণ বস্তুকণা। এতে কাদা বা পলির ভাগ বেশি থাকে। পলিজমা কথাটি দিয়ে পানির অভ্যন্তরে ভাসমান পলির অতিরিক্ত ঘনীভবন কিংবা সূক্ষ্ম পলিকণার (স্থায়ী কিংবা অস্থায়ী) অতিরিক্ত সঞ্চিতি, দুটি বিষয়ই বোঝানো হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভূমিক্ষয় এবং পলি ছড়ানোর মাধ্যমেই পলি জমার ঘটনাটি ঘটে থাকে।

গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনার (জিএমবি ব্যবস্থা) নিম্ন অববাহিকায় গড়াই নদীর শাখানদী পশুর নদই মেঘনা ব্যবস্থার পর এতদাঞ্চলের তৃতীয় বৃহত্তম নদ। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে মিষ্টি পানির প্রধান উৎস গঙ্গা থেকে উৎসারিত গড়াই নদী।

গড়াইয়ের নিম্নধারায় প্রবাহিত পশুর নদের পানি পতিত হয় বঙ্গোপসাগরে। জিএমবি ব্যবস্থায় প্রতি বছরে পরিবাহিত পলির (মূলত বালি এবং পলি দিয়ে গঠিত) পরিমাণ এক বিলিয়ন টন। এর একটা বড় অংশ পরিবাহিত হয় পশুর নদের মাধ্যমে।

মনে প্রশ্ন উঠতে পারে, এই যে বিপুল পরিমাণ পলি এই পশুর নদের ধারায় পরিবাহিত হয়, শেষ পর্যন্ত

চ্যানেলের একটি বড় ক্ষতি ঘটে ১৯৬৬ থেকে ১৯৭৪ পর্যন্ত পরিচালিত এমপোল্ডারমেন্ট কার্যক্রমে। বস্তুত ১৯৫৯ সাল থেকেই শিবসা এবং পশুর নদের অধিকাংশ অঞ্চলে স্রোতধারা এবং পানিবণ্টন কমে আসে।

আকরাম পয়েন্ট থেকে হারবাড়িয়া অ্যাংকরেজের পথে চ্যানেলের গভীরতা ১০-২০ মিটারের মধ্যে বিভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন।

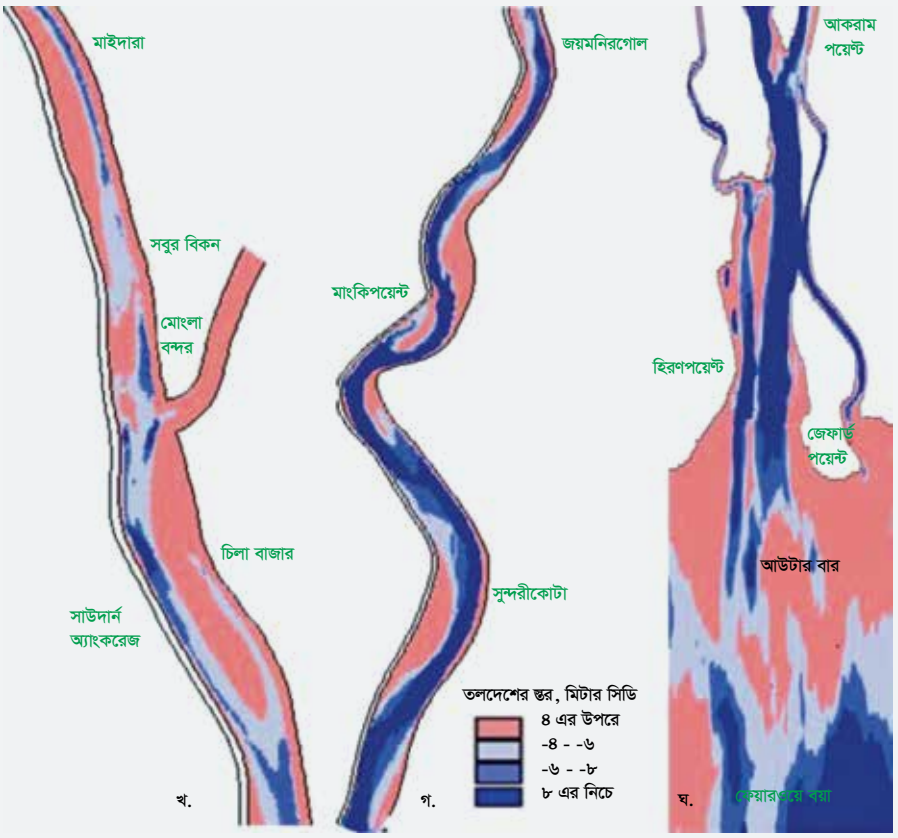

মাইদারা থেকে ফেয়ারওয়ে পর্যন্ত পশুর চ্যানেলের নাব্যতার অবস্থা

সূত্র: ইনার বার ড্রেজিংয়ের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদন

কোন দেশে ঠাঁই মেলে তাদের? জিএমবি ব্যবস্থার দক্ষিণ প্রান্তে সোয়াচ-অব-নো-গ্রাউন্ড বলে গহীন উপত্যকার মতো একটা জায়গা আছে বঙ্গোপসাগরের তলদেশে। পানির গতিবিধি থেকে বোঝা যায়, এই বিপুল পরিমাণ পলি জিএমবি ব্যবস্থায় পরিবাহিত হয়ে সোয়াচ-অব-নো-গ্রাউন্ডের মধ্য দিয়ে পৌঁছে যায় বঙ্গোপসাগরের গভীর সমুদ্র অঞ্চলে।

পলি জমার কারণ

পশুর অববাহিকায় বাঁধ নির্মাণ, মোংলা বন্দরের জেটির কার্যক্রম, ড্রেজিং এবং উত্তোলিত সামগ্রী স্থানান্তর, মৎসচাষ ইত্যাদি সবকিছুতেই প্রভাবিত হয় পশুর চ্যানেলের পানিপ্রবাহ। চ্যানেলের একটি বড় ক্ষতি ঘটে ১৯৬৬ থেকে ১৯৭৪ পর্যন্ত পরিচালিত এমপোল্ডারমেন্ট কার্যক্রমে। বস্তুত ১৯৫৯ সাল থেকেই শিবসা এবং পশুর নদের অধিকাংশ অঞ্চলে স্রোতধারা এবং পানিবণ্টন কমে আসে। পশুরের পানি প্রবাহ কমে যাওয়ার কারণ আরেকটি কারণ, ফারাক্কা বাঁধের মাধ্যমে পদ্মা থেকে পানি প্রত্যাহার করে নেয়া। নদীব্যবস্থায় স্বাদু পানির স্বল্পতার পরিণতিতে বেড়ে গেছে লবণের উপস্থিতি। এই লবণাক্ততার কারণে ঘনীভবন প্রক্রিয়ায় পলি জমার পরিমাণও বেড়ে যাচ্ছে নদীর মোহনায়। উপরন্তু পলিসঞ্চিতির সংকট আরো ঘনীভূত করছে পশুর চ্যানেলে বিভিন্ন নৌযানের ধ্বংসাবশেষ এবং নদের দুই তীরে অব্যাহত পোল্ডার নির্মাণকাজ।

বন্দর অঞ্চলে পলি জমার অনন্য বৈশিষ্ট্য

চালনা থেকে ফেয়ারওয়ে অবধি ১৪৪ কিলোমিটার দীর্ঘ নৌ-চ্যানেল রয়েছে মোংলা বন্দরের। দীর্ঘ এই নৌখাতের বিভিন্ন অবস্থানে খাতের গভীরতার ভিন্নতা তার ব্যাথিমেট্রিক চার্টে সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত। পানির গভীরতা পরিবর্তনের হার কোথাও কম, কোথাও বেশি। চার্টে দেখা যাচ্ছে, (২০০৫-২০২১ ব্যাথিমেট্রি চার্ট) চালনা থেকে চিল্লাবাজার (চাচেনগঞ্জ) পর্যন্ত গভীরতা-সংকটের কারণে জাহাজগুলোকে অতিসতর্কতার সাথে পথ চলতে হয়।

ফেয়ারওয়ে বয়াগুলোতে ২০-২৫ মিটার গভীর পানি সহজেই মেলে। কিন্তু আউটার বারের বাধার দরুন জাহাজ যতই বন্দর চ্যানেলে ঢুকতে থাকে, ততই কমে আসতে থাকে এই গভীরতা। ব্যাথিমেট্রি চার্টে সুস্পষ্টভাবে (আউটার বার সেকশন-১ এবং ২ নামে) দুটি ধূসর এলাকা চিহ্নিত রয়েছে, অতিরিক্ত পলির কারণে যারা গভীর ড্রাফটের জাহাজগুলির চ্যানেলে প্রবেশে বাধা হিসেবে কাজ করে।

আকরাম পয়েন্ট থেকে হারবাড়িয়া অ্যাংকরেজের পথে চ্যানেলের গভীরতা ১০-২০ মিটারের মধ্যে বিভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন। চ্যানেলের আরো গভীরে প্রবেশ করলে দেখা যাবে, হারবাড়িয়া থেকে বন্দরের জেটি পর্যন্ত ৫ মিটার থেকে সাড়ে ৭ মিটারের মধ্যে নেমে এসেছে নদীখাতের গভীরতা। দিঘরাজ বা মাইদারা অঞ্চল পর্যন্ত অব্যাহত রয়েছে এই প্রবণতা। বিগত দুই দশকে স্বল্পতম গভীরতার পানি দেখা গেছে রামপাল অঞ্চলে, মাত্র ২ থেকে ৩ মিটার।

পশুর চ্যানেলে পলিসঞ্চিতি এবং পলি জমার হারের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। নদীর তলদেশের পলি হয় সূক্ষ্ম বালুকণাসহ ধূসরবর্ণ কাদামিশ্রিত পলি। বিভিন্ন অবস্থানে পলিসঞ্চিতির হারও বিভিন্ন হয়ে থাকে। বর্ষা মৌসুম এবং উজানের পানিপ্রবাহের ওপরও নির্ভরশীল এটি। বছরের ভিন্ন ভিন্ন সময়ে এতে বড় ধরনের পরিমাণগত তারতম্যও পরিলক্ষিত হয়।

মৌসুমভেদে এ হিসাব নিচে তুলে ধরা হলো-

বর্ষাপূর্ব মৌসুম: ৬১ দিন (এপ্রিল+মে)

বর্ষা/আর্দ্র মৌসুম: ১২২ দিন
(জুন+জুলাই+আগস্ট+সেপ্টেম্বর)

বর্ষা-উত্তর মৌসুম: ৬১ দিন (অক্টোবর+নভেম্বর)

শুষ্ক মৌসুম: ১২১ দিন
(ডিসেম্বর+জানুয়ারি+ফেব্রুয়ারি+মার্চ)

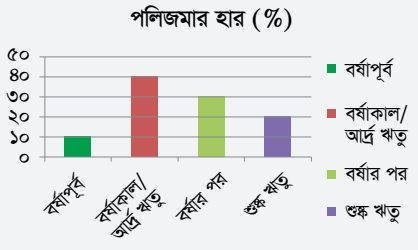

পশুর চ্যানেলের বিভিন্ন মৌসুমে তুলনামূলক পলির হার
সূত্র: ইনার বার ড্রেজিংয়ের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদন

ইনার বার ড্রেজিং এলাকার বিভিন্ন পয়েন্টে ব্যাথিমেট্রি চার্ট (২০১৪-২০২১) পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে নিয়মিত পলিসঞ্চিতি হারের বার-চার্ট প্রণীত হয়। বর্ষাপূর্ব মৌসুমে নিস্তেজ প্রকৃতির হয়ে থাকে উজান থেকে সাগরমুখী প্রবাহ। ফলে তখন পলির সঞ্চয় ঘটে কম। বর্ষা মৌসুমে উজানের ঢল নেমে আসায় পলির পরিমাণ বেশি থাকে। ৭-৮ ঘন্টা থাকে ভাটার টান, জোয়ারের স্রোত হয় আরো দীর্ঘস্থায়ী।

পলিজমার হার (মি/বছর) (সর্বোচ্চ)

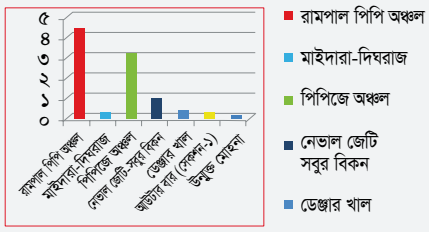

পশুর চ্যানেলের বিভিন্ন স্থানে তুলনামূলক পলির হার
সূত্র: ইনার বার ড্রেজিংয়ের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদন

বর্ষণ-উত্তর সময়ে (অক্টোবর-নভেম্বর) ভাটার টান শক্তিশালী হয় এবং বর্ষাকালের মতো না হলেও বেশির দিকেই থাকে পলি জমার হার। অন্যদিকে শুষ্ক মৌসুমে (ডিসেম্বর-মার্চ) বন্যার পানির জোর দেখা যায়। সাগরমুখী স্রোতে উজানবাহী স্রোতের মতো না হলেও বস্তুকণা ও ভাসমান পলি জমা হয়। শীতকালে হয়তো মনে হতে পারে পলি বেশি করে জমা হচ্ছে, যদিও প্রকৃত সত্য ভিন্ন। শীতকালে স্রোতের স্তর কমতে কমতে চলে যায় প্রায় চার্ট ডেটাম (সিডি) এর কাছাকাছি, কখনো কখনো বা তারও নিচে।

বন্দর কার্যক্রমে বিঘ্ন এবং উত্তরণের পথ

দিনকে দিন বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলীয় অর্থনীতির প্রাণকেন্দ্র হয়ে উঠছে মোংলা বন্দর। ইতোমধ্যেই তার সক্ষমতা এবং সামর্থ্য বেড়েছে বহুগুণ। ইয়ার্ডের আয়তন, বন্দরে কার্গো হ্যান্ডলিং সরঞ্জাম, নিরাপত্তা, আমদানি-রপ্তানি প্রক্রিয়ার ডিজিটাইজেশন, মালামাল বোঝাই-খালাসে কম সময়, নির্মাণাধীন চারটি জেটি এবং মোংলা বন্দরের মহাপরিকল্পনায় সুস্পষ্ট ফুটে উঠছে এর দূরদর্শী চিত্রটি। বহুমাত্রিক পথে এর ক্ষমতা ও সামর্থ্য আরো বাড়িয়ে দিয়েছে পদ্মা সেতু, খুলনা মোংলা রেলওয়ে সংযোগ এবং চার লেনের সড়কের প্রশস্তীকরণ। এই সকল তৎপরতা এবং সুবিধাদির প্রধান লক্ষ্য পশুর নৌপথটিকে সচল রাখা। বর্তমানে আউটার বারের ধূসর এলাকায় গভীরতা (সেকশন-১ ও ২) ৮ সিডি মিটারে থাকলে তখন সাড়ে ৯ মিটার ড্রাফটের জাহাজ হারবাড়িয়া অবধি আসতে পারবে। জেটির সম্মুখে ড্রেজিং করা থাকলে জেটির বরাবর দাঁড়িয়েই কার্গো খালাস করে থাকে ৭-৮ মিটার ড্রাফটের জাহাজগুলো।

ফলে একই সূত্র ধরে কমে যায় বন্দরের আয়। সুতরাং আয় বাড়াতে চাইলে জেটিতে গভীর ড্রাফটের জাহাজ ভেড়ানোর ব্যবস্থা করা ভিন্ন কোনো বিকল্প নেই।

এ মুহূর্তে স্বল্প মেয়াদে মোংলা বন্দরকে সচল রাখার একমাত্র পথ ড্রেজিং সচল রাখা। আগামী দিনের চাহিদা মেটাতে হলে বিপুল পরিমাণ ড্রেজিংয়ের কাজ হাতে নিতে হবে আমাদের। ড্রেজিং প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রধান চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াবে উত্তোলিত সামগ্রীর ব্যবস্থাপনা। দীর্ঘ মেয়াদী সমাধান চাইলে গাণিতিক মডেল এবং কেস স্টাডির মাধ্যমে পলির গতিবিধির ধরন এবং নদীখাতে এর প্রভাবের মূল্যায়ন আবশ্যক।

শেষ কথা

দেশের অভ্যন্তরীণ সমগ্র অঞ্চলের পাশাপাশি প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গেও বহুমাত্রিক পথে সংযুক্ত রয়েছে মোংলা বন্দর। বিরাজমান সমস্যাগুলির উত্তরণ ঘটাতে পারলে বন্দরটি ব্যবসা-বাণিজ্যের আঞ্চলিক প্রাণকেন্দ্র হয়ে উঠতে সক্ষম। লং চ্যানেলে নাব্যতায় কিছু ধূসর এলাকা রয়েছে। ড্রেজিং কিংবা অন্য যে কোনো পন্থায় যদি চ্যানেলে একটি নির্দিষ্ট গভীরতা বজায় রাখা সম্ভব হয়, সেক্ষেত্রে অনায়াসে বাংলাদেশের অন্যতম অর্থনৈতিক প্রাণকেন্দ্র হয়ে উঠবে মোংলা বন্দর। এক্ষেত্রে সুগম নাব্যতায় সবচেয়ে বড় বাধা হচ্ছে তার অভিনব পলিসঞ্চিতি। এ কারণে স্বল্প মেয়াদী লক্ষ্যে মোংলা বন্দরে শ্বাস-প্রশ্বাস সচল রাখতে সংরক্ষণ ড্রেজিং প্রকল্পই সর্বশ্রেষ্ঠ বিকল্প। বিশ্বের অনেক দেশে বন্দর এলাকা এবং নৌচ্যানেলে নিয়মিত ড্রেজিং করা হয়। যদিও এটি নিতান্ত ব্যয়সাধ্য। এ কারণেই আমাদের নজর নিবদ্ধ রাখতে হবে দীর্ঘমেয়াদী সমাধানের দিকে।

লেফটেন্যান্ট কমান্ডার এম ওবাইদুর রহমান, (এইচ৩), বিএন
প্রধান হাইড্রোগ্রাফার, মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ

পশুর চ্যানেলের নাব্যতা ধরে রাখার লক্ষ্যে নিয়মিত ক্যাপিটাল এবং সংরক্ষণ ড্রেজিং কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ

স্বদেশ সমাচার

পায়রা সমুদ্রবন্দরের পণ্য পরিবহনের জন্য আন্ধারমানিক নদীর ওপর ৭৪০ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত হবে ১ হাজার ১৮০ মিটার দীর্ঘ সেতু।

গত ৭ নভেম্বর গণভবন থেকে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের অনুষ্ঠানে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে যুক্ত হয়ে একসঙ্গে ১০০টি সড়ক সেতু উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

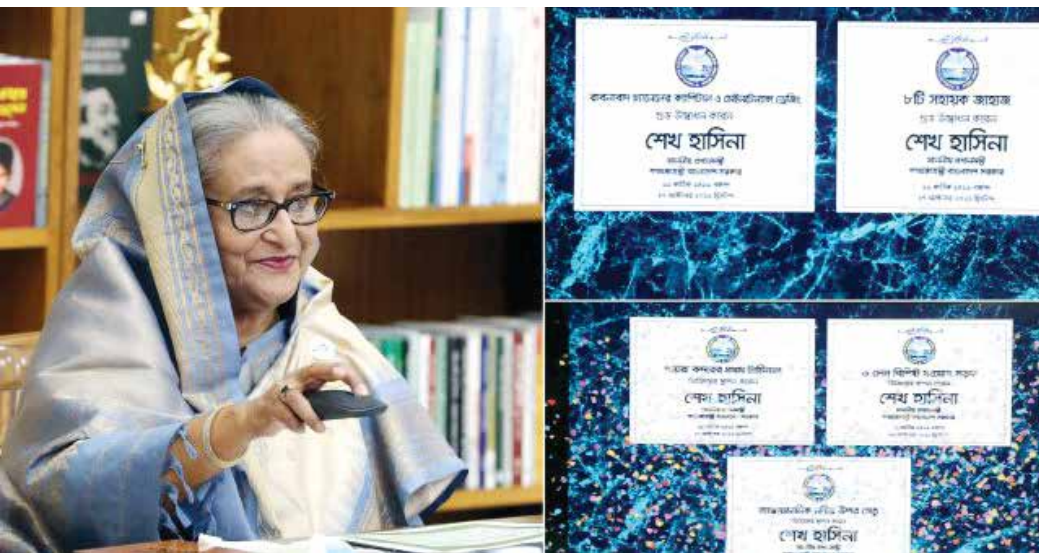

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পায়রা সমুদ্রবন্দরের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন

পায়রা বন্দরের উন্নয়ন প্রকল্প উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী

গত ২৭ অক্টোবর পায়রা সমুদ্রবন্দরের ১১ হাজার ৭২ কোটি টাকার বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। প্রকল্পের মধ্যে রয়েছে বন্দরের ক্যাপিটাল ড্রেজিং, আটটি জাহাজের উদ্বোধন, প্রথম টার্মিনাল এবং ছয় লেনের সংযোগ সড়ক ও একটি সেতু। পায়রা সমুদ্রবন্দর কর্তৃপক্ষ এ সব প্রকল্প বাস্তবায়ন করবে।

সমুদ্রবন্দরের রাবনাবাদ চ্যানেলের ক্যাপিটাল ড্রেজিংয়ে একটি ৭৫ কিলোমিটার দীর্ঘ, ১০০-১২৫ মিটার-চওড়া এবং ১০ দশমিক ৫ মিটার-গভীর চ্যানেল তৈরি হবে, যা বন্দরে ৪০ হাজার টন কার্গো বা ৩ হাজারটি কনটেইনার বোঝাই জাহাজ ডক করার ক্ষমতা থাকবে। ক্যাপিটাল ড্রেজিং চ্যানেলে আনুমানিক ৪ হাজার ৯৫০ কোটি টাকা খরচ হবে এবং বেলজিয়াম ভিত্তিক ড্রেজিং কোম্পানি-জান ডি নুল ড্রেজিংয়ের কাজ করবে।

পায়রা সমুদ্রবন্দরের পণ্য পরিবহনের জন্য আন্ধারমানিক নদীর ওপর ৭৪০ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত হবে ১ হাজার ১৮০ মিটার দীর্ঘ সেতু। ২০১৩ সালের ১৯ নভেম্বর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পায়রা সমুদ্রবন্দর উদ্বোধন করেন। বন্দরে এখন পর্যন্ত ২৬০টি সমুদ্রগামী জাহাজ এসেছে, যার মাধ্যমে প্রায় ৫৪৮ কোটি টাকা রাজস্ব আয় হয়েছে।

১০০ সেতু উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী

একসঙ্গে ১০০টি সড়ক সেতু উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। গত ৭ নভেম্বর বেলা সাড়ে ১০টার দিকে গণভবন থেকে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের অনুষ্ঠানে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে যুক্ত হয়ে নবনির্মিত সেতুগুলো উদ্বোধন করেন তিনি।

এ সময় দেশের উন্নয়নে সেতুগুলোর প্রভাব তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী। এ সব উদ্যোগ পাশে থাকার জন্য সংশ্লিষ্টদের ধন্যবাদ জানান সরকারপ্রধান। একসঙ্গে ১০০টি সেতু নির্মাণকে একটি ঐতিহাসিক ঘটনা বলে উল্লেখ করেন শেখ হাসিনা। এ সময় প্রতিটি সেতুর নাম পড়ে শোনান তিনি।

৮৭৯ কোটি ৬২ লাখ টাকা ব্যয়ে এ সেতুগুলো নির্মিত হয়েছে। এর মধ্যে চট্টগ্রাম বিভাগে ৪৫টি, সিলেট বিভাগে ১৭টি, বরিশাল বিভাগে ১৪টি, ময়মনসিংহে ছয়টি, গোপালগঞ্জ, রাজশাহী ও রংপুরে পাঁচটি করে, ঢাকায় দুটি ও কুমিল্লায় একটি রয়েছে।

বাংলাদেশ-ভুটান বাণিজ্য চুক্তি এক নতুন যুগের সূচনা: বাণিজ্যমন্ত্রী

বাংলাদেশ-ভুটান বাণিজ্য চুক্তি সইয়ের ফলে উভয় দেশের নতুন যুগের সূচনা হয়েছে উল্লেখ করে বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি বলেছেন, ভুটানসহ প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে আকাশপথে যোগাযোগ স্থাপন করতে দেশের সৈয়দপুর বিমানবন্দরকে আঞ্চলিক বিমানবন্দর হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। এর প্রয়োজনীয় উন্নয়ন কাজ হাতে নেয়া হয়েছে। তৃতীয় দেশের মধ্য দিয়ে ভুটানের সঙ্গে সড়ক যোগাযোগ চালুর ফলে উভয় দেশের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য বাড়বে এবং পর্যটনখাতে ব্যাপক আগ্রহ সৃষ্টি হবে।

ভুটানের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সচিব দেব দাশো কর্মা শেরিনের নেতৃত্বে ৯ সদস্যের প্রতিনিধি দল গত ১৫ সেপ্টেম্বর সচিবালয়ে বাণিজ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলে বাণিজ্যমন্ত্রী এসব কথা বলেন। বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, সৈয়দপুর আঞ্চলিক বিমানবন্দর এবং বাংলাবান্ধা ও বুড়িমারি স্থলবন্দর দিয়ে বাণিজ্য ও যোগাযোগ বৃদ্ধি পাবে।

ঢাকায় ১৩-১৪ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ-ভুটান সচিব পর্যায়ের অষ্টম সভা অনুষ্ঠিত হয়। দুই দেশের সচিব পর্যায়ের নবম সভা ভুটানে অনুষ্ঠিত হবে।

মাতারবাড়িতে পেট্রোকেমিক্যাল হাব নির্মাণে জাইকাকে পাশে চান ব্যবসায়ীরা

দেশে প্লাস্টিক শিল্পের ব্যাপক সম্ভাবনা থাকলেও কোনো পেট্রোকেমিক্যাল হাব নেই। দেশের শিল্পোন্নয়ন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সচল রাখতে পেট্রোকেমিকাল হাব নির্মাণ অত্যন্ত জরুরি। এক্ষেত্রে জাইকাকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন এফবিসিসিআই সভাপতি মো. জসিম উদ্দিন। পাশাপাশি টেকসই জ্বালানিখাতে উন্নয়ন প্রকল্প হাতে নেয়ারও আহ্বান জানান তিনি।

গত ১৩ অক্টোবর এফবিসিসিআই কার্যালয়ে মাতারবাড়ি-মহেশখালি প্রকল্প বাস্তবায়ন নিয়ে জাপানি উন্নয়ন সংস্থা জাইকার কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় এ আহ্বান জানান তিনি।

বেসরকারি খাতকে সংযুক্ত করে মাতারবাড়ি-মহেশখালি প্রকল্প সফল করার ব্যাপারে আশাবাদ ব্যক্ত করেন জাইকার প্রধান কার্যালয়ের ডেপুটি ডিরেক্টর আসাকাওয়া ইউকা। এছাড়া এফবিসিসিআইয়ের ইনোভেশন ও রিসার্চ সেন্টার প্রতিষ্ঠায় জাইকার সহায়তা চান এফবিসিসিআই পরিচালক ও মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির সভাপতি মো. সাইফুল ইসলাম।

বাণিজ্যমন্ত্রী

২০২৬ সালের মধ্যে ১০০ বিলিয়ন ডলার রপ্তানির টার্গেট সরকারের

সরকার ২০২৪ সাল নাগাদ ৮০ বিলিয়ন এবং ২০২৬ সাল নাগাদ একশ বিলিয়ন ডলারের পণ্য রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে বলে জানিয়েছেন বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি। তিনি বলেন, এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য সরকার পণ্য ও বাজার বহুমুখীকরণের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

গত ১৭ সেপ্টেম্বর জাতীয় প্রেসক্লাবে বিদেশি গণমাধ্যমে কর্মরত সাংবাদিকদের সংগঠন ওভারসিজ করেসপনডেন্ট অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ওকাব) আয়োজিত মিট দ্য ওকাব অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন।

টিপু মুনশি বলেন, চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য, পাট, কৃষিজাত পণ্যসহ আরও কিছু পণ্য রপ্তানির

বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে এবং সেটার প্রতি সরকার বিশেষ নজর দিচ্ছে।

এনবিআর সমীক্ষা

বন্দরে পণ্য খালাসে সময় কমাতে প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়াতে হবে

দেশের প্রধান বন্দরগুলো থেকে আমদানি পণ্য খালাসের সময় কমিয়ে আনতে আধুনিক যন্ত্রপাতি সংযোজন ও সর্বাধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানোর পরামর্শ দেয়া হয়েছে এনবিআরের এক সমীক্ষা প্রতিবেদনে। জাতীয় রাজস্ব বার্ড (এনবিআর) পরিচালিত 'টাইম রিলিজ স্টাডি ২০২২' শীর্ষক এ সমীক্ষা সেপ্টেম্বরের শুরুতে প্রকাশ করা হয়।

এনবিআর চেয়ারম্যান আবু হেনা মু. রহমাতুল মুনিমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামালের বক্তব্যের ভিডিও রেকর্ড শোনানো হয়। এতে বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. মোস্তফা কামাল এবং বাংলাদেশে নিযুক্ত সুইজারল্যান্ডের চার্জ দ্য অফেয়ার্স সুজানি ম্যুলার।

এনবিআর সমীক্ষায় বলা হয়, চট্টগ্রাম বন্দরে পণ্য খালাসের সময় কমিয়ে আনতে কাস্টম সেবার ধাপ কমিয়ে আনার পাশাপাশি সকল ডকুমেন্ট অনলাইনে দাখিল ও অনলাইনে কার্যক্রম পরিচালনা করলে অধিক সুবিধা পাওয়া যাবে।

ব্রিটেনে রপ্তানি হলো বাংলাদেশের তৈরি আরেকটি কন্টেনার জাহাজ

বাংলাদেশের শীর্ষ জাহাজ নির্মাতা আনন্দ শিপইয়ার্ডের তৈরি আরও একটি পণ্যবাহী কন্টেনার জাহাজ যুক্তরাজ্যে রপ্তানি করা হলো। ৬ হাজার ১০০ টন ধারণক্ষমতার জাহাজটি কিনেছে এনজিয়ান শিপিং নামে একটি ব্রিটিশ কোম্পানি। জাহাজটি রপ্তানি করে এক বিলিয়ন ডলার বৈদেশিক মুদ্রা আয় করল বাংলাদেশ।

গত সেপ্টেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে রাজধানীর ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে আনুষ্ঠানিকভাবে জাহাজ হস্তান্তর প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়। অনুষ্ঠানে নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বলেন, বাংলাদেশ আজ অত্যাধুনিক মাল্টিপারপাজ কন্টেনার জাহাজ যুক্তরাজ্যে রপ্তানি করলো। এটা আমাদের গর্বের দিন।

আনন্দ শিপইয়ার্ডে তৈরি জাহাজটি লম্বায় ৩৬৪ ফুট, প্রস্থে ৫৪ ফুট ও গভীরতায় ২৭ ফুট। এর ইঞ্জিনের ক্ষমতা ৪১৩০ অশ্বশক্তি, গতি সাড়ে ১২ নটিক্যাল মাইল ও ধারণ ক্ষমতা ৬১০০ টন। জাহাজটি কন্টেনার, ভারী স্টিলের কয়েল, খাদ্যশস্য, কাঠসহ বিপজ্জনক মালামাল বহন করতে পারে। বাল্টিক সমুদ্রে সম্পূর্ণ বরফ আচ্ছাদিত অবস্থায় ৪ ফুট গভীর বরফ কেটেও স্বচ্ছন্দে চলতে পারবে এ জাহাজ।

আনন্দ শিপইয়ার্ডের চেয়ারম্যান ড. আব্দুল্লাহ বারী বলেন, আনন্দ শিপইয়ার্ড ৩০ বছরের বেশি সময় ধরে সোনারগাঁওয়ের মেঘনাঘাটে আর্ন্তজাতিক মানের জাহাজ নির্মাণ করছে। ইয়ার্ডের বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা প্রায় ৩০ হাজার টন। তারা এখন পর্যন্ত ৩৫৬টি জলযান নির্মাণ করে দেশি-বিদেশি ক্রেতাদের নিকট সরবরাহ করেছে।

বাংলাদেশ ইইউভুক্ত দেশে রপ্তানি আরো ১৮ বিলিয়ন ডলার বাড়াতে পারে

বাংলাদেশ ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) ২৭টি দেশে ২৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার রপ্তানি করছে। উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পেলে এবং পণ্যের বহুমুখীকরণের মাধ্যমে এ রপ্তানির পরিমাণ আরও ১৮ বিলিয়ন ডলার বাড়ানো যেতে পারে।

ফ্রেডরিখ-অ্যাবার্ট-স্টিফটাং (এফইএস) বাংলাদেশের সহযোগিতায় রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি ইন্টিগ্রেশন ফর ডেভেলপমেন্ট (র‍্যাপিড) 'স্ট্রেংদেনিং বাংলাদেশ-ইইউ ট্রেড অ্যান্ড ইকোনমিক কোঅপারেশন: ইস্যুজ অ্যান্ড পলিসি প্রায়োরিটিজ' শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদনে এ দাবি করা হয়েছে। সমীক্ষার ফলাফল প্রকাশ উপলক্ষ্যে ২৭ অক্টোবর আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সচিব শরিফা খান। এছাড়া সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশে নিযুক্ত ইইউ রাষ্ট্রদূত ও প্রতিনিধিদলের প্রধান চার্লস হোয়াইটলি। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন র‍্যাপিডের চেয়ারম্যান আবদুর রাজ্জাক।

বিশ্বের শীর্ষে!

আরও তিন স্বীকৃতিতে দেশে 'সবুজ কারখানা' এখন ১৭৬টি

বাংলাদেশের আরও তিনটি পোশাক কারখানা আন্তর্জাতিক স্বীকৃত লিডারশিপ ইন এনার্জি অ্যান্ড এনভারনমেন্টাল ডিজাইন (লিড) প্লাটিনাম রেটিংয়ে সবুজ কারখানার স্বীকৃতি পেল। অক্টোবর মাসে নতুন সনদ পাওয়া এ তিন প্রতিষ্ঠান হচ্ছে, গাজীপুরের সি এ নিটওয়্যার লিমিটেড, সিলকন সুয়িং লিমিটেড এবং ময়মনসিংয়ের সুলতানা সোয়েটার্স লিমিটেড। এর মধ্য দিয়ে দেশে এখন সবুজ কারখানার সংখ্যা দাঁড়াল ১৭৬।

এ ব্যাপারে বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুত ও রপ্তানিকারক সমিতির (বিজিএমইএ) পরিচালক মহিউদ্দিন রুবেল বলেন, সবুজ পোশাক কারখানার সংখ্যায় বাংলাদেশ

সংবাদ কণিকা

- এইচএসবিসি গবেষণামতে, বাংলাদেশ ২০৩০ সাল নাগাদ মাথাপিছু প্রতিদিন ২০ ডলারের বেশি আয়ের সুবাদে যুক্তরাজ্য ও জার্মানিকে পেছনে ফেলে বিশ্বের নবম বৃহত্তম ভোক্তা বাজার হবে।

- বাংলাদেশি কোম্পানি মেসার্স প্যাসিফিক অ্যাটায়ারস লিমিটেড চট্টগ্রাম রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকায় একটি বিশ্বমানের পোশাক কারখানা স্থাপনে ৩২ মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করবে, যেখানে ৫ হাজার নাগরিকের কর্মসংস্থান ঘটবে।

- এফবিসিসিআই সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে দেশে সরকারি বেসরকারি অংশীদারিত্ব (পিপিপি) পদ্ধতির আওতায় প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে ফাস্ট ট্র্যাক কর্মসূচি অনুসরণ করার পরামর্শ দিলেন দেশের শীর্ষ শিল্পপতিরা।

- বিশ্ব ব্যাংকের দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক নতুন ভাইস প্রেসিডেন্ট মার্টিন রাইসার বললেন, বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ায় একটি উন্নয়ন সাফল্যের গল্প এবং বিশ্ব ব্যাংক বিগত ৫০ বছরে দেশটির উন্নয়নে অংশীদার হতে পেরে গর্বিত।

- পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন ২৮তম ইউএস ট্রেড শো উপলক্ষ্যে 'আমেরিকান চেম্বার অব কমার্স ইন বাংলাদেশ' আয়োজিত নৈশভোজে বললেন, বাংলাদেশ ব্যবসাবান্ধব দেশ। মার্কিন কোম্পানিগুলো এখান থেকে লাভবান হতে পারবে।

- সৌদি আরবের রিয়াদে আন্তর্জাতিক ফুডেক্স সৌদি মেলায় সৌদিতে বাংলাদেশি রাষ্ট্রদূত ড. মোহাম্মদ জাবেদ পাটোয়ারী বলেন, সৌদি আরবের প্রায় ২৬ লাখ বাংলাদেশি ও অন্যান্য এশীয় অভিবাসীর কাছে বাংলাদেশি পণ্যের চাহিদা রয়েছে যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

- শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে বাংলাদেশের আখাউড়া দিয়ে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের আগরতলায় গেল ২ হাজার ৮০০ কেজি ইলিশ মাছ। এ বছরে এ স্থলবন্দর দিয়ে ৫০টন ইলিশ রপ্তানি করা হয়।

- তুরস্ক সফরকালে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য বৃদ্ধিকল্পে তুরস্কের ব্যবসায়ীদেরকে বাংলাদেশে আরও বেশি বিনিয়োগ এবং বাংলাদেশ থেকে অধিক হারে পণ্য আমদানি করার আহ্বান জানিয়েছে।

- কক্সবাজারের মহেশখালী উপজেলায় ৫২ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মাণাধীন মাতারবাড়ি কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র প্রকল্পের প্রথম ইউনিটে ২০২৪ সালের জানুয়ারিতে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু হবে। দ্বিতীয় ইউনিটে শুরু হবে একই বছরের জুলাই মাসে।

স্বদেশ সমাচার

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার দূরদর্শী সিদ্ধান্তের মাধ্যমে ২০১১ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাত কার্যক্রমকে 'শিল্প' হিসেবে ঘোষণা করেন

বাংলাদেশের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য জোরদারের লক্ষ্যে ঢাকার সাথে একটি **মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ)** করতে আগ্রহী থাইল্যান্ড

সংবাদ কণিকা

ইউরোস্ট্যাট সূত্রে, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে সৃষ্ট অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যেও ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত (ইইউ) দেশগুলোতে বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানি ৪৫ শতাংশ বেড়েছে।

মেসার্স ইনটেক্স লিংক গার্মেন্টস (বিডি) লিমিটেড নামে একটি চীনা কোম্পানি ৯৫ লাখ ডলার বিনিয়োগে চট্টগ্রাম রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ এলাকায় একটি গার্মেন্টস কারখানা স্থাপন করতে যাচ্ছে যেখানে ২ হাজার ৬৫৯ জনের কর্মসংস্থান ঘটবে।

জাপান ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড অর্গানাইজেশনের (জেট্রো) কান্ট্রি রিপ্রেজেনটেটিভ ইউজি আন্দো জানালেন, বর্তমানে ৩৩৮টি জাপানি প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে ব্যবসা করছে। এর মধ্যে ৬৮ শতাংশ কোম্পানি তাদের ব্যবসা আরো বাড়াতে চায়।

বেপজা জানায়, গত ২০২১-২২ অর্থ বছরে বেপজার শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের রপ্তানি ৩০ দশমিক ৪১ শতাংশ বেড়েছে, ৬৪ হাজারের বেশি বাংলাদেশির কর্মসংস্থান ঘটেছে এবং বিনিয়োগ বেড়েছে ২০ শতাংশের বেশি, যা ৪০ বছরের যাত্রায় সর্বোচ্চ।

অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি) সচিব শরিফা খান জানান, উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের পরও বাংলাদেশ অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য সুবিধা পেতে জোর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এ লক্ষ্যে আমরা প্রয়োজনীয় অ্যাকশন প্ল্যানও প্রস্তুত করছি।

বিশ্বব্যাংক পূর্বাভাস, চলতি অর্থবছরে বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৬ দশমিক ১ শতাংশ হতে পারে। সরকার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে সাড়ে ৭ শতাংশ।

১৬ অক্টোবর বিশ্ব মান দিবসে শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ বলেন, আন্তর্জাতিক বাজারে দেশীয় পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধি করতে হলে পণ্যের মান আইএসও মানদন্ড অনুযায়ী হতে হবে।

বিডার ওয়ান-স্টপ পোর্টাল সার্ভিসে (ওএসএস) নতুন চার প্রতিষ্ঠানের পাঁচটি সেবা চালুর সুবাদে এখন থেকে গ্রাহকরা বিডার নিজস্ব ১৮টি সেবাসহ মোট ৬৩ ধরনের সেবা নিতে পারবেন।

দুদেশের মধ্যেকার বাণিজ্য আরো সহজ করার লক্ষ্যে ঢাকায় মার্কিন দূতাবাসে একটি বাণিজ্যিক সেবা কার্যালয় খোলা হয়েছে, যার উদ্বোধন করলেন বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি এবং মার্কিন বৈদেশিক বাণিজ্যসেবা বিভাগের মহাপরিচালক অরুণ ভেঙ্কটরমণ।

দীর্ঘ সাড়ে চার মাস পর ৯টি শর্তে আগামী তিন মাসের জন্য চট্টগ্রামের বিএম কন্টেনার ডিপোতে রপ্তানি পণ্য জাহাজিকরণ প্রক্রিয়ায় সাময়িক অনুমতি দিল চট্টগ্রাম কাস্টমস কর্তৃপক্ষ।

বাংলাদেশ ও সৌদি আরব দু'দেশের মধ্যে জ্বালানি সহযোগিতা বাড়াতে চতুর্দশ যৌথ কমিশন বৈঠকে চুক্তি স্বাক্ষর করে

এখন বিশ্বের শীর্ষে। বাংলাদেশের ৫৭টি পোশাক কারখানা প্লাটিনাম রেটিং, ১০৫টি গোল্ড রেটিং ও ১০টি সিলভার রেটিং পেয়েছে।

জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াকরণ শিল্পে বিপুল অগ্রগতি সাধন করেছে বাংলাদেশ: শিল্পমন্ত্রী

শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন বলেছেন, জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াকরণ শিল্পে বাংলাদেশ পরিবেশগত, পেশাগত সুরক্ষা এবং স্বাস্থ্য বিষয়ে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করেছে। গত ২৩ অক্টোবর শিল্প ভবনে নিজ দপ্তরে বাংলাদেশে নিযুক্ত নরওয়ের রাষ্ট্রদূত এসপেন রিক্টর-সেভেনডসেনের সাথে বৈঠককালে এ কথা বলেন।

শিল্পমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার দূরদর্শী সিদ্ধান্তের মাধ্যমে ২০১১ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাত কার্যক্রমকে 'শিল্প' হিসেবে ঘোষণা করেন। শিল্প মন্ত্রণালয় জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের পরিচালনা, উন্নয়ন ও বিকাশের অংশ হিসেবে ২০১১ সালে 'শিপ ব্রেকিং এন্ড শিপ রিসাইক্লিং রুলস' জারি করে এবং ২০১৮ সালে 'বাংলাদেশ জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ আইন' প্রণয়ন করা হয়।

দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য জোরদারে এফটিএ করতে আগ্রহী থাইল্যান্ড

বাংলাদেশের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য জোরদারের লক্ষ্যে ঢাকার সাথে একটি মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) করতে আগ্রহী থাইল্যান্ড। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অক্টোবর মাসের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সফররত থাই স্থায়ী সচিব চারুয়েনসুয়ান পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ড. এ কে আব্দুল মোমেনের সাথে বৈঠককালে এ কথা বলেন। থাই সচিব যত দ্রুত সম্ভব পারস্পরিক সুবিধা বিবেচনায় দু'দেশের মধ্যে জয়েন্ট কমিশন মিটিং অনুষ্ঠানের ওপরও জোর দেন।

বৈঠককালে তারা বাংলাদেশ ও থাইল্যান্ডের মধ্যে ৫০ বছরের কূটনৈতিক সম্পর্ক উপলক্ষ্যে উষ্ণ শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। উভয় দেশেই উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে কূটনৈতিক সম্পর্কের এই ৫০ বর্ষপূর্তি উদযাপিত হচ্ছে। ড. মোমেন বাংলাদেশের পর্যটন খাতের উন্নয়নে থাইল্যান্ডের কাছ থেকে আরো সহায়তা ও অভিজ্ঞতা কামনা করে জানান- এই খাতে বাংলাদেশের অপার সম্ভাবনা রয়েছে।

জ্বালানি সহযেগিতা

যৌথ টাস্কফোর্স গঠনে বাংলাদেশ ও সৌদি আরবের ঐকমত্য

বাংলাদেশ ও সৌদি আরব দু'দেশের মধ্যে জ্বালানি সহযোগিতা বাড়াতে একটি যৌথ টাস্কফোর্স গঠনে একমত হয়েছে। রিয়াদের ক্রাউন প্লাজা হোটেলে ৩০ ও ৩১ অক্টোবর দুদেশের মধ্যে আয়োজিত দুই দিনব্যাপী চতুর্দশ যৌথ কমিশন বৈঠকে এই বিষয়ক চুক্তি স্বাক্ষর হয়।

এ সময় বাংলাদেশী প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের (ইআরডি) সচিব শরিফা খান এবং সৌদি প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন সৌদি ভাইস মিনিস্টার ফর হিউম্যান রিসোর্সেস এবং সোশাল ডেভেলপমেন্ট ড. আব্দুল্লাহ আবুছনাইন।

সুবিধাজনক সময়ে দুদেশের মধ্যে জ্বালানি সহযোগিতার ওপর টাস্কফোর্সের নিয়মিত বৈঠক হবে। বৈঠকে সৌদি আকওয়া পাওয়ারের মাধ্যমে ১ হাজার মেগাওয়াটের সৌর বিদ্যুৎ এবং আরেকটি ৭৩০ মেগাওয়াটের গ্যাস বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের বিষয়েও আলোচনা হয়।

চলতি বছরের প্রথম নয় মাসের পরিসংখ্যান প্রতিবেদনে সারা বিশ্বে জাহাজগুলোর ওপর জলদস্যু ও সশস্ত্র ডাকাতদের হামলার ঘটনার খবর পাওয়া গেছে ৯০টি। ১৯৯২ সালের পর এই সংখ্যা সর্বনিম্ন

ভারতের পশ্চিমবঙ্গে একটি গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মাণের সম্মতিপত্র (লেটার অব ইনটেন্ট) দেশটির আদানি শিল্পগোষ্ঠীর হাতে তুলে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

সিপিপিআই সূচক
সেরা পাঁচ বন্দরের চারটাই মধ্যপ্রাচ্যে

ব্যবস্থাপনায় বিশ্বের সেরা পাঁচ বন্দরের চারটাই মধ্যপ্রাচ্যে। বিশ্বব্যাংক ও এসঅ্যান্ডপি গ্লোবাল মার্কেট ইন্টেলিজেন্সের সূচকে এ তথ্য জানা গেছে। জুলাইয়ের শুরুতে প্রকাশিত ৩৭০টি বন্দরের এ সূচকে শীর্ষ পাঁচে জায়গা করে নেয়া মধ্যপ্রাচ্যের বন্দরগুলো হচ্ছে সৌদি আরবের কিং আবদুল্লাহ পোর্ট (প্রথম), ওমানের পোর্ট সালালাহ (দ্বিতীয়), কাতারের হামাদ পোর্ট (তৃতীয়) ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের খলিফা পোর্ট (পঞ্চম)।

কিং আবদুল্লাহ পোর্টে প্রতি ঘণ্টায় ৯৭ কন্টেনার মালামাল খালাস হয়। তুলনামূলক উত্তর আমেরিকার ওয়েস্ট কোস্ট বন্দরে ঘণ্টায় ২৬ কন্টেনার মালামাল খালাস হয়। বৈশ্বিক পণ্য পরিবহনের পাঁচ ভাগের চার ভাগই হয় সমুদ্রপথে; এর মধ্যে প্রায় ৩৫ শতাংশ হয় কন্টেনারের মাধ্যমে।

শীর্ষ ১০-এ জায়গা করে নিয়েছে চীনের সাংহাই, নিংবো ও দক্ষিণাঞ্চলীয় গুয়াংজু বন্দর। এর আগের সূচকে শীর্ষ স্থানে থাকা জাপানের ইয়োকোহামা বন্দর এবার দশম স্থানে নেমে গেছে। উত্তর আমেরিকা থেকে সূচকের শীর্ষস্থান যুক্তরাষ্ট্রের পোর্ট অব ভার্জিনিয়ার (২৩তম)। তার পরই রয়েছে মিয়ামি (২৯) ও কানাডার পোর্ট অব হ্যালিফ্যাক্স (৪৬)।

সাগরে জলদস্যুতা তিন দশকে সর্বনিম্নে: আইএমবি

চলতি বছরের প্রথম নয় মাসের পরিসংখ্যান প্রতিবেদনে ইন্টারন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্সের (আইসিসি) সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল মেরিটাইম ব্যুরো (আইএমবি) জানিয়েছে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত নয় মাসে সারা বিশ্বে জাহাজগুলোর ওপর জলদস্যু ও সশস্ত্র ডাকাতদের হামলার ঘটনার খবর পাওয়া গেছে ৯০টি। ১৯৯২ সালের পর এই সংখ্যা সর্বনিম্ন। ২০২১ সালের একই সময়ের তুলনায় চলতি বছরের নয় মাসে জলদস্যুতা কমেছে ৭ শতাংশ। গত বছর জানুয়ারি-সেপ্টেম্বর মেয়াদে এ ধরনের ৯৭টি ঘটনার কথা জানিয়েছিল আইএমবি।

নয় মাসে মোট ঘটনার মধ্যে ৪০টি ঘটেছে জাহাজ অ্যাংকরেজে থাকা অবস্থায়। ৩৭টি ঘটেছে সমুদ্রে চলাচলের সময়। আর জাহাজ বার্থিংয়ে থাকা অবস্থায় দুষ্কৃতিকারীদের অপতৎপরতার খবর পাওয়া গেছে ১৩টি। সবচেয়ে বেশি হামলার শিকার হয়েছে বাল্ক ক্যারিয়ার- ৪০টি। এছাড়া ট্যাংকারের ক্ষেত্রে ২৩টি ও কন্টেনার জাহাজের ক্ষেত্রে ১০টি ঘটনার খবর পাওয়া গেছে।

সিঙ্গাপুর প্রণালীতে জলদস্যুতা আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় ৫০ শতাংশ বেড়েছে। আলোচ্য সময়ে প্রণালীটিতে ৩১টি ক্ষেত্রে জলদস্যুরা জাহাজে উঠতে সক্ষম হয়েছে, যেখানে আগের বছরের প্রথম নয় মাসে সংখ্যাটি ছিল ২১।

চীনের ৭ সমুদ্র বন্দর ব্যবহারের সুযোগ পেল নেপাল

হিমালয় কন্যা নেপালকে চীন তাদের চারটি সমুদ্রবন্দর ও তিনটি স্থলবন্দর ব্যবহারের সুযোগ দিচ্ছে। সেপ্টেম্বর মাসের শুরুতে দেশদুটির কর্মকর্তারা এ সংক্রান্ত একটি চুক্তির খসড়া চূড়ান্ত করেন। রয়টার্স জানায়, চুক্তির সুবাদে কাঠমাণ্ডু এখন থেকে চীনের তিয়ানজিন, শেনজেন, লিয়ানইয়ুংগাং ও ঝানজিয়াং সমুদ্রবন্দর ব্যবহার করতে পারবে।

পাশাপাশি দেশটিকে চীনের তিনটি স্থলবন্দর লানঝৌ, লাসা ও জিগাৎসে ব্যবহারেরও সুযোগ দেয়া হচ্ছে বলে কর্মকর্তারা নিশ্চিত করেন। নেপালের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা রবি শংকর সাইনজু বলেন, ভারতের দুটি বন্দরের পাশাপাশি আমরা এখন থেকে চীনেরও চারটি সমুদ্রবন্দর ব্যবহারের সুযোগ পেতে যাচ্ছি, এটি একটি মাইলফলক।

এশিয়ার দুই প্রভাবশালী দেশ চীন ও ভারতের সঙ্গে সীমান্ত থাকা নেপাল এতদিন জ্বালানিসহ জরুরি পণ্য সরবরাহ ও অন্যান্য দেশের সঙ্গে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে দিল্লির বন্দরগুলোর ওপরই নির্ভরশীল ছিল। ২০১৫-১৬ সালে কয়েক মাস ভারত নেপালের ওপর অবরোধ আরোপ করলে জ্বালানি ও ওষুধ সংকটে পড়া কাঠমাণ্ডু তখন থেকেই বিকল্প পথ খুঁজতে থাকে।

হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত নেপাল থেকে চীনের সবচেয়ে কাছের বন্দরের দূরত্বও দুই হাজার ছয়শ কিলোমিটারের বেশি।

ইসরায়েলে হাইফা বন্দর কিনলো ভারতের আদানি গ্রুপ

ইসরায়েলের প্রধান বন্দর হাইফা ভারতের আদানি গ্রুপ ও ইসরায়েলের গাগতের কাছে প্রায় ১১৮ কোটি ডলারে বিক্রি করল তেল আবিব। দুই বছরের দরপত্র প্রক্রিয়ার শেষে কম মূল্যে আমদানি ও স্বল্প সময়ে পণ্য খালাসের শর্তে বন্দরটি বিক্রির সিদ্ধান্ত নেয়া হলো। বন্দরের অংশীদারিত্বের ৭০ শতাংশ আদানি গ্রুপ ও ৩০ শতাংশ গাগতের। আদানি গ্রুপের চেয়ারম্যান গৌতম আদানি জানান, প্রতিষ্ঠান দুটি আগামী ২০৫৪ সাল পর্যন্ত এ বন্দর পরিচালনা করবে।

জ্বালানি স্থানান্তরে দ. আফ্রিকা সহায়তা চায় ৮৪ বিলিয়ন ডলার

জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার বন্ধ করে নবায়নযোগ্য জ্বালানির শতভাগ ব্যবহার নিশ্চিত দক্ষিণ আফ্রিকার ৮ হাজার ৪০০ কোটি ডলার প্রয়োজন। মিসরের শারম-আল-শেখে শুরু হওয়া কপ২৭ জলবায়ু সম্মেলনের ঠিক আগ মুহূর্তে এ কথা জানায় দেশটি। গত বছর কপ২৬ জলবায়ু সম্মেলনে ধনী রাষ্ট্রগুলো আফ্রিকার সবচেয়ে শিল্পায়িত রাষ্ট্রকে ৮৫০ কোটি ডলার সহায়তার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট সিরিল রামাফোসা বলেন, যে অর্থ প্রয়োজন, তা ধনী দেশগুলোর প্রতিশ্রুত অর্থের চেয়ে অনেক বেশি।

বিশ্বে ইউক্রেনের খাদ্যশস্য রপ্তানি বাড়ছে

১৭ অক্টোবর পর্যন্ত ব্ল্যাক সি গ্রেইন ইনিশিয়েটিভের অধীনে মোট ২১ লাখ ২০ হাজার টন খাদ্যশস্য রপ্তানি করেছে ইউক্রেন। এর মধ্যে বেশিরভাগই গম ও ভুট্টা। রপ্তানির এই পরিমাণ গত বছরের একই সময়ের প্রায় কাছাকাছি।

যুদ্ধ শুরুর আগে ইউক্রেন প্রতি মাসে বিশ্ববাজারে ৬০ লাখ টন খাদ্যশস্য রপ্তানি করত। কিন্তু রাশিয়া দেশটিতে সামরিক অভিযান শুরুর পর কৃষ্ণ সাগরীয় বন্দরগুলো অবরোধ করে রাখে। এতে সমুদ্রপথে ইউক্রেনের খাদ্যশস্য রপ্তানি পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়।

হাইড্রোজেন উৎপাদনে বড় বিনিয়োগ করছে যুক্তরাষ্ট্র

চলতি দশক শেষ হওয়ার আগেই শীর্ষ হাইড্রোজেন উৎপাদনকারী দেশ হতে চায় যুক্তরাষ্ট্র। এর অংশ হিসেবে খাতটিতে বড় অংকের বিনিয়োগ পরিকল্পনা নিয়ে এগুচ্ছে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের প্রশাসন। হাইড্রোজেন উৎপাদনে ৭০০ কোটি ডলার বিনিয়োগ করবে দেশটি। আর উৎপাদিত এই হাইড্রোজেনের প্রধান রপ্তানি গন্তব্য হবে জাপান।

শীর্ষ মার্কিন কর্মকর্তারা জানান, ২০৩০ সাল নাগাদ হাইড্রোজেন গ্যাসের চাহিদা দাঁড়াবে ১ কোটি টন।

বিদেশ সমাচার

গ্রিন করিডোর কোনো আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতা নয়। তবে একটি-দুটি করে বিশ্বের সব ট্রেডিং রুটই যখন গ্রিন করিডোর হয়ে যাবে, তখন সেটি নিঃসরণ কমানোর বৈশ্বিক উদ্যোগেরই অংশ হয়ে যাবে

আরেক দফা ট্রানজিট টোল বাড়ানোর ঘোষণা দিল সুয়েজ খাল কর্তৃপক্ষ (এসসিএ)। চলতি বছর এ নিয়ে তৃতীয়বারের মতো ট্রানজিট টোল বাড়ানোর ঘোষণা দিল এসসিএ

দুই বন্দরের সঙ্গে দুটি গ্রিন করিডোর গড়ে তুলবে গোথেনবার্গ

অক্টোবরের দ্বিতীয় সপ্তাহে নেদারল্যান্ডসের রটারডাম বন্দর ও বেলজিয়ামের নর্থ সি পোর্টের সঙ্গে দুটি গ্রিন করিডোর প্রতিষ্ঠার বিষয়ে পৃথক চুক্তি করার ঘোষণা দিয়েছে সুইডেনের গোথেনবার্গ বন্দর কর্তৃপক্ষ।

আগে থেকেই পরিবেশবান্ধব বন্দর ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়ে আসছে গোথেনবার্গ। রটারডাম ও নর্থ সি পোর্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তাদের চুক্তি দুটি তারই ধারাবাহিক পদক্ষেপ। নতুন চুক্তির অধীনে বন্দর তিনটি পরিবেশবান্ধব বিকল্প জ্বালানির ব্যবহার বাড়াতে একটি কমন ফ্রেমওয়ার্ক তৈরি করবে।

গোথেনবার্গ বন্দর ২০১৫ সাল থেকে রোপ্যাক্স ফেরিগুলোকে স্বল্প পরিসরে মিথানল বাংকারিং সেবা দিয়ে আসছে। পাশাপাশি বৃহৎ পরিসরে শিপ-টু-শিপ বাংকারিংয়ের ক্ষেত্রে তারা এরই মধ্যে মিথানল অপারেটিংয়ের সাধারণ বিধিমালা প্রকাশ করেছে।

গ্রিন করিডোর কোনো আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতা নয়। এটি পুরোপুরি ঐচ্ছিক সিদ্ধান্ত। তবে একটি-দুটি করে যখন বিশ্বের সব ট্রেডিং রুটই যখন গ্রিন করিডোর হয়ে যাবে, তখন সেটি নিঃসরণ কমানোর বৈশ্বিক উদ্যোগেরই অংশ হয়ে যাবে। এই করিডোর হলো এমন শিপিং রুট, যেখানে কোনো নিঃসরণ থাকবে না। এসব রুটে চলাচলকারী জাহাজগুলো ব্যবহার করবে সবুজ জ্বালানি।

পশ্চিমবঙ্গে গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মাণের সম্মতিপত্র পেল আদানি শিল্পগোষ্ঠী

ভারতের পশ্চিমবঙ্গে একটি গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মাণের সম্মতিপত্র দেশটির আদানি শিল্পগোষ্ঠীর হাতে তুলে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্যের পূর্ব মেদিনীপুর জেলার তাজপুরে এই গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মিত হবে।

গত সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি নিউটাউনের ইকোপার্কে রাজ্য সরকারের বিজয় সম্মিলনী উৎসবে আনুষ্ঠানিকভাবে তুলে দেওয়া হয় নির্মাণকাজ শুরুর সম্মতিপত্র। আদানি শিল্পগোষ্ঠী এই গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মাণের জন্য ২৫ হাজার কোটি রুপি বিনিয়োগ করবে।

কলকাতা থেকে ১৭০ কিলোমিটার দূরে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার বঙ্গোপসাগর উপকূলে অবস্থিত তাজপুর। সেখানে নির্মিত হবে এই গভীর সমুদ্রবন্দর। এই বন্দরে এক লাখ ডেড ওয়েট টন (ডিডব্লিউটি) ধারণক্ষমতার জাহাজ নোঙ্গর করতে পারবে।

তাজপুরে গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মাণের জন্য ২০২১ সালের ১৮ অক্টোবর বৈশ্বিক দরপত্র আহ্বান করে রাজ্যের শিল্প নিগম। দরপত্রে অংশ নেয় চারটি আন্তর্জাতিক সংস্থা- পোর্ট অব সিঙ্গাপুর অথরিটি, দুবাই পোর্ট, আদানি পোর্টস অ্যান্ড স্পেশাল ইকোনমিক জোন ও জিন্দাল গ্রুপ।

পরে আদানি শিল্পগোষ্ঠীকে গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মাণের ছাড়পত্র দেওয়া হয়। অবশ্য ওই বছরের ডিসেম্বরে মুখ্যমন্ত্রী মমতার সঙ্গে নবান্নে দেখা করেছিলেন আদানি। সেখানে তাজপুরে গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মাণের বিষয়ে তাদের মধ্যে আলোচনা হয়।

বহর সম্প্রসারণ, বন্দর অবকাঠামোয় বড় বিনিয়োগ হ্যাপাগ-লয়েডের

কোভিড-উত্তর বৈশ্বিক অর্থনীতিতে নিজেদের প্রভাব বাড়ানোর দিকে নজর দিয়েছে বিশ্বের পঞ্চম বৃহত্তম কন্টেনার লাইনার কোম্পানি হ্যাপাগ-লয়েড। সেপ্টেম্বরের শুরুতে তারা জানায়, কোম্পানিটি জাহাজ বহর সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়নের ওপর জোর দিচ্ছে। বন্দর অবকাঠামো খাতেও সম্পৃক্ততা বাড়াচ্ছে তারা। আর এর জন্য মোটা অংকের অর্থ বিনিয়োগ করছে জার্মানি কন্টেনার শিপিং কোম্পানিটি।

বৈশ্বিক করোনাভাইরাস সংকট চলাকালে বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ে যায় অনেক শিপিং কোম্পানি, নৌযান জটে অচল হয়ে যায় অনেক বন্দর, আকাশচুম্বি উঠে যায় পরিবহন ব্যয়; কিন্তু এর মধ্যেও রেকর্ড পরিমাণ মুনাফা অর্জন করার পর এবার সামনের দিনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার প্রস্তুতি নিচ্ছে কোম্পানিটি। বহর সম্প্রসারণে এরই মধ্যে ২২টি জাহাজের কার্যাদেশ দিয়ে রেখেছে হ্যাপাগ-লয়েড। এগুলো নির্মাণে প্রায় ৩০০ কোটি ডলার ব্যয় হবে তাদের। জাহাজগুলো যুক্ত হলে কোম্পানিটির কন্টেনার পরিবহন সক্ষমতা এক লাফে প্রায় এক-চতুর্থাংশ বেড়ে যাবে।

ফের ট্রানজিট টোল বাড়ানোর ঘোষণা সুয়েজ খাল কর্তৃপক্ষের

আরেক দফা ট্রানজিট টোল বাড়ানোর ঘোষণা দিল সুয়েজ খাল কর্তৃপক্ষ (এসসিএ)। গত ১৯ সেপ্টেম্বর এক বিবৃতিতে তারা জানায়, আগামী বছরের জানুয়ারির প্রথম দিন থেকে সুয়েজ খালের চ্যানেল ব্যবহারকারী ড্রাই বাল্ক শিপ ও ও প্রমোদতরীগুলোর জন্য ফি বাড়বে ১০ শতাংশ। এগুলোর বাইরে সব ধরনের জাহাজের ট্রানজিট ফি ১৫ শতাংশ বাড়বে।

চলতি বছর এ নিয়ে তৃতীয়বারের মতো ট্রানজিট টোল বাড়ানোর ঘোষণা দিল এসসিএ। এ ব্যাপারে এসসিএ প্রধান ওসামা রাবাই বলেন, বৈশ্বিক মুদ্রাস্ফীতির উর্ধ্বগতির প্রেক্ষাপটে ট্রানজিট টোল বাড়ানোর কোনো বিকল্প নেই।

বৈশ্বিক বাণিজ্য বেড়ে যাওয়ায় সুয়েজ খালের ওপর চাপও বাড়ছে– এই যুক্তি দেখিয়ে গত ফেব্রুয়ারি ও মার্চে দুই দফায় টোল বাড়ায় তারা। এসসিএ আশা করছে, নতুন টোল হার কার্যকর হলে তাদের বার্ষিক রাজস্ব আয় ৭০ কোটি ডলার বেড়ে যাবে। সর্বশেষ সমাপ্ত ২০২১-২২ হিসাব বছরে কর্তৃপক্ষ রেকর্ড ৭০০ কোটি ডলার আয় করে।

নেদারল্যান্ডসে গ্রিন অ্যামোনিয়া হাব তৈরির উদ্যোগ ভেস্তা-ইউনিপারের

ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধ শুরুর প্রেক্ষিতে সহসাই বড় ধরনের জ্বালানি সংকটের মুখে পড়ে যায় গোটা ইউরোপ। সে প্রেক্ষিতে জ্বালানির জোগানের জন্য রাশিয়ার ওপর দীর্ঘদিনের নির্ভরশীলতা কমাতে বিকল্প উপায় খুঁজতে শুরু করে ইউরোপীয় দেশগুলি।

নেদারল্যান্ডসের ভ্লিসিনজেনে আগে থেকেই জ্বালানি সংরক্ষণাগার রয়েছে ভেস্তা টার্মিনালসের। এখন সেটিকে সংস্কার ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে গ্রিন অ্যামোনিয়া হাবে পরিণত করা যায় কিনা, সেই সম্ভাব্যতা যাচাই করে দেখা হচ্ছে। এই প্রকল্পে ভেস্তার সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করছে জার্মান এনার্জি জায়ান্ট ইউনিপার। গত সেপ্টেম্বর এ বিষয়ে সমঝোতা স্মারকও স্বাক্ষর হয়েছে দুই পক্ষের মধ্যে।

জ্বালানি খাতে ইউরোপের উত্তরাঞ্চলীয় দেশগুলোর

চীন-যুক্তরাষ্ট্র রুটে নতুন শিপিং লাইন চালু করছে জার্মান কোম্পানি

চীন-যুক্তরাষ্ট্র রুটে কন্টেনার পরিবহনের জন্য 'ক্যারিয়ার ফিফটি থ্রি' নামের নতুন শিপিং কোম্পানি চালু করেছে জার্মান কন্টেনার লিজিং কোম্পানি লোটাস কন্টেনারস। প্রাথমিকভাবে ছয়টি জেনারেল পারপাস কার্গো শিপ দিয়ে এই সার্ভিস চালু হয়েছে।

জাহাজগুলোর প্রতিটি ৭০০ টিইইউ কন্টেনার পণ্য নিয়ে প্রশান্ত মহাসাগর পাড়ি দিতে সক্ষম। তবে কন্টেনারগুলো হবে ৫৩-ফুট দৈর্ঘ্যের। কোম্পানিটি জানিয়েছে, তারা 'গো লাইভ' অফারের অধীনে ৪০-ফুট কন্টেনার ভাড়ায় ৫৩-ফুট কন্টেনার পরিবহন করবে।

সুয়েজের বিকল্প রুট প্রতিষ্ঠা করবে ইরান-রাশিয়া

সুয়েজ খালের বিকল্প রুট তৈরির কাজ জোরদার করতে সম্মত রাশিয়া ও ইরান। ইন্টারন্যাশনাল নর্থ সাউথ ট্রান্সপোর্ট করিডর (আইএনএসটিসি) নামের প্রকল্পটির অর্থায়ন ও লেনদেনে দেশ দুটি একটি সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেছে।

বর্তমানে সুয়েজ খাল হয়ে ভারত থেকে ইউরোপে পণ্য পৌঁছতে ৪৫-৬০ দিন সময় লাগে। নতুন রুটটি চালু হলে এই সময় ২৩ দিনে নেমে আসবে। পরিকল্পিত এ নৌপথ ভারতের মুম্বাই থেকে ইরান, কাস্পিয়ান সাগর, দক্ষিণ ও মধ্য রাশিয়া হয়ে বাল্টিক সাগর পর্যন্ত যাবে।

বাণিজ্যিক জাহাজে ৩০ শতাংশ জ্বালানি সাশ্রয়

বাণিজ্যিক জাহাজের জ্বালানি সাশ্রয়ের লক্ষ্যে বাতাসের সহায়তা পাওয়া যাবে এমন প্রপালশন ও রুট অপ্টিমাইজেশন সিস্টেম ডেভেলপ করা হয়েছে একটি প্রকল্পের অধীনে। আগামী বছরের শুরুর দিকে নতুন প্রজন্মের এই প্রযুক্তির পরীক্ষামূলক ব্যবহার করা হবে মিৎসুবিশি করপোরেশনের মালিকানাধীন বাল্ক ক্যারিয়ার পিক্সিজ ওশানে।

উইন্ডউইংস নামের প্রযুক্তিটি ডেভেলপ করেছে বিএআর টেকনোলজিস। বিএআর, মিৎসুবিশি ছাড়াও এই প্রকল্পে যুক্ত রয়েছে ইয়ারা মেরিন টেকনোলজিস ও মার্কিন ফুড করপোরেশন কারগিল।

অগ্নিনির্বাপনের নতুন ডিভাইস ব্যবহার করবে মায়ের্স্ক

অগ্নিদুর্ঘটনার কারণে ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনার লক্ষ্যে নিজেদের জাহাজগুলোয় এমন টুল ব্যবহার করবে মায়ের্স্ক, যেটি কন্টেনারের ভেতরে আগুন লাগলে তা বাইরে ছড়িয়ে পড়ার আগেই নিভিয়ে ফেলতে ক্রুদের সহায়তা করবে।

হাইড্রোপেন নামের এই টুলটি হলো একটি টেলিস্কোপিং ডিভাইস, যার মাধ্যমে আগুন লাগা কন্টেনারের ভেতরে অগ্নিনির্বাপক সামগ্রী (পানি, ফোম অথবা কার্বন ডাইঅক্সাইড) নিক্ষেপ করা যাবে। কন্টেনার ডেকের যে অবস্থানেই থাকুক না কেন, কোনো সমস্যা হবে না।

রাশিয়া-নির্ভরতা কমানোর দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার অংশ হিসেবে এই প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। ২০২৬ সাল নাগাদ হাবটি চালু হলে সেটি হবে বিশ্বের প্রথম গ্রিন অ্যামোনিয়া হাব।

১৪% নিঃসরণ কমাবে 'জাস্ট ইন টাইম অ্যারাইভাল': আইএমও

জাহাজের 'জাস্ট ইন টাইম অ্যারাইভাল' নিঃসরণ কমাতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে। ইন্টারন্যাশনাল মেরিটাইম অর্গানাইজেশনের (আইএমও) পৃষ্ঠপোষকতায় গত অক্টোবরে পরিচালিত একটি গবেষণায় এই ফলাফল উঠে এসেছে।

গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, নিঃসরণ মোকাবিলায় যে পদক্ষেপের তাৎক্ষণিকভাবে উপকার মিলবে, সেটি হলো 'জাস্ট ইন টাইম অ্যারাইভাল' নিশ্চিত করা। একটি বন্দর কখন ফেয়ারওয়ে, বার্থিং, নটিক্যাল সার্ভিসেস ইত্যাদি সেবা দিতে পারবে, সেটি আগে থেকে জানা থাকলে জাহাজটি সেই অনুযায়ী তার গতি নির্ধারণ করতে পারবে। বন্দরের সেবায় বিলম্বের তথ্য আগেই পেয়ে গেলে জাহাজটি গতি কিছুটা কমিয়ে জ্বালানি পোড়ানো কমিয়ে দিতে পারবে। এতে নিঃসরণের পরিমাণও কমে যাবে।

'জাস্ট ইন টাইম অ্যারাইভাল' নিশ্চিত করা গেলে কন্টেনার জাহাজগুলো কেবল একটি পোর্ট কলেই জ্বালানি ব্যয় এবং কার্বন নিঃসরণ ১৪ শতাংশ পর্যন্ত কমাতে পারে।

জেবেল আলীতে ২৫০ কোটি ডলার বিনিয়োগ করছে কানাডীয় পেনশন ফান্ড ম্যানেজার

ডিপি ওয়ার্ল্ডের পরিচালনাধীন জেবেল আলী বন্দর ও ইউএইতে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কার্যক্রমে বড় অংকের বিনিয়োগ করতে যাচ্ছে কানাডার বৃহত্তম বেসরকারি পেনশন ফান্ড ব্যবস্থাপক সিডিপিকিউ। গত জুনে একটি জয়েন্ট ভেঞ্চার গঠনের ঘোষণা দিয়েছে তারা, যেটি একাধিক পর্যায়ে মোট প্রায় ৫০০ কোটি ডলার বিনিয়োগ করবে।

প্রথম পর্যায়ে এর মধ্যে ২৫০ কোটি ডলার দেবে সিডিপিকিউ। এর বিনিময়ে জেবেল আলী বন্দর, জেবেল আলী ফ্রি জোন ও ন্যাশনাল ইন্ডাস্ট্রিজ পার্কের প্রায় ২২ শতাংশ মালিকানা কিনে নেবে সিডিপিকিউ। চলতি বছরের দ্বিতীয় অথবা চতুর্থ প্রান্তিকেই এই বিনিয়োগের প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

দ্বিতীয় পর্যায়ের বিনিয়োগ হবে চলতি বছরের শেষ প্রান্তিকে। সে সময় অন্যান্য বিনিয়োগকারী এই জয়েন্ট ভেঞ্চারে ৩০০ কোটি ডলার পর্যন্ত বিনিয়োগ করে বাড়তি অংশীদারিত্ব কিনতে পারবে।

বন্দর উন্নয়নে ২০০ কোটি ডলারের বেসরকারি বিনিয়োগ পেল ব্রাজিল

বেসরকারিকরণের মাধ্যমে নিজেদের বন্দরগুলোর আধুনিকায়ন ও সক্ষমতা বাড়ানোর পরিকল্পনা নিয়ে এগুচ্ছে ব্রাজিল সরকার। এরই অংশ হিসেবে প্রায় ২০০ কোটি ডলারের বেসরকারি বিনিয়োগ পেতে যাচ্ছে তারা। গত জুনে এ বিষয়ে সরকার ও সংশ্লিষ্ট বিনিয়োগকারীদের মধ্যে কয়েকটি চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে।

এসব চুক্তির অধীনে ব্রাজিলের সান্তোস, সান্তারেম, প্যারানাগুয়া, মানাউস ও পোন্তা দে পেদ্রাস বন্দরে নতুন টার্মিনাল নির্মাণ করা হবে। এই প্রকল্পগুলো বাস্তবায়িত হলে দেশটির বন্দরগুলোর সেবার পরিধি যেমন বাড়বে, তেমনই কঠিন, তরল ও গ্যাসীয় বাল্ক, জেনারেল ও কনটেইনারাইজড পণ্যের ধারণ সক্ষমতাও বাড়বে।

২০১৯ সাল থেকে এখন পর্যন্ত ব্রাজিল সরকার বেসরকারিকরণ প্রক্রিয়ার অধীনে বন্দর উন্নয়নে ১৩৮টি বিনিয়োগ চুক্তি সম্পন্ন করেছে।

নবমবারের মতো শীর্ষ মেরিটাইম হাব সিঙ্গাপুর

আবারও বিশ্বের শীর্ষ মেরিটাইম হাব হিসেবে জুলাইয়ে প্রকাশিত সিনহুয়া-বাল্টিক ইন্টারন্যাশনাল শিপিং সেন্টার ডেভেলপমেন্ট ইনডেক্স রিপোর্টে জায়গা করে নিয়েছে সিঙ্গাপুর। টানা নবম বছর এই অবস্থানে দেখা গেল সিঙ্গাপুরের নাম।

সম্ভাব্য ১০০ পয়েন্টের ওপর ভিত্তি করে এই র‍্যাংকিং করা হয়। এতে সিঙ্গাপুর পেয়েছে ৯৪ দশমিক ৮৮ পয়েন্ট। তালিকায় দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে লন্ডন। তাদের স্কোর ৮৩ দশমিক শূন্য ৪ পয়েন্ট। আর ৮২ দশমিক ৭৯ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে বিশ্বের বৃহত্তম ও ব্যস্ততম বন্দরের শহর সাংহাই।

তালিকার চতুর্থ অবস্থানে রয়েছে হংকং। এর পরের স্থানটি দখল করেছে সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাই। এছাড়া শীর্ষ দশে পরবর্তী অবস্থানগুলোয় রয়েছে যথাক্রমে রটারডাম, হামবুর্গ, নিউইয়র্ক/নিউজার্সি, এথেন্স/পিরাউস ও নিংবো-ঝৌশান।

আইএমও সদস্যভুক্ত সকল দেশের বন্দরগুলি নিরাপদ রাখার স্বার্থে প্রণীত ইন্টারন্যাশনাল শিপ অ্যান্ড পোর্ট ফ্যাসিলিটি সিকিউরিটি (আইএসপিএস) কোড ২০০৪ সাল হতে মোংলা বন্দরে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

সোলাস কনভেনশন স্বাক্ষরকারী/সদস্য দেশ হিসেবে বাংলাদেশ সরকার ২০০৪ সালের ১ জুলাই উদ্যোগী হয়। এরপর হতে মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ ও অন্যান্য পোর্ট ফ্যাসিলিটিতে আইএসপিএস কোড বাস্তবায়ন কার্যক্রম শুরু হয়।

আইএসপিএস কোড
মোংলা বন্দরের নিরাপত্তার চাবিকাঠি

- কমান্ডার আব্দুল্লাহ আল মেহেদী

বন্দরের জন্মলগ্নেই যে কোনো ধরনের নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড হতে দেশি-বিদেশি জাহাজের নিরাপদ চলাচল ও অবস্থানসহ বন্দরের জানমাল সুরক্ষায় একটি স্বতন্ত্র নিরাপত্তা বিভাগ গঠিত হয়।

আইএমও সদস্যভুক্ত সকল দেশের বন্দরগুলি নিরাপদ রাখার স্বার্থে প্রণীত ইন্টারন্যাশনাল শিপ অ্যান্ড পোর্ট ফ্যাসিলিটি সিকিউরিটি (আইএসপিএস) কোড ২০০৪ সাল হতে মোংলা বন্দরে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

নিরাপত্তার মূলনীতি

মোংলা বন্দরের যাবতীয় কার্যক্রম সচল ও গতিশীল রাখতে বন্দরের সকল সুবিধাসমূহের নিরাপত্তা বিধান এবং বন্দরে আগত জাহাজ এবং মালামালসমূহের যথাযথ নিরাপত্তা প্রদান।

সাংগঠনিক কাঠামো

মবক চেয়ারম্যান মহোদয়ের সার্বিক তত্ত্বাবধানে প্রধান নিরাপত্তা কর্মকর্তার অধীনে ১. নিরাপত্তা ২. অগ্নিনির্বাপণ ৩. আইএসপিএস সেল এবং ৪. গোয়েন্দা- এ চার শাখায় ৩৯ জন নৌ কন্টিনজেন্ট, ১৫৮ জন মবক নিরাপত্তা কর্মী এবং ১১৯ জন আনসার সদস্য, সর্বমোট ৩১৬ জন সদস্য নিয়ে পরিচালিত হচ্ছে মবক নিরাপত্তা বিভাগ।

প্রদত্ত সেবাসমূহ

- মোংলা বন্দরের সার্বিক নিরাপত্তা
- আইএসপিএস কোডের বাস্তবায়ন ও তদারকি
- বন্দর ব্যবহারকারীদের পরিচয়পত্র ও জেটি সরকার লাইসেন্স প্রদান
- আমদানি/রপ্তানি কাজে ব্যবহৃত যান চলাচল নিয়ন্ত্রণে রাখা
- ব্যক্তি চলাচল নিয়ন্ত্রণে রাখা
- জেটিতে জাহাজের নিরাপত্তা বিধান
- নদীতে স্পিডবোটের মাধ্যমে নিয়মিত টহল প্রদান
- বন্দরে যে কোনো প্রকার অগ্নি নির্বাপণ ও উদ্ধারকাজে অংশগ্রহণ

আইএসপিএস কোড কি

আন্তর্জাতিক নৌবাণিজ্যে সমুদ্রগামী জাহাজ চলাচল ব্যবস্থা নিরাপদ করার লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক মেরিটাইম সংস্থা (আইএমও) প্রবর্তিত সোলাস-১৯৭৪ কনভেনশনে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা বিধিমালা উল্লেখ রয়েছে। পরবর্তীতে আমেরিকার টুইন টাওয়ারে সন্ত্রাসী কার্যক্রমের প্রেক্ষাপটে নতুন করে আইএমও সদস্যভুক্ত দেশের বন্দরগুলো নিরাপদ রাখার স্বার্থে সোলাস-১৯৭৪ এর দুটি ধারা সংশোধনের মাধ্যমে ইন্টারন্যাশনাল শিপ অ্যান্ড পোর্ট ফ্যাসিলিটি সিকিউরিটি (আইএসপিএস) কোড প্রবর্তন করা হয়।

আইএসপিএস কোডের দুটি অংশ, একটিতে পোর্ট ফ্যাসিলিটির নিরাপত্তা এবং অপর অংশে জাহাজের নিরাপত্তা ব্যবস্থার বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে।

সোলাস কনভেনশন স্বাক্ষরকারী/সদস্য দেশ হিসেবে বাংলাদেশ সরকার ২০০৪ সালের ১ জুলাই উদ্যোগী হয়। এরপর হতে মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ ও অন্যান্য পোর্ট ফ্যাসিলিটিতে আইএসপিএস কোড বাস্তবায়ন কার্যক্রম শুরু হয়।

আইএসপিএস কোডের উদ্দেশ্য

আন্তর্জাতিক নৌ বাণিজ্যে নিয়োজিত সকল জাহাজ ও বন্দরসমূহে সম্ভাব্য সন্ত্রাসী হুমকি নির্ণয় এবং তা প্রতিরোধে আইএমওভুক্ত সকল দেশের সরকার, সরকারি সংস্থা, স্থানীয় প্রশাসন, জাহাজ চলাচল সংস্থা এবং বন্দর সমূহের মধ্যে আন্তঃসংযোগ স্থাপন ও সমন্বয়ের মাধ্যমে একটি আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা বলয় তৈরি করাই আইএসপিএস কোডের উদ্দেশ্য।

কোথায় কোথায় আইএসপিএস কোড প্রযোজ্য

- বন্দরে আগত সকল সমুদ্রগামী জাহাজ
- যাত্রীবাহী জাহাজ
- হাইস্পিড ক্র্যাফট
- মোবাইল অফশোর ড্রিলিং ইউনিট/ ড্রেজার
- সকল পোর্ট ফ্যাসিলিটি যেখানে সমুদ্রগামী জাহাজ ভিড়ানোর সুবিধা রয়েছে
- বন্দর অঞ্চল

আইএসপিএস কোড বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে মোংলা বন্দরে সেফটি ইন্ডাকশন ট্রেনিং, সেফটি ড্রিল, ফায়ার ট্রেনিং এবং সাপ্তাহিক সিকিউরিটি ড্রিল নিয়মিত পরিচালনা করা হয়।

এছাড়াও নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে নিরাপত্তা বিভাগ:

১. অ্যাকসেস কন্ট্রোল ব্যবস্থা

নিরাপত্তা মেইন গেটে আর্চওয়ে, প্যাডস্টেইন গেইট, লাগেজ স্ক্যানার, ইউভিআইএম, ইউভিএসএস, হ্যান্ড মেটাল ডিটেক্টর দিয়ে সকল যানবাহন এবং বন্দর ব্যবহারকারীকে প্রবেশ/প্রস্থানকালে তল্লাশি করা হয়।

ক. অ্যাকসেস কন্ট্রোল ডিভাইস

সংরক্ষিত জেটি এলাকায় প্রবেশকারী সকল ব্যবহারকারীকে আরএফআইডি কার্ড দেয়া হয়েছে যা আবশ্যিকভাবে অ্যাকসেস কন্ট্রোল ডিভাইসে পাঞ্চ করে জেটি এলাকায় প্রবেশ করতে হয়।

খ. আর্চওয়ে

সংরক্ষিত জেটি এলাকায় প্রবেশকারী কোনো ধাতব বস্তু বহন করছেন কি-না, তা পরীক্ষা করার জন্য আর্চওয়ে ব্যবহৃত হয়।

গ. স্বয়ংক্রিয় প্যাডস্টেইন গেইট

সংরক্ষিত জেটি এলাকায় প্রত্যেকে আবশ্যিকভাবে কার্ড পাঞ্চ করে স্বয়ংক্রিয় প্যাডস্টেইন গেইট দিয়ে অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন।

ঘ. লাগেজ স্ক্যানার

সংরক্ষিত জেটি এলাকায় প্রবেশকারীর সঙ্গে থাকা মালামালে কোনো বিপজ্জনক বস্তু আছে কি-না, তা পরীক্ষার জন্য লাগেজ স্ক্যানার ব্যবহার করা হয়।

ঙ. হ্যান্ড মেটাল ডিটেক্টর

নিরাপত্তা কর্মীগণ সংরক্ষিত জেটি এলাকায় প্রবেশকারীর দেহ হ্যান্ড মেটাল ডিটেক্টর দিয়ে তল্লাশি করেন।

চ. ইউভিআইএম

সংরক্ষিত এলাকায় প্রবেশকারী যানবাহনের চারপাশের তলদেশে কোনো বিপজ্জনক বস্তু আছে কি-না তা পরীক্ষা করা হয়।

ছ. ইউভিএসএস

সংরক্ষিত এলাকায় প্রবেশকারী সকল যানবাহনের তলদেশে কোনো বিপজ্জনক বস্তু আছে কি-না তা পরীক্ষা করা হয়।

২. সিসিটিভি ক্যামেরা মনিটরিং ব্যবস্থা

মোংলা বন্দরের গুরুত্বপূর্ণ ভবন, স্থাপনাসহ সংরক্ষিত জেটি এলাকায় স্থাপিত ১৭২টি সিসিটিভি ক্যামেরায় সার্বক্ষণিক নজরদারির মাধ্যমে বন্দরের পূর্ণ নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়।

মোংলা বন্দরের যাবতীয় কার্যক্রম সচল ও গতিশীল রাখতে বন্দরে আগত জাহাজ, মালামাল ও অন্যান্য সুবিধাসমূহের নিরাপত্তা প্রদানে ভিটিএমআইএস-সহ (আগের পৃষ্ঠায় ছবি) আনুষঙ্গিক নিরাপত্তা সরঞ্জাম ও নিয়মিত টহলের মাধ্যমে সার্বক্ষণিক কার্যক্রম চলমান

৩. রেজিস্ট্রেশন ইউনিট

জেটির অভ্যন্তরে প্রবেশকারী সবার জন্য বাধ্যতামূলক ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশনের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

৪. তথ্য সংরক্ষণ ইউনিট

এ ইউনিট নিরাপত্তা বিভাগের সকল কার্যক্রম এবং যাবতীয় তথ্যাবলী সংরক্ষণ করে থাকে। পাশাপাশি বন্দরে আগত সকল দেশি-বিদেশি জাহাজের তথ্যও সংরক্ষণ করা হয় এখানে।

সেফটি নির্দেশিকা

মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের সংরক্ষিত জেটি এলাকা এবং জেটিতে অবস্থানরত জাহাজ অতি গুরুত্বপূর্ণ এলাকা হিসেবে চিহ্নিত। মবক জেটির অভ্যন্তরে সর্বদা পণ্য ওঠানামার কাজ চলমান থাকে বিধায় জেটি সংরক্ষিত এলাকা এবং জাহাজ সংলগ্ন এলাকায় চলাফেরা করা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় দুর্ঘটনা রোধে নিরাপত্তা বিভাগ সেফটি নির্দেশিকা প্রদান করে থাকে। বিভিন্ন সময় এ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণেরও ব্যবস্থা করে নিরাপত্তা বিভাগ।

অগ্নি নির্বাপণ

মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের নিরাপত্তা বিভাগে আধুনিক অগ্নি নির্বাপণ ব্যবস্থা সম্বলিত একটি অগ্নি নির্বাপণ কেন্দ্র রয়েছে। সংরক্ষিত এলাকায় আমদানিকৃত গাড়ীসহ বিভিন্ন প্রকার মালামাল ও অন্যান্য দাহ্য পদার্থসমূহের অগ্নি নিরাপত্তা প্রদানের কাজটি গুরুত্বের সাথে পালন করে সদাপ্রস্তুত এ ইউনিট। বন্দরে অবস্থানরত জাহাজে কোনো অগ্নিকাণ্ড ঘটলে বন্দরের টাগ বোট অগ্নিপ্রহরী, সারথী-২ ও শিবসা-এর মাধ্যমে অগ্নিনির্বাপণ করা হয়ে থাকে।

গোয়েন্দা কার্যক্রম

বন্দরে আগত জাহাজ ও আমদানিকৃত মালামালসহ বন্দরের স্থাবর সম্পত্তি, বিভিন্ন স্থাপনার নিরাপত্তা ও অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিষয়ে সর্বদা খোঁজখবর রেখে বন্দরের সুষ্ঠু নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে এ শাখাটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। প্রধান নিরাপত্তা কর্মকর্তা সরাসরি এই শাখাটি পরিচালনা করেন।

সবার আগে নিরাপত্তা

সকলের সামগ্রিক সহযোগিতায় বন্দর ব্যবহারকারীদের মানসম্মত সেবা প্রদানের মাধ্যমে মোংলা বন্দরের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধির অংশীদার হতে পেরে বন্দরের নিরাপত্তা বিভাগ প্রকৃতই গর্বিত।

কমান্ডার আব্দুল্লাহ আল মেহেদী, (জি), বিএন
প্রধান নিরাপত্তা কর্মকর্তা, নিরাপত্তা বিভাগ
মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ

Press ADD (Saif Power Group)_A4 Size Magazine Add

SHUN SHING EDIBLE OIL LIMITED | BEOL BANGLADESH EDIBLE OIL LIMITED

ভিওলা
ফর্টিফাইড সয়াবিন তেল
FORTIFIED SOYABEAN OIL

সাশ্রয়ী দামে
সেরা সয়াবিন তেল

ভিওলা

ফর্টিফাইড সয়াবিন তেল

এ চালান

জীবন হোক ঝামেলাহীন

সরকারি বিভিন্ন ফি
কমিউনিটি ব্যাংকে জমা দিন
সহজে ও নিশ্চিন্তে।

ই-পাসপোর্ট ফি, ভ্যাট, ট্যাক্সসহ
১৯৬ ধরনের সরকারি ফি ও রেভিনিউ জমা দিতে ভিজিট করুন
কমিউনিটি ব্যাংকের যেকোন শাখায়।

কমিউনিটি ব্যাংক সবার ব্যাংক।

communitybankbd.com 16707

Community Bank
• Trust • Security • Progress

কষ্টের সঞ্চয়ে কামিয়াব হোক আজন্মসঞ্চিত হজের নিয়ত

ধর্মপ্রাণ মুসলিম সম্প্রদায়ের পবিত্র হজ পালনের সুবিধার্থে গ্লোবাল ইসলামী ব্যাংক নিয়ে এলো 'লাব্বাইক'-মুদারাবা হজ ডিপোজিট স্কিম। ধারাবাহিক সঞ্চয়ে সত্যি হোক আপনার হজ যাত্রা।

লাব্বাইক
মুদারাবা হজ ডিপোজিট স্কিম

- প্রচলিত হজ স্কিমগুলোর মধ্যে সর্বাধিক সুবিধাসম্বলিত
- বার্ষিক ৮% মুনাফা (প্রাক্কলিত)
- সর্বোচ্চ ২০ বছর মেয়াদি স্কিম

GIB গ্লোবাল ইসলামী ব্যাংক
Global Islami Bank غلوبل إسلامي بنك

16671 নম্বরে
বিদেশ থেকে: +88 09610016671

www.globalislamibankbd.com

বৈশ্বিক মন্দার মধ্যেও লড়াই করে এগিয়ে চলেছে বাংলাদেশ আর সুযোগ্য কর্ণধারের যথাযথ নেতৃত্ব দেশের উন্নয়নে জোরালো ভূমিকা অব্যাহত রেখে এগিয়ে চলেছে মোংলা বন্দর।

৭২ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে

মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষকে প্রাণঢালা অভিনন্দন

AZDREDGINGLTD.
LET THE RIVERS FLOW

+880-2-222220327
AZ Dredging Ltd.
Suite No-16C Rupayan
Karim Tower, 80-Kakrail,
Dhaka-1217, Bangladesh
azdredge12@gmail.com

INDUSTRIAL LPG SOLUTIONS TO SUPPORT YOUR ENERGY NEEDS

Omera PRIORITY

+880 1708 124 200
priority@omeralpg.com

OMERA SUPPLIES LPG FOR

Boilers	Garments Industry
Industrial Dryers	Ceramic Industry
Furnaces	Metal Casting Industry
Kilns of Ceramic	Metal & Aluminium Industry
	Food Industry etc.

OMERA PRIORITY OFFERS

- Liquefied Petroleum Gas (LPG) as a green & clean fuel
- Competitive energy solution compared to diesel
- Alternate energy solution to natural gas
- 24/7 secured supply of LPG across the country
- Flexible LPG storage set-up solutions
- Best technical service in the industry

BEST ENERGY COMPANY AWARD 2016

BEST LPG OPERATOR AWARD 2018

omeralpg.com

Mobile House, CWS (A) 13/A, Bir Uttam Mir Shawkat Sarak, Gulshan Avenue, Dhaka - 1212, Bangladesh

মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের ৭২তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে বিশেষ স্মরণিকা প্রকাশনা করার জন্য
মোংলা বন্দর বার্থ ও শিপ অপারেটর এ্যাসোসিয়েশন এর পক্ষ থেকে
মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

মোংলা বন্দরের সফলতা কামনায়-

মোংলা বন্দর বার্থ ও শিপ অপারেটর এ্যাসোসিয়েশন এর কার্যনির্বাহী পরিষদ সহ সকল সদস্যবৃন্দ।

মোংলা বন্দর বার্থ ও শিপ অপারেটর এ্যাসোসিয়েশন

MONGLA BANDAR BERTH & SHIP OPERATOR ASSOCIATION

Head Office : JH Santa Tower 17, K.D.A Avenue, Khulna. Phone : +880 2477-725546, Mobile: 01755-121999, Email : mbbsoa2211@gmail.com

মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের ৭২তম বন্দর দিবস উপলক্ষ্যে

মোংলা বন্দরের বিভিন্ন সফলতা অর্জন ও অব্যাহত উন্নয়ন কামনায়

বাংলাদেশ শিপিং এজেন্টস্ এ্যাসোসিয়েশনের সকল সদস্য
ও নির্বাহী কমিটির সদস্যদের পক্ষ থেকে জানাই

শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন

সর্বপ্রথম ৮ মিটার ড্রাফট সম্বলিত কন্টেইনার বাহী জাহাজ MCC TOKYO বন্দরের জেটিতে আগমন।

এবছর সর্বোচ্চ সংখ্যক গাড়ী মোংলা বন্দর দিয়ে আগমন।

ভারতের কলকাতা বন্দর থেকে প্রোটোকল নৌ-পথে প্রথম ট্রানজিট কার্গো মোংলা বন্দরে আগমন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রেলওয়ে ব্রীজ কন্সট্রাকশন প্রোজেক্ট এর মালামাল মোংলা বন্দর দিয়ে আগমন।

বাংলাদেশ শিপিং এজেন্টস্ এ্যাসোসিয়েশন, খুলনা।

With Compliments from:

5R

Associates | Energy | Construction

ISO 9001:2015 Certified

We are representing Brands

Haque Tower (2nd Floor), 191/A, Mir Shawqat Shoroni, Tejgaon I/A, Dhaka-1208, Bangladesh.

+880 2 8878275, 8878276, +880 2 8878278,

info@five-r.com www.five-r.com

মেসার্স শেখ আব্দুস সালাম এন্ড কোং

M/s. Shaikh Abdus Salam & Co.

Stevedores, Labour Handling, Carrying, I.W.T.A Operator
First Class Contractor & Order Suppliers

M.V. RAJENA KOTHAMONI

Office : Madrasha Road, Mongla, Bagerhat.
Code- 04658 Phone : 73477 Fax : 0088-0465873367
Res : Hazi Afsar Udding Road, Mongla, Bagerhat.
Code-04658 Phone : 73367, 73477, 73444
Mrs. Kamrun Nahr Hai : 01711-343054, 01711-348534
E-mail : msshaikhabdussalamandco.20@gmail.com

First ever 8.0 meter draft vessel MCC TOKYO with 186m Length at Mongla Port.
A beginning of new era in South Western Region. We are proud to be a part of it.

OCEAN TRADE LIMITED

AS AGENT

SEALAND ASIA-A MAERSK COMPANY, MONGLA PORT.

HANDLING OPERATION OF "BANGABANDHU SHEIKH MUJIB RAILWAY BRIDGE CONSTRUCTION PROJECT"

KHULNA TRADERS LIMITED

LEADING STEVEDORE & CONTAINER HANDLING CONTRACTOR,
INLAND CARGO VESSEL OWNER, MONGLA/PAYRA PORT.
6, SHAMSUR RAHMAN ROAD, KHULNA. E-MAIL : ktl.otl@gmail.Com

Delta LP GAS
লাল সবুজের প্রত্যয়

সম্ভাবনার স্বপ্নে বিভোর, স্বমৃদ্ধ আগামীর প্রত্যয়
নিশ্চিন্ত নির্ভরতায় বিশ্বসেরা প্রযুক্তির সমন্বয়।
উচ্চতাপ সহনীয় সিলিন্ডারে সর্বোচ্চ
মান নিয়ে সঠিক ওজন নিশ্চিত করে
ডেলটা এলপি গ্যাস।

Delta LPG LIMITED

DELTA COMPLEX 20, MONGLA INDUSTRIAL AREA, MONGLA BAGERHAT-9351
BANGLADESH, CELL: 01708 481 156, 01708 481 168, 01709 817 306

RUPSHA

EXISTING PRODUCT LINE

- RPO - Refine Palm Oil
- SPO - Super Palm Olein
- RSO - Refine Soyabean Oil

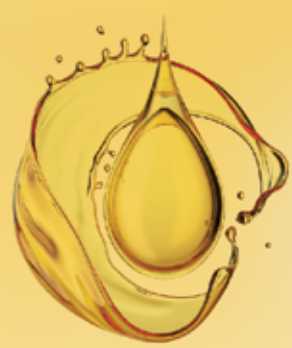

RUPSHA EDIBLE OIL REFINERY LIMITED

PLANT ADDRESS:
DELTA COMPLEX, 20 MONGLA INDUSTRIAL AREA,
MONGLA BAGERHAT-9351, BAANGLADESH
CELL: 01708 481, 01708 481 136

Ensuring Quality and Service

Corporate Office
Jamuna Spacetech Joint Venture Limited
Rupayan Golden Age (2nd Floor), 99, Gulshan Avenue, Gulshan, Dhaka-1212
Tel: +880-2222-81599, E-mail: jamunagas@gmail.com, Website: www.jamunagas.com
Mongla Plant
14, Mongla Port I/A, Mongla, Bagerhat.

মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের ৭২তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপনকে বর্নাঢ্য ও স্মরণীয় করতে স্মরণিকা প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করায়

খুলনা ইউনিয়ন এন্টারপ্রাইজ লিঃ

এর পক্ষ থেকে

মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন

মোংলা বন্দরের সফলতা কামনায়

খুলনা ইউনিয়ন এন্টারপ্রাইজ লিঃ

KHULNA UNION ENTERPRISE LTD.

MASTER STEVEDORE'S, GOVT.CONTRACTOR, PROJECT MANAGEMENT & GENERAL MERCHANT.
Hade Office: Plot No 205, Road No: 208, Sonadanga R/A, Khulna. Mobil: 01711 394131, 01715496512,
Email: smmostaque@gmail.com

মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ
MONGLA PORT AUTHORITY

বাংলাদেশের ২য় বৃহত্তম সমুদ্র বন্দর মোংলার

৭২তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে

ওয়ান ব্যাংক লিমিটেড এর পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন।

ওয়ান ব্যাংক
লিমিটেড

মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের
নিয়মিত প্রকাশনা